# আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুন, ২০২১ঈসায়ী

# আল-ফিরদাউস

# সংবাদ সমগ্র

## জুন, ২০২১ঈসায়ী

==============================

# সূচিপত্র

## ৩০শে জুন, ২০২১

### পাঁচ বছরে আদালতে ধর্ষণ মামলা হয়েছে ৩০ হাজার

দেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে গত ৫ বছরে ৩০ হাজার ২৭২টি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। ওই হিসাব গত বছরের ২১ অক্টোবরের আগ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়ের।

আইনজীবী অনীক আর হক সাংবাদিকদের বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দাখিল করা প্রতিবেদনে এসেছে ধর্ষণের অভিযোগে গত ৫ বছরে ৩০ হাজার ২৭২টি মামলা আদালতে দায়ের হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারাদেশেই চলছে ধর্ষণের জমজমাট আয়োজন। নারী স্বাধীনতার নামে নারীকেই পন্য বানানো হচ্ছে।

ইসলামি শরিয়া মোতাবেক হালাল বিবাহকে সমাজে কঠিন করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে যিনা ব্যভিচারকে সহজ করে দেওয়া হচ্ছে। বাল্য বিবাহের নামে হাজারো হালাল বিয়েকে বন্ধ করে দিচ্ছে তাগুত প্রশাসন। বিয়ের ক্ষেত্রে কুফ্ফারদের মানবরচিত বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ফলই ধর্ষণ মহামারি রুপে দেখা দিয়েছে। যার থেকে উত্তরণের উপায় হল বিয়ে সহজ করা, ইসলামি শাসনকে বাস্তবায়িত করা।

---

### ভারতের বিহারে মুসলিম যুবককে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা

ভারতের বিহার রাজ্যে এক মুসলিম যুবককে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

গত ২৬ জুন শনিবার মধ্যরাতে, বিহারের আরারিয়া জেলায় মোহাম্মাদ ইসমাইল (৩০) নামে এক মুসলিম যুবককে কথিত চুরির অভিযোগে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা পিটিয়ে হত্যা করেছে।

নিহতের পরিবার ও প্রতিবেশিরা ইসমাইলের কথিত চুরির সাথে সম্পৃক্ততার দাবি অস্বীকার করেছেন। তারা জানান, ইসমাইল একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান ছিলেন। সে রাতে নিজ এলাকার বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ক্যাবল ঠিক করার সময় দুই মোটরসাইকেল আরোহী লোক ইসমাইলকে তাদের গ্রামে ডেকে নিয়ে যায়।

ইসমাইলের প্রতিবেশি হাবিব মুসলিম মনিটরকে জানায়,"ডেকে নেয়া লোকেরা তখন ইসমাইলকে তাদের কিছু বৈদ্যুতিক মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল। ইসমাইল তাদের সাথে চলে যান; এরপর আর বাড়িতে ফিরে আসেননি।"

প্রতিবেশি হাবিব আরো জানান,"দুষ্কৃতকারীরা রহস্যজনক ভাবে ইসমাইলকে পিটিয়ে হত্যা করে এবং তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে যায়।"

স্থানীয় মিডিয়ার তথ্যমতে, ইসমাইলের হত্যাকাণ্ডে জড়িত যাদব নামের এক ডোমার গতবছর একই স্থানে পিটিয়ে হত্যা করা আরেক হত্যা মামলার সম্পৃক্ত আসামি।

নিহত ইসমাইল বালওয়াই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, তার স্ত্রী, তিন সন্তান ও অসহায় বৃদ্ধ পিতা আছে।

অতঃপর গত ২৮ জুন সোমবার হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে নিহত মোহাম্মাদ ইসমাইলের লাশ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

---

## সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনা অফিসারদের উপর আল-কায়েদার টার্গেট কিলিং

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, কেন্দ্রীয় শাবেলী ও যুবা রাজ্যে মুরতাদ সোমালি প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ক্রুসেডার উগান্ডান সেনাদের উপর বেশ কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদিন।

শাহাদা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর জোনগেল এলাকায় পৃথক দুটি অপারেশনে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর এক অফিসার ও এক সাধারণ সদস্য নিহত হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের গালউইন, কারইয়ুলি এবং ওদেইগলি শহরে উগান্ডান সেনাদের উপর আইইডি এবং গেরিলা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। একই সাথে কারইয়ুলি শহরের দেবইয়ানকা নামক গ্রামে সোমালি সেনাদের উপরও তীব্র হামলা চালানো হয়েছে। প্রতিটি হামলায় মুজাহিদিনরা একাধিক সেনাকে হত্যা ও অনেক সদস্যকে আহত করার খবর নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি ধ্বংস করা হয়েছে বহুমূল্যের সামরিক সরঞ্জামও।

এদিকে যুবা রাজ্যের "কাডা" দ্বীপে মুরতাদ সোমালি প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত মেয়র "ওমর আফলু" মুজাহিদিনদের এ্যামবুশ হামলায় নিহত হয়েছে। একই সাথে পৃথক অপারেশনে নিহত হয়েছে সরকারি বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট অফিসার "মোহামেদ আলী জাররার", তাকে হত্যার পর গণিমাহ হিসেবে ক্লাশিনকোভ রাইফেল পেয়েছেন মুজাহিদিনরা।

একই রাজ্যের আফমাদো শহরে মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে এক সেনা সদস্যকে আহতও করেছেন আল-শাবাব মুজাহিদিন।

---

## খোরাসান | গজনির প্রাদেশিক রাজধানীর প্রবেশ পথে পৌঁছে গেছেন তালিবান

গজনী প্রদেশের আন্দার, কারাবাগ, মুকুর, ওয়াগেজ এবং গিরো জেলাগুলি এবং বেশ কয়েকটি বড় সামরিক ঘাঁটি দখল করার পরে, গতকাল ২৯ জুন সকালে তালিবান মুজাহিদিনরা গজনীর প্রাদেশিক রাজধানীর কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকি দখল করে প্রদেশের প্রবেশ পথ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।

ওই এলাকার প্রত্যক্ষদর্শী এবং কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কের চালকরা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আজ ভোররাত থেকেই তালিবানরা মজান্দাবাদ থেকে গজনী পর্যন্ত শহরের প্রধান প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিল এবং গেটের উপরে একটি সাদা তালেবানী পতাকা (কালিমা খচিত সাদা) উড়ছিল।

তালিবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদিও টুইট করেছেন যে, গজনী শহরের কালা-ই-কাজী, কালা-ই-আজাদ, গুলী-ই-সুরখ, শেখ আঘা, কাজ কালা, শাহবাজ, নিয়াজী এবং আসফান্দ-দেহ এলাকাগুলো সহ রাজধানীরদুটি সরকারি ঘাঁটি ও ভিতরের ৫টি নিরাপত্তা পোস্ট দখল করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

https://ibb.co/8MLg43C

তিনি আরও বলেছেন যে, লড়াইয়ের সময় তালিবান মুজাহিদদের হাতে ১৫ কাবুল সেনা নিহত এবং আরও ২০ সেনা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন বলেও জানান।

তালিবানরা এমন এক সময় গজনি শহরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছেছে, যখন তাখার, কুন্দুজ, বাগলান, ফারাহ, ফারিয়াব, বলখ, পাকতিয়া এবং উরুজগান প্রদেশের রাজধানী তালেবানদের দ্বারা অবরোধের মধ্যে রয়েছে। এখন এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, তালিবানরা প্রতি রাতে এই প্রদেশগুলির মূল শহরগুলো বিজয়ের লক্ষ্যে অপারেশন শুরু করবেন।

https://ibb.co/wY3xSsJ

---

## আফ্রিকার একাধিক কুফফার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার সফল হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার বে-বুকুল, কেন্দ্রীয় শাবেলী ও যুবা রাজ্যে ক্রুসেডার কেনিয়া, উগান্ডা ও ইথিওপিয় সেনাদের সামরিক ঘাঁটির পাশাপাশি সোমালি মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে কয়েকটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাবের নিউজ পোর্টাল 'শাহাদা এজেন্সি'র রিপোর্টে বলা হয়, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় যুবা রাজ্যের কালবিও এবং ব্রুলী শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর দুটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-শাবাব মুজাহিদিনরা। গত ২৯ জুন, মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর দুটো ঘাঁটিতেই বেশ কিছু সেনা সদস্য হতাহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের জানালি শহরেও ক্রুসেডার উগান্ডার ও সোমালিয় মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এদিন বে-বুকুল রাজ্যের দিনসোর শহরেও মুরতাদ সোমালি বাহিনীর একটি সেনা ছাউনিতে হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিনরা। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিতভাবে জানা যায় নি।

একই রাজ্যের হুদুর শহরে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর উপরও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। হামলায় ইথিওপিয়ান বাহিনীর বেশ কিছু সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা তাদের যুদ্ধকৌশল মোতাবেক প্রতিদিনই কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি, সেনা ছাউনি আর চেকপোস্টগুলো লক্ষ্য করে ছোট-বড় কয়েকটি করে হামলা চালিয়ে থাকেন। এসবের মধ্যে মুজাহিদদের ছোট ছোট অভিযানগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকে ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখা এবং সেনাদেরকে মানসিকভাবে দূর্বল করে দেয়া।

---

## ২৯শে জুন, ২০২১

### আমেরিকা ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার ১০ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিল আশ-শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামিক আদালত ক্রুসেডার আমেরিকা ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার আরও ১০ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদা সমর্থক সংবাদ প্রচার মাধ্যম 'শাহাদাহ্ নিউজ' জানিয়েছে যে, গত ২৮ জুন দক্ষিণ পশ্চিম সোমালিয়ার ২টি পৃথক রাজ্যের ইসলামিক আদালত ক্রুসেডার আমেরিকা ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার ১০ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে।

পরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যের জলব শহর ও বে-বুকুল রাজ্যের বুলুফালাই শহরের খোলা ময়দানে জনসম্মুখে আমেরিকা ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার এসব সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্র আরো জানায় যে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের এসব গোয়েন্দাদের মধ্যে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গুপ্তচরবৃত্তির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ সদস্যরাও ছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞাতা নিয়েও তারা বেশিদিন মুজাহিদদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে লোকিয়ে থাকতে পারেনি। অবশেষে হারাকাতুশ শাবাবের বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ নিরাপত্তা বিভাগের হাতে তারা বন্দী হয়।

উল্লেখ্য যে, এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাত্র দু'দিন আগে যুবা রাজ্যের সাকু শহরে ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার আরও ৬ গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত অপর একটি ইসলামিক আদলত।

---

## ফটো রিপোর্ট | ইসলামিক ইমারাতের সামরিক ক্যাম্প-পাকতিয়া প্রদেশ

ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন পাকতিয়া প্রদেশে তালিবানদের পরিচালিত একটি সামরাক ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শারীরিক প্রশিক্ষণ ও শরিয়াহ্ ভিত্তিক কোর্স সমাপ্ত করেছেন কয়েক ডজন তরুণ তালিবান মুজাহিদ।

সামরিক ক্যাম্পটির কিছু স্থির চিত্র...

https://alfirdaws.org/2021/06/29/50339/

---

## সিরিয়া | নুসাইরি ও রুশ সেনাদের উপর মুজাহিদদের আর্টিলারি ও মিসাইল হামলা, হতাহত অনেক

সিরিয়ার ইদলিব ও লাতাকিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া আর্মি ও ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর উপর মিসাইল ও আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিনরা।

আনসারুত তাওহীদ তাদের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইদলিবে বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ রাশিয়ান ও নুসাইরী বাহিনীর চালানো হামলায় ৩০ জনেরও বেশি সাধারণ মানুষ শহিদ হয়েছেনন। আর নিরপরাধ লোকদের হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ মুজাহিদগণ এই হামলা চালিয়েছেন।

যার ধারাবাহিতায় আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিনরা গত ২৮ জুন, সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটির কারদাহা এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে গ্রাড মিসাইল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। উল্লেখ্য, কারদাহা হচ্ছে কসাই বাশার আল আসাদ নুসাইরী সরকারের জন্মস্থান।

https://ibb.co/Qfq4TVC

একই দিন ইদলিবের দার আল-কাবির এলাকায় দখলদার রাশিয়ান ও নুসাইরী আর্মির জমায়েতে ভারী আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিনরা। হামলায় ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে নির্ভুলভাবে পরিচালিত এই হামলায় বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

https://ibb.co/hV8964N

এদিন মুজাহিদগণ তৃতীয় হামলাটি চালান ইদলিবের মা'রাত আন-নুমান এর বাসকালা এলাকায়। আর্টিলারি দিয়ে চালানো এই হামলার মাধ্যমে মুজাহিদীনরা নির্ভুলভাবে কুখ্যাত নুসাইরী ও রাশিয়ান সেনাদের উপর আঘাত হানতে সক্ষম হন। এই হামলায়ও বেশ কিছু কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

---

## প্রথম সফরে আমিরাত গেলো দখলদার ইসরাইলের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর প্রথম সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত গেছে ইসরাইলের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদ।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দুই দিনের এ সফরে সে আবুধাবি ও দুবাইতে ইসরাইলি কনস্যুলেট কার্যালয় উদ্বোধন করবে। ইসরাইল থেকে তাকে বহনকারী উড়োজাহাজ ছাড়ার সময় লাপিদ টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করে তার সফরকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে অভিহিত করেছে।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ইসরাইলের কোনো শীর্ষ কর্মকর্তার এটিই প্রথম আমিরাত সফর। অন্যদিকে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ইয়াইর লাপিদেরও প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর এটি।

গত আগস্টে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করা এবং নতুন একটি বৃহত্তর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চুক্তি করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১৯৪৮ সালে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের স্বাধীনতার ঘোষণার পর ইসরাইল ও আরবের মধ্যে এটি তৃতীয় চুক্তি। এর আগে মিসর ১৯৭৯ সালে ও জর্ডান ১৯৯৪ সালে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।

ইহুদিবাদী দখলদার ইসরাইলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তির পর গত জানুয়ারিতে তেলআবিবে দূতাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেয় আমিরাতের মন্ত্রিসভা।

এ ছাড়া আবুধাবিতে দূতাবাস খুলে সেখানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতও নিয়োগ দিয়েছে দখলদার ইসরাইল।

সংগৃহীতঃ যুগান্তর

---

## ইসলাম বিদ্বেষের জেরে কানাডায় এবার এক মুসলিমকে ছুরিকাঘাত, অতঃপর দাড়ি কর্তন

ইসলাম বিদ্বেষের জেরে কানাডায় উগ্রবাদী শেতাঙ্গরা এবার একজন মুসলিমকে ছুরিকাঘাত করেছে, এখানেই শেষ নয়, এরপর ঐ মুসলমানের দাড়িও কেটে দিয়েছে উগ্রবাদীরা।

কানাডা ভিত্তিক সিটিভি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক জানায়, গত ২৫ শে জুন শুক্রবার কানাডার সাস্কাচুয়ান প্রদেশের সাসকাটন শহরে মুহাম্মাদ কাশিফ ইসলাম বিদ্বেষীদের হামলার শিকার হন।

জানা যায়, কাশিফ ভোর ৫ঃ৩০ মিনিটে প্রিস্টন এভিনিউতে নিজ বাড়ির নিকটে প্রত্যাহিক হাটাহাটির সময় শেতাঙ্গ উগ্রবাদী কর্তৃক হামলা সম্মুখীন হন।

তিনি বলেন,"আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই আমার পেছনে কোন কিছুর ভর অনুভব করি।" কাশিফ আরো বলেন,শেতাঙ্গ উগ্রবাদীরা আমার মেরুদন্ডে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা করে। সৌভাগ্যবশত, ছুড়িটি মেরুদন্ডে প্রবেশ না করে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

লাঠিসহ এক আক্রমণকারী তখন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু অপর হামলাকারী তখনো আক্রমণ চালিয়ে যায়।

"তারা আমাকে ঘৃণ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলে, তুমি কানাডায় কি করছো? তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও। তারা আমার পরিহিত ইসলামি পোশাক নিয়ে উপহাস করে এবং বলে, কেন তুমি দাড়ি রেখেছো?"

অশ্রুসজল কাশিফ বলেন,"অতঃপর তারা আমার হাতদুটো ধরে রাখে এবং আমার সুন্নতি দাড়িগুলো কেটে দেয়।"

উল্লেখ্য, বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার কাশিফের গভীর ক্ষতযুক্ত হাতে ১৪টি সেলাই লেগেছে।

কাশিফ জানান,"শেতাঙ্গ উগ্রবাদীরা লাঠি দিয়ে তারপর আমার মাথা ও কাঁধে আঘাত করতে থাকে।"

অতঃপর মুমূর্ষু অবস্থায় কাশিফকে দুষ্কৃতিকারীরা তার বাড়ির পিছনে গলিতে ফেলে রেখে চলে যায়।

কাশিফ বলেন, তার দৃষ্টিশক্তি তখন ঝাপসা হয়ে আসছিল। কোন্দল চলাকালীন সময়ে তিনি তার ফোন ও চাবি হারিয়ে ফেলেন। সেই পরিস্থিতিতে কাশিফ তার বাড়ির দরজায় ঠকঠক শব্দ করে স্ত্রী ও সন্তানদের জাগাতে অসমর্থ ছিলেন। প্রতিবেশিদেরকেও ডাকতে তিনি সমর্থ ছিলেন না।

কোন কিছু করতে অক্ষম কাশিফ দিশেহারা হয়ে তার বাড়ির সামনের উঠানে শুয়ে থাকেন।

বাড়ির উঠানের পাশ দিয়ে চলাচলকারী এক গাড়ির ড্রাইভার অবশেষে মুমূর্ষু কাশিফকে সাহায্য করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জুন বুধবার কানাডার আলবার্টা প্রদেশের সেন্ট আলবার্ট শহরে অ্যালডারউড পার্কের নিকটে অপরিশোধিত পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দুই হিজাব পরিহিত মুসলিম বোনের উপর শেতাঙ্গ উগ্রবাদীরা ছুরি নিয়ে হামলা করে।

আরো উল্লেখ্য গত ৬ জুন রবিবার কানাডার অন্টারিও প্রদেশের লন্ডন শহরে এক শেতাঙ্গ উগ্রবাদী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় ট্রাক চাপা দিয়ে একই পরিবারের ৪ জন মুসলিমকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

---

## ভারতীয় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে রিফাত হোসেন (৩২) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার জগতবেড় সীমান্তের ওপার থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে চুয়াঙ্গারখাতা বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিহত রিফাত হোসেন ওই ইউনিয়নের মুন্সীরহাট নাজিরগোমানী গ্রামের ইসলাম হোসেনের ছেলে।

রংপুর-৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের শমসেরনগর কোম্পানি কমান্ডার বেলাল হোসেন বলেন, বিএসএফের পাঠানো ছবি দেখে নিহতের স্বজনরা মরদেহটি শনাক্ত করেন।

---

## যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় এলোপাতাড়ি গুলিতে নিহত ২, আহত ১৫

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরে আলাদা দুটি এলোপাতাড়ি গুলির ঘটনায় দু'জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অন্তত ১৫ জন। স্থানীয় সময় রোববার রাতে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, রাত নয়টার কিছুক্ষণ আগে সাউথ শোর এলাকায় একটি গাড়ি থেকে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে একজন। এতে নিহত হয় এক নারী। আহত হয় ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরসহ চার ব্যক্তি। হতাহত সবাই এসময় রাস্তার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

এছাড়া রাত ১১ টার দিকে শিকাগোর মার্কেট পার্ক এলাকায় ঘটে আরেকটি এলাপাতাড়ি গোলাগুলির ঘটনা। যাতে নিহত হয়েছেন এক নারী। আহত হয় অন্তত আট ব্যক্তি। গোলাগুলির ঘটনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি গাড়ি। এতে আহত হয় আরও দু'জন।

এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে শিকাগোতে এলোপাতাড়ি গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। আহত হয়েছে আরও ৭৪ জন।

এছাড়া চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বন্দুকধারীর হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ অন্তত তিনজন নিহত হয়। আহত হয় পাঁচজন। এদের মধ্যে চারজন নারী ও এক শিশু ছিল।

এর আগে ২০১৮ সালের নভেম্বরে শিকাগোর একটি হাসপাতালে গোলাগুলির ঘটনায় চারজন নিহত হয়। এদের মধ্যে দু'জন হাসপাতালের নারী কর্মী একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিল। এছাড়া বন্দুকধারীও ঘটনাস্থলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

সূত্র: এবিসি নিউজ, ফক্স নিউজ

---

## আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনি শিশুদের ধারণা 'বিশ্ব তাদের পরিত্যাগ করেছে'

পশ্চিমতীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে যেসব ফিলিস্তিনির ঘরবাড়ি ইসরাইলের বর্বর সেনাবাহিনী গুঁড়িয়ে দিয়েছে, সেসব পরিবারের পাঁচজনের মধ্যে চারজন শিশুই মনে করে বিশ্ব তাদের 'পরিত্যাগ' করেছে।

সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপের ওপর ভিত্তি করে এমন তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম মিডল ইস্ট আই। সেভ দ্য চিলড্রেন এ জরিপ পরিচালনা করে।

সংস্থাটি জানায়, পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জারাহ ও সিলওয়ানে বসবাসরত ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির শঙ্কায় রয়েছে।

গত ১০ বছরে ইসরাইল ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে এমন ২১৭ ফিলিস্তিনি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে বেসরকারি সংস্থাটি।

এর মধ্যে ৮০ শতাংশ শিশুর অভিমত, বাবা-মা তাদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়। তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ শিশুই চরম দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত। তাদের মধ্যে হতাশা, ভয়, বিষণ্নতা ও উদ্বেগ কাজ করে।

ঘাসান নামে ১৫ বছর বয়সি এক শিশু সেভ দ্য চিলড্রেনকে বলে, বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়ার সময় আমার বাবাকে ইসরাইলি সেনা এবং তাদের কুকুরগুলো আক্রমণ করেছে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। বিষয়টি আমি এখনও ভুলতে পারছি না।

'এখনও আমি দুঃস্বপ্ন দেখি— বুলডোজার দিয়ে আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এ বাড়ি ভাঙার শব্দ আমাকে এখনও কষ্ট দেয়', যোগ করে ঘাসান।

সেভ দ্য চিলড্রেনের মতে, ইসরাইল কর্তৃক বাড়ি ধ্বংসের কারণে গত ১২ বছরে প্রায় ছয় হাজার শিশু বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

বাড়ি ধ্বংসের ঘটনা বাড়ছেই

চলতি বছরের মার্চে জাতিসংঘের একটি সংস্থা সতর্ক করে বলেছিল— পশ্চিমতীরে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ধ্বংস বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনের অঞ্চলগুলোতে মানবিক বিষয়গুলোর সমন্বয়ের জন্য জাতিসংঘের অফিস (ওসিএইচএ) থেকে মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২০ সালের চেয়ে ২০২১ সালে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি ধ্বংসের হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে।

ইসরাইলি কমিটি এগেইন্টস হাউস ডেমোলিশনসের তথ্যমতে, ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমতীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে প্রায় ২৮ হাজার ফিলিস্তিনির ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে।

দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোতে সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক জেসন লি বলেন, সেভ দ্য চিলড্রেন বিশ্বাস করে, ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি ধ্বংসের কারণে গত ১২ বছরে কমপক্ষে ছয় হাজার শিশু বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যা বিশ্বের জন্য 'বেদনাদায়ক' ও 'সতর্কবার্তা'।

এক বিবৃতিতে লি বলেন, ফিলিস্তিনের ঘরবাড়ি ধ্বংস আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ। একই সঙ্গে এমন কর্মকাণ্ড শিশুদের নিরাপদ বাড়িতে বসবাসের অধিকারের লঙ্ঘন এবং নিরাপদে স্কুলে যাওয়ার পথে অন্যতম বাধা।

---

## সন্ত্রাসী বাইডেনের নির্দেশে ইরাক-সিরিয়ায় মার্কিন বিমান হামলা, নিহত ৫

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে বিদেশের মাটিতে ফের কথিত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই বিমান হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

বাইডেন গত জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকে বিদেশের মাটিতে মার্কিন বাহিনীর দ্বিতীয় হামলা এটি।

এর আগে, ক্ষমতাগ্রহণের মাত্র এক মাসের মাথায় গত ফেব্রুয়ারিতে সিরিয়ায় বিমান হামলার নির্দেশ দিয়েছিল।

---

## ফিলিস্তিনের কৃষি জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ইসরাইল

পশ্চিমতীরের অবৈধ ইহুদি বসতিতে যোগাযোগ সহজ করতে ফিলিস্তিনের জমি দখল করে জেরুজালেম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ইসরাইল।

এতে বহু ফিলিস্তিনি কৃষক তাদের জমি হারানোর আতঙ্কে আছেন। অসংখ্য গাছ কাটা পড়ার ফলে পরিবেশ বিপর্যয়েরও আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর আরব নিউজের।

নির্মাণাধীন রাস্তাটি পশ্চিমতীরের অবৈধ ইহুদি বসতি বেতার ইলিত থেকে জেরুজালেমের এতজিওন ব্লকে অবস্থিত আরেক ইহুদি পর্যন্ত যাবে। আট কিলোমিটার এ রাস্তাটি নির্মাণ করলে ফিলিস্তিনের কৃষকরা তাদের ফসলি জমি হারাবেন।

এলাকাটি ফিলিস্তিনের কৃষি খামার হিসেবে পরিচিত।বর্তমানে প্রকল্পটি ইসরাইলের জনপ্রশাসন বিভাগের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

দখলদার দেশটির কট্টর ইহুদিবাদী সরকারের কর্মকর্তারা এটি অনুমোদনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

চার মাস আগে এ সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়।আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইট ওয়াচ ইসরাইলের এ পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে।

হিউম্যান রাইট ওয়াচ বলছে, এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে ফিলিস্তিনি কৃষকরা তাদের চাষাবাদের জমি হারাবেন।এটা আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী এবং মানবাধিকার পরিপন্থি কাজ বলে ইসরাইলকে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থাটি।

---

## তালিবানের ধারাবাহিক বিজয় তত্ত্বাবধানকারী মুজাহিদদের প্রতি সিরাজউদ্দীন হাক্কানির (হাঃ) বার্তা

অতি সম্প্রতি (২৪ জুন) তালিবানদের "ভয়েস অফ জিহাদ" ওয়েবসাইটে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সহকারী (ডিপুটি) আমীর, মুহতারাম সিরাজউদ্দীন হাক্কানি হাফিযাহুল্লাহ এর নসীহতমূলক একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত সিরাজউদ্দীন হাক্কানী আফগানিস্তানের সর্বশেষ অবস্থা ও বিদেশী শক্তিকে লক্ষ্য করে সবচাইতে বেশি হুশিয়ারি বার্তা প্রদান করে আসছেন। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়েও তালিবান যোদ্ধা, গভর্নর এবং বিচারকদের জন্য দিকনির্দেশনাও প্রদান করে আসছেন তিনি। তাঁর সর্বশেষ বার্তাটি মুজাহিদদের "ধারাবাহিক বিজয়" তত্ত্বাবধানকারী তালিবানের সামরিক কর্মকর্তাদের সম্বোধন করে দিয়েছেন।

উক্ত বার্তায় আমীরে মুহতারাম আফগান মুজাহিদিনদের একের পর এক বিজয় অভিযানের প্রশংসা করেন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নসীহা করেন।

বার্তাটিতে তিনি তালিবানদের জেলা ও প্রাদেশিক গভর্নর এবং কমান্ডারদের-কে দলটির নেতৃত্বের "নির্দেশের প্রতি মনোনিবেশ" করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন- অস্ত্র এবং ক্ষমতা একজন ব্যক্তিকে জালিমে পরিণত করতে পারে। তাই তিনি সকল তালিবান যোদ্ধা ও গভর্নরদের ইমারতে ইসলামিয়ার আমীর শাইখ হায়বাতুল্লাহ আখুন্দজাদা এবং তালিবানের সামরিক কমিশনের নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে বলেছেন।

সিরাজউদ্দীন হাক্কানি মুজাহিদীনদের ক্রমাগত বিজয়গুলোকে তাঁদের জন্য পরীক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একের পর এক এলাকা বিজয়ের ফলে মুজাহিদিনদের কার্যক্রম জিহাদ ও সামরিক অভিযান থেকে ক্রমেই শাসনব্যবস্থার দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। তিনি তাঁদের বিজয় অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি বিজিত এলাকার সামরিক, প্রতিরক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা তৈরিতে মনোনিবেশ করতে বলেছেন। তিনি মুজাহিদিনদের সাধারণ জনগণের সাথে সদাচরণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিস্তৃত করতেও পরামর্শ দিয়েছেন।

এছাড়াও তিনি মুজাহিদিনদের দূর্নীতিগ্রস্ত ও দূর্বল কাবুল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করার পর বলেন, "সুশাসন ফিরিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি, তাই অবশ্যই আমাদের ভাইদের এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সর্বদা সোচ্চার থাকা উচিত।" তিনি আরো বলেন, "মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মুজাহিদিনদের সর্বদা সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক। তাঁদের শরীয়াহ মোতাবেক এবং উলামায়ে কেরামদের সাথে মাশওয়ারা করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত। আলেমদের অর্থব্যবস্থা ও কোষাগার, আয় এবং ব্যায়ের খাত কঠোরভাবে নজরদারি করতে হবে"।

তিনি মুজাহিদিনদের বলেন, "যারা শরীয়াহর ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন, তাদের সম্পত্তিকে গণিমত গণ্য করে জব্দ করবেন না। গণিমত তো শুধু তাই যা যুদ্ধলব্ধ"।

আমীরে মুহতারাম এরপর মুরতাদ সরকারের পদলেহী ও তাদের সাহায্যকারী আফগান গোত্র নেতাদের নসীহা করেছেন।
এছাড়া মুরতাদ বাহিনীর সদস্য ও সংশ্লিষ্ট যারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয় তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সিরাজউদ্দীন হাক্কানি বিগত প্রায় ১৪ মাস যাবত চলমান শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়াকে "অত্যন্ত ফলদায়ক" হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইমারতে ইসলামিয়ার বিরোধী শক্তিগুলোর ব্যপারে আমাদের সেনাদের সদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

উপদেশমূলক এই বার্তা আফগান মুজাহিদ ভাইদের জন্য ফলদায়ক ও দিকনির্দেশনামূলক হবে। একই সাথে এই ধরণের বার্তা মুজাহিদীনদের শৃঙখলাবদ্ধ রাখতে সহায়তা করবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখায় এবং হক্কানী নেটওয়ার্কের নেতৃত্বের ফলে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও সিরাজউদ্দিন হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্-কে তাদের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে তালিকাভুক্ত করে রেখেছে।

---

## ২৮শে জুন, ২০২১

### ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করায় কাজ হারাচ্ছেন জার্মান প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা

জার্মানির একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বর্ণবিদ্বেষী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রতিবাদ করায় এবং প্রতিষ্ঠানটিতে ইসরাইলের প্রতাকা উত্তোলনের বিরোধিতা করায় কর্মীদের চাকরিচ্যুৎ করার হুমকি দিয়েছে।

জার্মান প্রতিষ্ঠান অ্যাক্সেল স্প্রিংগারের সিইও ম্যাথিস ডফনার এ জাতিবিদ্বেষী আচরণ করেছে। খবর আরব নিউজের।

বার্লিনে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ের সামনে দখলদার ইসরাইলের পতাকা টাঙানোর ঘটনায় বিবেকবান কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে তাদের অন্যত্র চাকরি খোঁজার নির্দেশ দেয় ম্যাথিস ডফনার। প্রতিষ্ঠানটির এক হাজার ৬০০ কর্মী এখন চাকরি হারানোর আতঙ্কে আছেন।

গাজায় নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর ১১ দিন ধরে চালানো দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইসরাইলি প্রতিষ্ঠানে পতাকা টাঙানোর বিরোধিতা করলে বর্ণবিদ্বেষী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা সবাইকে চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেয়।

অ্যাক্সেল স্প্রিংগারের সিইও ম্যাথিস ডফনার গত সপ্তাহে প্রতিষ্ঠানের একটি ভার্চুয়াল সভায় বলে, আপনারা যারা ইহুদিবিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করেন, তারা অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি খোঁজেন। ইসরাইলের প্রতি একাত্মতা প্রকাশের জন্য দেশটির পতাকা প্রতিষ্ঠানের সামনে উড়ানো বন্ধ করা হবে না বলেও ঘোষণা দেয় সে।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাক্সেল স্প্রিংগার জার্মানির একটি বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থা।

*সংগৃহীত: যুগান্তর*

---

## মালি | সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়াদের উপর আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ১৪, বিপুল অস্ত্র গনিমত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি অঞ্চলে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়াদের উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন।

মুজাহিদ সমর্থক সূত্রের রিলিজ করা ৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের ভিডিও এবং সাংবাদিকদের রিপোর্ট হতে জানা যায়, গত ২৭ জুন রবিবার মালির মোপ্তি অঞ্চলের পেতাকা এলাকায় সন্ত্রাসবাদী "দাননা-আমবাসাগোউ" মিলিশিয়াদের একটি দলের উপর আক্রমণ চালান মুজাহিদিনরা। মুজাহিদদের তীব্র এই আক্রমণে ঘটনাস্থলে ৬ সন্ত্রাসী মিলিশিয়া নিহত হয় এবং আরো ৮ সন্ত্রাসী আহত হয়। এসময় বাকি কিছু সন্ত্রাসী জান নিয়ে পালিয়ে যায়।

হামলার পর মুজাহিদিনরা বিভিন্ন মডেলের বেশ কিছু অস্ত্র জব্দ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে একে সিরিজের রাইফেল, এসকেএস, মোসিন-নাগান্ট, হান্টিং রাইফেল ও স্থানীয়ভাবে তৈরি শটগান ইত্যাদি। এছাড়াও গুলি ও অন্যান্য সরঞ্জামও জব্দ করেছেন মুজাহিদিনরা।

উল্লেখ্য, দাননা আমবাসাগোউ এবং এর মত মিলিশিয়া গ্রুপগুলো সাহেল অঞ্চলের অধিকাংশ গণহত্যার জন্য দায়ী। মুরতাদ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট এসব বাহিনী ইসলাম ও মুজাহিদিনদের প্রতি সহনশীল গোত্রগুলোর উপর প্রায়ই যুলুম-নিপীড়ন, লুটতরাজ চালিয়ে থাকে। এসব ফিতনা-ফাসাদ রুখতে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছেন JNIM এর মুজাহিদিনরা।

---

## পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের হামলা,৬ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ সকাল ৭:০০ টা নাগাদ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গেরিওম সীমান্ত এলাকায় একটি সফল মাইন বিস্ফোরণ করেছেন। মুজাহিদদের এই হামলার শিকার হয় মুরতাদ সেনাদের একটি পদাতিক বাহিনী। যার ফলে ৩ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

সকাল বেলায় এই হামলার মাত্র ১ ঘণ্টার মাথায় টিটিপির মুজাহিদগণ দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাক্তাই সীমান্তের জঙ্গারা এলাকায় রাস্তার পাশে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। জানা যায় যে, এখানেও মুরতাদ সেনাদের একটি পদাতিক সেনা দলকে টার্গেট করে হামলাটি চালানো হয়েছে। যাতে ১ সৈন্য নিহত এবং আরও ২ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

---

## পটুয়াখালীতে নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে গেছে ২ কোটি টাকার ব্রিজ

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা পৌরসভার কুয়াকাটা-মিশ্রীপাড়া সড়কের দোবাসীপাড়া খালের ওপর নির্মাণাধীন ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রিজটি ধসে পড়েছে।

রোববার (২৭ মার্চ) সকালে হঠাৎ ব্রিজের গার্ডার দুটি ধসে পড়ে।

ব্রিজে কর্মরত শ্রমিক আবু জাফর বলেন, 'আমরা চার-পাঁচজন ব্রিজের নিচে পড়ে থাকা কাঠ ও টিন আনতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ হলে আমরা দ্রুত সরে যাই। এরমধ্যেই ব্রিজটি ভেঙে পড়ে।'

কুয়াকাটা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্রিজটি বাস্তবায়নের জন্য কাজ পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈয়দ সোহেল অ্যান্ড দ্বীপ এন্টারপ্রাইজ। এর ব্যয় ধরা হয় ২ কোটি ২৬ লাখ ১৫ হাজার ৮৮৩ টাকা। গত ২০২০ সাল থেকে ব্রিজটি নির্মাণ কাজ চলছিল।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের কাঁচামাল ও অপরিকল্পিত ডিজাইনের ফলে এই ব্রিজটি ধসে পড়েছে।

লতাচাপলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল আলম বলেন, 'ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজটির কাজ করেছে। যেখানে তিন-চারটি গার্ডার প্রয়োজন সেখানে মাত্র দুটি গার্ডার দেয়া হয়েছে। এছাড়া নিম্নমানের জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ব্রিজটি ভেঙে গেছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা হালিম বলেন, 'আমরা গত ১০-১৫ বছর প্রায় তিন-চারটি ইউনিয়নের মানুষ চরম দুর্ভোগে ছিলাম। মনে করছিলাম ব্রিজটি হচ্ছে একটু শান্তিতে চলতে পারব। কিন্তু তাও কাজ শেষ হওয়ার আগে ভেঙে পড়ল। সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করা উন্নয়ন প্রকল্পে এমন অনিয়ম মেনে নেয়া যায় না।'

নির্মাণাধীন ব্রিজটি কুয়াকাটা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন। ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশরাফ আলী শিকদার বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও ইঞ্জিনিয়ার মিলে মেয়াদ উত্তীর্ণ সিমেন্ট এবং কাজের ধীরগতির কারণে আজ ব্রিজটি ভেঙে গেল।'

---

## কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে এক পুলিশ অফিসারের মৃত্যু

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে ভারতীয় এক স্পেশাল মুরতাদ পুলিশ অফিসার (এসপিও) নিহত হয়েছে।

রবিবার (২৭ জুন) রাতে পুলওয়ামা জেলায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত পুলিশ অফিসারের নাম ফায়াজ আহমাদ। সে অবন্তীপোরার হরিপরিগামের বাসিন্দা।

ভারতীয় পুলিশের তথ্যমতে, রবিবার রাত ১১টার দিকে ওই পুলিশ কর্মকর্তার বাড়িতে অভিযান চালায় স্বাধীনতাকামীরা। এতে গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ফায়াজ আহমেদ।

সূত্র: এনডিটিভি

---

## সোমালিয়া | ৬ মার্কিন গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল শাবাব মুজাহিদিনের ইসলামিক আদালত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামিক আদালত গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে ৬ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। যারা ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতো।

গত ২৬ জুন, শাবাব নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের সাকো শহরে জনসম্মুখে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ইসলামিক আদালত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে ইসলামিক আদালত গুপ্তচরদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন।

ইসলামিক আদালতের মতে, প্রথম যেই গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তার নাম ওমর আবদুল কাদির হিরালি, সে "ওমর কাজো" নামে পরিচিত, এসময় তার বয়স হয়েছে ৩৬ বছর।

ওমরের বিরুদ্ধে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং দেশের দক্ষিণে শাবেলী রাজ্যের কনিয়াব্রো শহর এবং এর শহরতলিতে মার্কিন বোমা হামলা বাস্তবায়নে অংশ নেওয়ার অভিযোগ ছিল। ওমর তার বিরুদ্ধে

অভিযোগের বিষয়টি আদালতের সামনে স্বীকার করেছে। সে তাদের কাজের বিবরণ বর্ণনা করার সাথে সাথে স্বীকার করেছে: “আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার একজন সহযোগী আমাকে তাদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম, সে আমাকে মুজাহিদিনদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং গুপ্তচর নিয়োগের বিষয়ে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। সে এও স্বীকার করেছে যে, তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানী মোগাদিশু ও যুবা রাজ্যে নিযুক্ত হারাকাতুশ শাবাবের প্রাক্তন গভর্নর ছাড়াও বেশ কয়েকজন মুজাহিদকে শহিদ করেছে ক্রুসেডার আমেরিকা।

গুপ্তচর আরও বলেছে: "কনিয়াব্রো শহরে যে অপারেশন হয়েছিল তাতে আমারও প্রধান ভূমিকা ছিল, আমি নিজে বিশেষ বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। স্বীকার করছি যে আমি আমেরিকানদের জন্য আরও ৪ গুপ্তচর নিয়োগ দিয়েছিলাম। "

দ্বিতীয় গুপ্তচরের নাম আবেদ হাসান আহমেদ, যার বয়স ২৯ বছর। তার বিরুদ্ধে ক্রুসেডার আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করার এবং কোনিপুরে মার্কিন অভিযানে মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার অভিযোগ ছিল।

আবেদ স্বীকার করেছে যে, সে আমেরিকানদের জন্য কাজ করা একজন গুপ্তচর ছিল এবং আদালতের সামনে সে আমেরিকার জন্য যে কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছিল সেগুলির কয়েকটির ব্যাখ্যাও করেছে।

সে বলেছে: "জিলানী মে" নামে একজন আমাকে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আমি তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলাম। তারপর সে আমাকে মুজাহিদিন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছিল এবং আমি যে কাজটি করেছি তা হ'ল- আমি একটি গ্রুপের মধ্যে কাজ করেছি যার লক্ষ্য ছিল শাইখ বিলির উপর নজরদারি করা। আমার তথ্যের ভিত্তিতে তার উপর বোমা ফেলার প্রক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তবে আমি এও দেখছিলাম যে বোমা হামলায় কীভাবে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। আমি মুজাহিদিনের একটি গাড়ির মধ্যেও চিপ লাগিয়েছিলাম। এরপর এটিতে ড্রোনের সাহয্যে বোমা ফেলেছিল মার্কিন বাহিনী। আমি মুজাহিদ কমান্ডার রাসমি এবং আবু ওয়ার্দেওর গাড়িতেও চিপ রেখেছিলাম। অতঃপর তাদের উভয়কেই বোমা হামলার মাধ্যমে শহিদ করা হয়েছিল।

তৃতীয় গুপ্তচর হল- ৩৬ বছর বয়সী ফার্তুন ওমর আবকো নামের এক মহিলা, যে “ফেরতু” নামে পরিচিত তার বিরুদ্ধে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং বোনিয়া অঞ্চলে বোমা হামলার চালানোর অভিযোগ করা হয়েছিল।

ফার্তুন আদালতের সামনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করেছে, এবং আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তার কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেছে: “আমার আত্মীয়-স্বজনদের একজন আমাকে আমেরিকানদের সাথে কাজ করা প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আমি তা গ্রহণ করেছিলাম। সে আমাকে কোনিয়াব্রো শহরে ডেকেছিল এবং আমাকে মুজাহিদিনদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলে। আমি তার প্রস্তাবটি গ্রহণ করি এবং আমি মুজাহিদদের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে তার নিকট পৌঁছাতে থাকি। একবার কমান্ডার আবু

ওয়ারিশীকে একটি বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখি, তখন আমি সেখানে একটি চিপ লাগিয়ে আসি। পরে রাত্রিবেলায় সেখানে বোমা হামলা চালারো হয়। এছাড়াও কনিয়াব্রো হাসপাতালের কাছে পার্কিং গ্যারেজেও একটি চিপ রেখেছিলাম। পরে এখানেও বোমা ফেলা হয়েছিল, আমি আইমানকেও চিপ দিয়েছিলাম, যা সে শাবাবের কুনিও চৌকিতে লাগিয়েছিল এবং সেখানেও বোমা ফেলা হয়েছিল। আমি স্বীকার করি যে আমেরিকানদের জন্য আমি বেশ কয়েকটা গুপ্তচরকে নিয়োগ দিয়েছিলাম। ”

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চতুর্থ গুপ্তচরের নাম ছিল ইব্রাহিম ওমর আলী, ৫৫ বছর বয়সী এই লোক “এবরু পান্ডে” নামে পরিচিত। সেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার জন্য গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত।

ইব্রাহিম আদালতের সামনে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ স্বীকার করে বলেছে: “আবু ওয়ারশি নামে এক ব্যক্তি আমাকে এই চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। সে আমাকে মুজাহিদিন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে বলেছিল। এরপর থেকে আমি শাইখ বালির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আমার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর উপর বোমা ফেলা হয়েছিল। হামলার পর ঘটনাস্থলে আমি একটি সমীক্ষাও চালিয়েছি। এছাড়াও মুজাহিদিনের চোখের আড়ালে অনেক দূরে এমন একটি জায়গা চিন্হিত করি, যেখানে মার্কিন বিশেষ বাহিনী রাতে অবতরণ করে এবং আল-শাবাবের বিরুদ্ধে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরপর মার্কিন সৈন্যরা সেখান থেকে কোনিয়াব্রো শহরে বোমা হামলা চালিয়েছিল এবং অনেক মুজাহিদকে শহিদ ও আহত হয়েছিল।

বাকী গোয়েন্দাদের মতোই পঞ্চম গুপ্তচরও আদালতে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। তার নাম সাদ্দাম ওসমান মুহাম্মদ নূর। ২১ বছর বয়সী এই যুবকের বিরুদ্ধে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি এবং বোনিয়া বোমা হামলায় অংশ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সাদ্দাম আমেরিকানদের জন্য গুপ্তচর হিসাবে তাঁর কাজ স্বীকার করে বলেছে: "হ্যাঁ, আমি আমেরিকানদের সাথে কাজ করেছি এবং যে কাজটি আমি তাদের দিয়েছি, তা হ'ল যেই বাড়িতে শিক্ষক "মুহিউদ্দিন" ছিলেন সেখানে আমি একটি স্লাইড রেখেছিলাম। এভাবে আরও দুটি বাড়িতেও আমি স্লাইড রেখেছিলাম। যার ফলে এসব স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল।পাশাপাশি আমেরিকানদেরকে মুজাহিদিনের বাড়ি ও তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছিলাম। ”

ষষ্ঠ গুপ্তচর ওয়াইস হাসান হাজী মুহাম্মদ। ৩৬ বছর বয়সী এই লোক “উয়েস ইয়াও” নামেও পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে একজন যাদুকর হওয়ার পাশাপাশি আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার জন্য কাজ করা গুপ্তচর হিসাবে অভিযোগ করা হয়েছিল। সে আদালতের সামনে স্বীকারোক্তি দিয়েছে: “হ্যাঁ, আমি আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কাজ করেছি, এবং আমি কনিয়াব্রো শহরে তাদের সাথে পরিচিত হয়েছি“। ওমর কাজো আমাকে গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং আমি তাদের সাথে কাজ করতে রাজি হয়েছিলাম। এরপর প্রশিক্ষণ নিতে আমাকে রাজধানী মোগাদিশুতে যেতে বলেছিল। প্রশিক্ষণে যাওয়ার আগে আমি মুজাহিদদের একটি কেন্দ্র সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছিলাম।

শেষ গুপ্তচর স্বীকার করেছে যে, সে যাদুবিদ্যায় কাজ করত এবং বলেছে "আমি উইজার্ড হিসাবে কাজ করেছি এবং আমি স্বীকার করছি যে আমি অনেক লোককে ডাইনি দিয়ে আঘাত করেছি।

অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হলে ইসলামিক আদালত দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের সাকো শহরে জনসাধারণ ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি সরকারী মাঠের মাঝখানে গুলি চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে।

সোমালিয়ায় সামরিক যুদ্ধের পাশাপাশি মুজাহিদিন এবং আমেরিকানদের মধ্যে একটি তীব্র গোয়েন্দা যুদ্ধ চলছে, যেখানে মার্কিন বাহিনী শাবাব যোদ্ধাদের এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে লক্ষ্য করার জন্য মাটিতে গুপ্তচর নিয়োগ দিয়েছে। হারাকাতুশ শাবাবও এই গুপ্তচরদের মাটি থেকে খোঁজে খোঁজে হত্যা করছেন। আর যাদেরকে বন্দী করা সম্ভব হচ্ছে তাদেরকে ইসলামিক আদালতে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হচ্ছে।

---

## ইয়ামান | হুথিদের কমান্ড পোস্টে আল-কায়েদার একে একে ৫ দফা রকেট হামলা

মধ্য প্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের একটি কামান্ড পোস্টে ৫ দফায় রকেট হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ জুন রবিবার সকাল বেলায়, ইয়ামানের বাইদা রাজ্যের আক্বলা এলাকায় ইরানের মদদপোষ্ট মুরতাদ শিয়া হুথি বাহিনীর একটি কমান্ড পোস্ট টার্গেট করে সফল হামলা চালানো হয়েছে।

সূত্র আরও জানায় যে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ একে একে ৫ দফায় মুরতাদ বাহিনীর উক্ত কমান্ড পোস্টটি টার্গেট করে কাত্যুশা রকেট দিয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে শত্রু বাহিনীর ব্যাপক জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

---

## ২৭শে জুন, ২০২১

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২৭ জুন দুপুর বেলায়, সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের জালকায়ু ও হোবিও শহরের মধ্যবর্তী সড়কে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহর টার্গেট করে ৪টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং বাকি সৈন্যরা পিছুটান দেয়।

জানা যায় যে, এদিন সকলে প্রদেশটির ওয়াসিল (বাসল) শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যেখানে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৪০ সৈন্য নিহত এবং ৫০ সৈন্য আহত হয়েছে। এখন শহরটি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সামরিক বহরটি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শহর থেকে অনেক দূরে থাকা অবস্থায় সামরিক বাহরটি মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় এবং পালিয়ে যায়।

এমনিভাবে এদিন রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরেও মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও ২ সৈন্য আহত হয়।

---

## ডিবি পরিচয়ে গুম; ২৫ দিনেও খোঁজ মিলেনি তিন তরুণের

সরকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার এলাকা থেকে তিনজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। ২৫ দিন আগে (২ জুন) তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে তাঁরা নিখোঁজ। নিখোঁজ তিনজন হলেন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের পাঁচরুখী গ্রামের বাসিন্দা মো. নোমান, মো. নাছিম ও বগুড়ার শহিদুল ইসলাম।

নিখোঁজ নোমান পেশায় ব্যবসায়ী। নাছিম মাদ্রাসাছাত্র এবং শহিদুল আড়াইহাজার এলাকার একটি মসজিদের ইমাম।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে আজ রোববার দুপুরে এসব তথ্য জানান ভুক্তভোগী তিনজনের পরিবারের সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে নোমানের বাবা সরোয়ার হোসেন দাবি করেন, নোমান আড়াইহাজারের বান্টি বাজারে গার্মেন্টস ব্যবসা করেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও (২ জুন) নোমান মোটরসাইকেলে করে দোকানের উদ্দেশে বাসা থেকে রওনা হন। সকাল ১০টা ৫৩ মিনিটে বাজারে পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা সাত থেকে আটজন লোক নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয় দিয়ে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করেন। একই সময় সেখানে থাকা নাছিম ও শহিদুলকেও তাঁরা জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যান। পরে

তিনিসহ নিখোঁজ তিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আড়াইহাজার থানা ও নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান। তবে কোনো সংস্থা তাঁর ছেলেসহ অন্যদের আটক বা গ্রেপ্তারের বিষয়টি স্বীকার করেনি।

মাদ্রাসাছাত্র নাছিমের বাবা সিরাজ মিয়াও সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, তাঁর ছেলেসহ তিনজন নিখোঁজের পর আড়াইহাজার থানাসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও কোনো সন্ধান পাননি। ২৫ দিন ধরে ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সব চেষ্টাই করছেন।

নিখোঁজ ইমাম শহিদুলের স্ত্রী লাবণী আক্তার সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, তাঁর স্বামী রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। ডিবি পুলিশের পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে স্বামীর মুঠোফোন বন্ধ পাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী তিনটি পরিবারের সদস্যরা বলছেন, নিখোঁজ তিনজন সাধারণ মানুষ। তাঁরা কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নন। তাঁদের নামে থানায় একটি জিডিও নেই। তারপরও তাঁদের তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের উদ্ধার করা হোক।

সংবাদ সম্মেলনে নিখোঁজ নোমানের স্ত্রী তানিয়া আক্তার বলেন, 'আমার অবুঝ ছেলেমেয়ে বারবারই বলছে, আব্বু কোথায়? আমি সরকারপ্রধানসহ সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, আমার স্বামীসহ তিনজনকে দ্রুত উদ্ধার করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। ২৫ দিন ধরে থানা, পুলিশ, র‍্যাব—সব জায়গায় খুঁজে ফিরছি। কিন্তু কেউই আমার স্বামীর খোঁজ দিতে পারছে না।'

---

## আফগানিস্তানে যদি একটা মার্কিন সেনাও থাকে, তবে তালিবান এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাবে

দোহায় পূণরায় আলোচনার বৈঠকে তালিবানরা জানিয়েছে যে, একজন মার্কিন সেনাও যদি আফগানিস্তান থেকে সরে না যায়, তবে তালিবান মুজাহিদদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এর প্রতিক্রিয়া জানানোর।

কাতার ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা আল জাজিরায় এক স্বাক্ষাতকার অনুষ্ঠানে তালিবানদের রাজনৈতিক কার্যলয়ের মুখপাত্র- মুহতারাম সোহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছিলেন যে, মার্কিন সেনা যদি ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সরে না যায়, তবে এটি দ্বিতীয়বারের মত দোহা শান্তি চুক্তির লঙ্ঘন হবে, এক্ষেত্রে তালিবান যোদ্ধাদের প্রতিশোধ নেওয়ার পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে।

এর একদিন আগে মার্কিন কর্মকর্তারা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিল যে, মার্কিন কূটনীতিকদের সুরক্ষার জন্য ৬৫০ মার্কিন সেনা আফগানিস্তানে থাকবে, বাকিরা এই বছরের ১১ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফিরে আসবে।

মার্কিন কর্মকর্তার বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তালেবান মুখপাত্র সোহাইল শাহীন আল জাজিরাকে বলেন যে, শান্তি চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে তার সমস্ত সেনা, উপদেষ্টা এবং ঠিকাদার প্রত্যাহার করবে।

সোহাইল শাহীন যোগ করেছেন যে, এখন যদি ৬৫০ সেনা কোনও অজুহাতে ফিরে না যায় বা অন্য কোন দখলদার দেশের একটা সৈন্যও আফগানিস্তানে অবস্থান করে, তবে যে চুক্তির ভিত্তিতে তালিবান তাদের উপর অভিযান চালাচ্ছেন না, তখন তালিবান দখলদার সৈন্যদের উপর অভিযান চালিতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। এরজন্য সম্পূর্ণ দায় থাকবে আমেরিকা নিজেই।

তালেবান মুখপাত্র যোগ করেছেন, যে কোন দেশেরই দখলদার সেনা যেকোনো উদ্দেশ্যেই আফগানিস্তানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করুক না কেন, আমরা তখন বিষয়টিকে আফগানিস্তানের উপর দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখা হিসাবেই বিবেচিনা করবো। এবং আমরা এর প্রতিক্রিয়া জানাবো। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই এই চুক্তি মেনে চলতে হবে, অন্যথায় এর পূর্ণাঙ্গ দায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৯ শে ফেব্রুয়ারি দোহায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফগান তালিবানদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল, যার আওতায় ক্রুসেডার আমেরিকা সহ সমস্ত বিদেশি সেনা আফগানিস্তান থেকে সরে আসবে এবং তালিবানরা সে সময় তাদের উপর আক্রমণ করবেন না।

---

## সোমালিয়া | কৌশগত শহর 'বাসল' বিজয়, মুজাহিদদের হাতে ৭০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৭০ এরও বেশি সৈন্যকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশটির কৌশগত শহর বাসল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

আজ সোমবার ২৭ জুন, ২০২১ তারিখ সকালে, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের উপকূলীয় শহর হোবিও থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে, দেশটির কৌশগত শহর বাসলে আঞ্চলিক প্রশাসন ও মুরতাদ সরকারী সেনাদের উপর শক্তিশালী হামলা চালিয়ে শহরটিতে মুরতাদ বাহিনীর আবাসন ঘটানোর দায় স্বীকার করেছেন আল শাবাব মুজাহিদিন।

হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩৪ এরও বেশি সেনা মারা গিয়েছিল এবং আরও ৩৪ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে বলেও দায় স্বীকার করেছে আল-শাবাব মুজাহিদিন। বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানের ফলাফলসরূপ হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা শহর ও সামরিক ঘাঁটির উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু সাঁজোয়া যান, গাড়ি, অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব জানায়, একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ প্রথমে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি শহিদী হামলা চালান, পরে বাহিরে অপেক্ষমাণ ইনগিমাসী মুজাহিদগণ

ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন, যারা প্রায় আধা ঘন্টা অবধি মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে গুলি ছুঁড়েছিলেন।

গেলো সপ্তাহে মুরতাদ বাহিনী থেকে কৌশলগত ৩টি শহর দখল করার কয়েকদিন পরে নতুন করে এই শহরটি দখলে নিল হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

গত কয়েকমাস ধরে এই অঞ্চলে প্রধানত গ্রামীণ অঞ্চলে হারাকাতুশ শাবাব নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বিস্তৃত করার পরে প্রথমবারের মতো বাসল শহরে আক্রমণ করেছে। হারাকাতুশ শাবাব এখন মাদাক রাজ্যের উত্তরের মূল শহরগুলির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন।

---

## গভীর রাতে জম্মু বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ, আহত ২

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের জম্মুতে বিমানবন্দরে বিস্ফোরণে দুজন গুরুতর আহত হয়েছে।

ভারতের বিমানবাহিনী পরিচালিত জম্মুর সাতওয়ারি বিমানঘাঁটিতে শনিবার দিবাগত রাত ২টায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। খবর এনডিটিভির।

জম্মুর ওই বিমানবন্দরটি রানওয়ে ও ট্রাফিক কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করে ভারতের বিমানবাহিনী। বিমানবাহিনী ছাড়াও কাশ্মীরের সাধারণ যাত্রীদের জন্যও বিমানবন্দরটি ব্যবহৃত হয়।

---

## ২৬শে জুন, ২০২১

## খোরাসান | একদিনে ফারিয়াবের ৬টি জেলা দখলে নিয়েছেন তালিবান

ফারিয়াব প্রদেশের কায়সার, দওলতাবাদ, শিরিন তাগাব, কোহিস্তান, পশতুনকোট এবং জুমা বাজার (খাজা সাবজপোশ) জেলাগুলি দখল করার পরে, গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তালিবান মুজাহিদগণ প্রদেশটির কৌশলগত আন্ডখো বন্দর জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে মতে, গত রাতে গারজিওয়ান জেলা কেন্দ্রের ৩০০ সরকারী সেনা তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং জেলা প্রধান মোল্লা ফয়জুল্লাহ রহমানি শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, তার পলায়নের পর পরেই জেলাটি পরিপূর্ণরূপে তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এমনিভাবে তালিবানরা তীব্র লড়াইয়ের পরে বালচিরাগ, কুরামাকুল, কার্ঘান এবং আন্ডখোই জেলা কেন্দ্রগুলিও নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

সূত্রমতে, বালচিরাগ জেলায় অভিযানকালে ১০০ কাবুল সৈন্য তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং বাকী সৈন্যরা পার্শবর্তী মাইমানার দিকে পালিয়ে গেছে। তবে কারামাকুল, কার্ঘান ও আন্দখোই জেলা বিজয়কালে জেলাগুলো উদ্ধার করতে কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনী তালিবানদের সাথে ভয়াবহ লড়াই শুরু করে, অবশেষে কমান্ডোরা তালিবানদের হাতে সূচনীয় পরাজয় বরণ করে। যার ফলে ১২০ কমান্ডো নিহত হয় এবং আরও ৮০ কমান্ডোকে তালিবানরা জীবন্ত বন্দী করেন।

তালিবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী পৃথক টুইটে বলেছেন যে, ফরিয়াব প্রদেশের বালচিরাগ, গারজিওয়ান, আন্ডখোই, কারামাকুল ও কার্ঘান জেলাগুলি দখল করা হয়েছে এবং কয়েকশ গাড়ি ও অগণিত অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদগণ।

সূত্র আরও জানায়, কাবুল প্রশাসনের বড় একটি কমান্ডো দল বর্তমানে আনখয় জেলার বাল হিসার এলাকায় তালিবানদের দ্বারা অবরোধের শিকার হয়েছে। তালিবানরা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে কমান্ডোদের আত্মসমর্পণের আহ্বান করেছেন।

তুর্কমেনিস্তান সীমান্তে এবং আকিনা বন্দর অন্তর্ভুক্ত অ্যান্ডখয় জেলাটি তালেবান ও সরকার উভয়ের পক্ষে কৌশলগতভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় পক্ষই এই জেলাটিকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে অবশেষে জেলাটি তালিবানরা নিজেদের করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

https://ibb.co/qrNt8Kp

তালেবানরা এখনও আকিনা বন্দরে আক্রমণ শুরু করেননি। তবে আকিনা বন্দরের সমস্ত বাণিজ্যিক অফিস বন্ধ হয়ে গেছে এবং তালিবানরা তুর্কমেনিস্তান সীমানা বন্ধ করে দিয়েছেন যাতে কোন সৈন্য পূর্বের মত সীমান্ত হয়ে অন্য দেশে পালাতে না পারে।

তাজিকিস্তানের সীমান্তে তালিবানরা এই সপ্তাহে কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলা দখল করার পরে শের খান বন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। আফগানিস্তানের প্রধান কয়েকটি বন্দরের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম বন্দর।

---

## মালি | আল-কায়েদার হামলায় ১৫ জার্মানি ও ৭ মালিয়ান সৈন্য নিহত

মালিতে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের পৃথক দুটি আক্রমণে মালিয়ান ও জার্মানের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর কমপক্ষে ৬ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৬ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত শুক্রবার মালিতে পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা (JNIM) মুজাহিদিন। এতে ছয় মালিয়ান সেনা নিহত ও এক সৈন্য আহত হয়েছে। একইদিন মালির উত্তরের গাও অঞ্চলে দখলদার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর "অস্থায়ী অপারেশন বেস" -র উপর আরও একটি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে জাতিসংঘের ১৫ সৈন্য আহত হয়েছে বলা জনা গেছে।

মালিতে গেলো ২৫ শে জুন শুক্রবারে আল-কায়েদার হামলায় যুদ্ধের আরও একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী। এদিন দুটি ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি আক্রমণ চালিয়েছিল আল-কায়েদা। যার একটি চালানো হয়েছিল মুরতাদ মালিয়ান সেনাদের একটি সামরিক পোস্টে এবং অন্যটি উত্তর মালিতে জাতিসংঘের অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটিতে।

https://ibb.co/BVQP4tq

এর মধ্যে বনি গ্রামে মুরতাদ মালিয়ান সেনাদের একটি সামরিক পোস্টে পরিচালিত আল-কায়েদান হামলায় ছয় সেনা নিহত এবং অপর ১ সেনা আহত হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে একই গ্রামে মুজাহিদদের হামলায় ২০ মালিয়ান সেনা মারা গিয়েছে। মালিয়ান সশস্ত্র বাহিনী তাদের ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে এই গ্রামে JNIM যোদ্ধারা "প্রবলভাবে" একযোগে তাদের উপর হামলা চালিয়েছিল।

এমনিভাবে ২৫ জুন (শুক্রবার) সকালে উত্তর মালির গাও অঞ্চলের তারকিন্টের ইছাগড়া গ্রামের কাছে দখলদার কুফফার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীদের অস্থায়ী একটি সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে সামরিক বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যানসহ ১৫ কুফফার সৈন্য আহত হয়েছে। দেশটির জাতিসংঘ মিশন (মিনুসমা) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সাংবাদিক ওয়াসিম নসরের মতে আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকটার অবস্থা গুরুতর ছিল - পরে চিকিৎসার জন্য তাদেরকে গাও সামরিক বেসে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জার্মান সংসদের প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য এএফপিকে বলেছিল, আহতরা হল জার্মান শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য। তাদের মধ্যে বারো সেনাই গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এই হামলায় বেলজিয়ামের এক সেনাও আহত হয়েছে, বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিষয়টি জানিয়েছে।

---

## চতুর্থতম দেশ হিসাবে জেরুজালেমে ইসরাইলি দূতাবাস খুলছে হন্ডুরাস

মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস চতুর্থতম দেশ হিসাবে অবরুদ্ধ জেরুজালেম নগরীতে ইসরাইলি দূতাবাস খুলেছে।

গত ২৪ জুন বৃহস্পতিবার হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট জুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজ ফিতা কেটে পবিত্র জেরুজালেমে তার দেশের ইসরাইলি দূতাবাসের উদ্বোধন করে।

দখলদার ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের উপস্থিতিতে হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট জুয়ান হন্ডুরাসের ইসরাইলি দূতাবাস ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমে স্থানান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গুয়েতেমালা ও কসভো তাদের নিজ নিজ দেশের ইসরাইলি দূতাবাস পবিত্র নগরী জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করেছিল।

হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট জুয়ান তার দেশের ইসরাইলি দূতাবাস জেরুজালেম নগরীতে স্থানান্তরকরণ শেষে এক টুইট বার্তায় বলে,"আমরা আশা করি, আমাদের দুই দেশের মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।"

ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমে হন্ডুরাসের ইসরাইলি দূতাবাস উদ্বোধনের পূর্বে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নাফতালি হন্ডুরাস প্রধানমন্ত্রী জুয়ানকে সংক্ষেপে বলেন,"মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনি ইসরাইলের একজন ঘনিষ্ঠজন।"

"ইহুদিদের অনেক স্মৃতি আছে; আর আপনি ইসরাইলি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দখলদার ইসরাইল কর্তৃক জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করার পর, গত ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইলের আমেরিকান দূতাবাস তেলআবিব থেকে পবিত্র নগরী জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করেছিল।

গত ২০১৯ সালের আগষ্ট মাসে হন্ডুরাস ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমকে ইসরাইলের নতুন রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

মধ্য আমেরিকার আরেক দেশ গুয়েতেমালা ২০১৮ সালেই জেরুজালেমে ইসরাইলি দূতাবাস খুলেছিল। পরে ইউরোপের সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ কসভো ২০২১ সালে তৃতীয় দেশ হিসেবে জেরুজালেমে কসভোর ইসরাইলি দূতাবাস খুলে।

আরো উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সদস্যভুক্ত দেশসমূহকে বরাবরই জেরুজালেমে ইসরাইলি দূতাবাস খুলতে নিষেধ করে আসছে; কারণ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেম একটি বিরোধপূর্ণ শহর, যেখানে পূর্ব জেরুজালেম দাপ্তরিকভাবেই সন্ত্রাসী ইসরাইল জোড়পূর্বক দখল করে রেখেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানায়,"অবরুদ্ধ জেরুজালেমে ইসরাইলি দূতাবাস স্থানান্তরিত করার ব্যপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান সুস্পষ্ট। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের দূতাবাস এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের ইসরাইলি অফিস তেলআবিবেই অবস্থিত।"

---

## সোমালিয়া | কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক ব্যারাকগুলোতে আল-কায়েদার তীব্র হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট ও সোমালি মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ব্যারাকগুলো টার্গেট করে একের পর এক সফল হামলা চালাচ্ছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২৫ জুন, রাজধানীর মোগাদিশুর ইয়াকশিদ জেলায় একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে সোমালি মুরতাদ সরকারের রাজধানী মোগাদিশুর অন্যতম কর্মকর্তা "ওমর ইদ্রিস" হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

এদিন দক্ষিণ যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের বারশানগনী এলাকায় মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের ৩ সদস্য নিহত এবং আরও কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের বালদাউয়ীন শহরে মুরতাদ মিলিশিয়াদের একটি সামরিক চৌকিটিকে লক্ষ্যবস্তু করে তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে সরকারী মিলিশিয়াদের একজন সদস্য আহত হয়েছেন।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর হারাওয়া, হাদান ও কারাণ জেলাগুলিতে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে ৩টি সফল অভিযার চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

অপরদিকে বুলুমির শহর থেকে ৬০ কি.মি. দূরে ক্রুসেডার উগান্ডান সেনা ও সোমালিয় মুরতাদ সেনাদের একটি যৌথ কাফেলায় তীব্র হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এই হামলায় বেশ কয়েকটি উগান্ডান সেনা ও সরকারী মিলিশিয়া নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ব্যারাকে তীব্র বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন শাবাব মুজাহিদিন। এতেও বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

---

## ২৫শে জুন, ২০২১

### ইসরায়েলি আদালতের নির্দেশে ৩ সন্তান নিয়ে গৃহহীন হচ্ছেন ফিলিস্তিনি নারী

ইসরাইলের সুপ্রিমকোর্ট ফিলিস্তিনি এক ব্যক্তির পরিবারের ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন। এতে তিন সন্তানের জননী এক নারী গৃহহীন হওয়ার শঙ্কায় দিন পার করছেন।

ওই নারীর একটি আবেদেন প্রত্যাখ্যান করে বুধবার ইসরাইলি সুপ্রিমকোর্ট ঘর ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন বলে জানিয়েছে আরব নিউজ।

ইসরাইল জানায়, মুনতাসির শালাবি ২ মে অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে বন্দুক হামলা চালালে এক ইসরাইলি নিহত এবং আহত হন আরও দুজন। হামলার পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এর পর মুনতাসিরের স্ত্রী সানা তার তিন সন্তান নিয়ে যে ঘরে বাস করেন, তা ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত।

এ পন্থা পরবর্তী সময়ে হামলা থেকে ইসরাইলিদের সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে বলে অভিমত বর্বর রাষ্ট্রটির।

মামলাটিতে যেসব ফিলিস্তিনি হামলা চালিয়ে গ্রেফতার বা নিহত হন, তাদের ঘর পরবর্তী সময়ে ধ্বংস করে দেওয়ার ইসরাইলি নীতিকে সামনে নিয়ে এসেছে।

সানা বলেন, বহু বছর ধরে আমি উনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ম্যাক্সিকোতে বসবাস করেন। সেখানে তিনি তিনটি বিয়ে করেছেন। প্রতি বছর এক বা দুই মাসের জন্য পশ্চিমতীরে আসেন বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। বাচ্চাদের বয়স ১৭, ১২ ও ৯ বছর। যারা আমার সঙ্গেই তুরমুস আইয়াতে বাস করে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওই নারীর ঘর ধ্বংস যেন না করা হয়, সে জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

এদিকে ইসরাইলিভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হামোকড বলছে— মুনতাসির শালাবি মানসিকভাবে অসুস্থ।

যদিও সুপ্রিমকোর্ট মুনতাসিরের মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার বিষয়টি আমলে নেননি।

সুপ্রিমকোর্ট বলছেন, মুনতাসির ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ওই ঘরে বাস করতেন। তা ছাড়া হামলার আগে সপ্তাহখানেক তিনি সেই ঘরেই ছিলেন। শালাবি যে

মানসিকভাবে অসুস্থ তা প্রমাণে যথেষ্ট তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি আবেদনকারীরা।

যদি ইসরাইলি সুপ্রিমকোর্টের আদেশ বহাল থাকে, তবে ৩০ জুনের মধ্যে যে কোনো দিন ওই ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।

---

## ইথিওপিয়ায় ব্যস্ত বাজারে বিমান হামলায় ‘৮০ জনের বেশি’ নিহত

ইথিওপিয়ায় একটি ব্যস্ত বাজারে বিমান হামলায় কয়েক ডজন বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় তাইগ্রে অঞ্চলের তোগোগা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

হামলায় ভুক্তভোগী এক নারী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় দুপুর ১টার দিকে বাজারের ওপর বোমা ফেলা হয়। এতে তার স্বামী ও দুই বছরের কন্যা আহত হয়েছে।

ওই নারী বলেন, আমরা প্লেন দেখিনি, তবে (শব্দ) শুনেছি। বিস্ফোরণ হলে সবাই ছুটে পালিয়েছিলাম। পরে ফিরে এসে আহতদের তোলার চেষ্টা করি।

স্থানীয় এক মেডিক্যাল কর্মকর্তা বিমান হামলায় অন্তত ৪৩ জনের প্রাণহানির কথা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন।

তবে এক চিকিৎসক বার্তা সংস্থা এপি'কে বলেছেন, ঘটনাস্থলে থাকা চিকিৎসাকর্মীরা ’৮০ জনের বেশি’ বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন।

হামলায় বেঁচে যাওয়া ২০ বছর বয়সী এক তরুণ এএফপি'কে বলেন, সেখানে আহত এবং নিহত অনেক মানুষ ছিল। আমরা তাদের শরীর ও রক্তের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম।

তবে লন্ডনের কিংস কলেজের যুদ্ধবিদ্যা বিভাগের অস্থায়ী ফেলো মার্টিন প্লাটের মতে, সকল তথ্য-প্রমাণ বলছে এতে ইথিওপিয়ার সামরিক বাহিনীই দায়ী।

তিনি আল-জাজিরাকে বলেন, সত্যি বলতে আর কেউই এটি করতে পারত না। ওই এলাকায় ইরিত্রিয়ান বিমান বাহিনী কার্যক্রম চালায় না, আর তাইগ্রেয়ানদের তো বিমান বাহিনীই নেই। তাহলে আর কে (বিমান হামলা) করবে? সূত্র: আল জাজিরা

---

## ২৪শে জুন, ২০২১

### ফটো রিপোর্ট | ইসরাইলের বিরুদ্ধে 'জাইশুল উম্মাহ্'র মুজাহিদদের সামরিক প্রস্তুতির দৃশ্য

আল-কায়েদা সমর্থক ফিলিস্তিন ভিত্তিক জিহাদী গ্রুপ 'জাইশুল উম্মাহ্ ফি বাইতিল মাকদিস' সম্প্রতি তাদের ক্যাম্প থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ ৬ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড সময় ধরে চলা এই ভিডিওটি 'ইহুদী বিরুধী যুদ্ধে মুজাহিদদের সামরিক প্রস্তুতি' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিডিওটিতে মর্টার এবং 107-mm রকেটের উৎপাদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া দেখানো হয়।

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য নিছে দেওয়া হল-

https://alfirdaws.org/2021/06/24/50227/

---

### কাশ্মিরে গো-রক্ষকদের পিটুনিতে মুসলিম যুবক নিহত

মুসলিম অধ্যুষিত জম্মু-কাশ্মিরেও এবার গো-রক্ষকদের তাণ্ডব। ভারতের বিজেপিশাসিত গোবলয়ের রাজ্যগুলিতে যেভাবে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে– গুজব ছড়িয়ে নির্দোষ মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়- এক্ষেত্রে ঠিক যেন তারই পুনরাবৃত্তি। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য- যেভাবে কেন্দ্র ঢালাও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করে উপত্যকায় অমুসলিমদের ঢুকিয়ে দিয়ে জনবিন্যাস বদলে দিচ্ছে তার জেরেই এখন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

জম্মু-কাশ্মিরের রাজৌরি জেলায় গোরক্ষকদের এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। ২০ বছরের এক কাশ্মিরিকে বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত কাশ্মিরি যুবকের নাম আইজাজ আহমেদ দর। রাজৌরি পুলিশ স্টেশনের অফিসার জাহাঙ্গির আহমেদ বলেন, আইজাজ তার গরু নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছিল। ওইসময় এক দল মালাউন তার উপর চড়াও হয়। তাকে পিটিয়ে হত্যা করে।

নিহত আইজাজের তুতো ভাই মুদাসসির নাজার জানান, সোমবার সন্ধ্যায় আইজাজ ও এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল অন্য একটি গ্রাম থেকে মিনি ট্রাকে করে মহিষ আনার জন্য। সেইমতো মহিষ নিয়ে ফেরার সময় এই স্বঘোষিত গোরক্ষকরা তাদের উপর হামলা করে। উন্মত্ত গোরক্ষকদের হাত থেকে বাঁচতে ট্রাক চালক জোরে গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু– একটি বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে থাকা স্পিড ব্রেকার থাকায় গাড়ির গতি একটু কমতেই গোরক্ষকরা পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ট্রাকটিকে থামাতে বাধ্য করে তারা। নাজার জানান, ট্রাকের চালক কোনো রকমে পালিয়ে যেতে পারলেও আইজাজ পারেনি। হয় লোহার রড– নয়তো পাথর দিয়ে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল এই উন্মত্ত হিংস্র গোরক্ষকরা।

মঙ্গলবার ভোর ৩টা নাগাদ নৃশংস এই ঘটনার কথা জানতে পারে নিহতের পরিবার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আইজাজকে জম্মুর একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় আইজাজের।

এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে গোরক্ষকদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর আইজাজের গোটা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

রাজৌরির সমাজকর্মী গুফতার চৌধুরি তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'জম্মু অঞ্চলে গত কয়েক বছরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হেট-ক্রাইম (ঘৃণ্য বিদ্বেষজনিত অপরাধ) বাড়ছে। যারা এভাবে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে নিরীহদের হত্যা করছে তারাই আসল সন্ত্রাসবাদী।'

আইজাজের বাবা মুহাম্মদ আফজল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বাবা-মা ও তিন বোনকে নিয়ে আইজাজের সংসার। সমাজকর্মী চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন আইজাজের পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা– মা ও তিন বোনের দায়িত্ব কে নেবে? আইজাজ কি ন্যায় পাবে? সময়ই এর উত্তর দেবে।'

সূত্র : পুবের কলম

---

## ৯/১১ পরবর্তী আমেরিকা, ৩০ হাজারের অধিক মার্কিন সৈন্যের আত্মহত্যা

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে বৈশ্বিক জিহাদী তানযিম আল-কায়েদা কর্তৃক পরিচালিত ৯/১১ হামলার পরবর্তীতে আমেরিকায় ৩০ হাজারেরও বেশি মার্কিন সৈন্য আত্মহত্যা করেছে, আর যার সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছে।

গবেষণায় বলা হয়, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কথিত "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ" পরিচালনা অবস্থায় ও যুদ্ধ ফেরত ৩০ হাজার ১ শত ৭৭ জন আমেরিকান সৈন্য আত্মহত্যা করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সর্বোচ্চ, যা গত তিন বছরে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ২০০১ সালে আমেরিকার কথিত "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে"র পর থেকে মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা ধারাবাহিক ভাবে বেড়ে চলেছে বলে গবেষণায় জানানো হয়।

গবেষক সুইট (Suitt) মার্কিন সৈন্যদের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে বহুলাংশে উন্নত বিস্ফোরক ডিভাইস বা IED ব্যবহারের কারণে মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে সৃষ্ট আহতাবস্থার প্রতি দোষারোপ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত সৈন্যদেরকেও যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দেয়, কারণ তা সৈন্যটিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে পারে।

গবেষক সুইট মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউনিট রক্ষার দায়িত্বে থাকা সার্জেন্ট ডমিনিক ম্যাকড্যানিয়েলের ঘটনা বিবৃতিতে উদাহরণ স্বরুপ তুলে ধরে।

গত ২০০৫ সালের এক আইইডি বিস্ফোরণে ডমিনিক মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাকে মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। পরে সে মারা যায়। সে বিস্ফোরণে তার ইউনিটের আহত হওয়া অন্যান্য সৈন্যরাও সে সময় ভয়ানক মানসিক সমস্যায় ভুগছিল।

আহত ডমিনিক মৃত্যুর পূর্বে বিষন্নতায় ভুগছিলেন। তার মধ্যে তখন আত্মহত্যা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

গবেষণায় বলা হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি ৯ জন সৈনিক মারা যায়, তবে আত্মহত্যায় ১৫ জন মার্কিন সৈন্য মৃত্যুবরণ করে।

গবেষণা মতে, মার্কিন সৈন্যদের উচ্চহারে আত্মহত্যার অনেক কারণ রয়েছে। কিছু সৈন্য সহজাতই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র কথিত "সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের" কাঠামোগত কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

তাছাড়াও অতি মাত্রায় মানসিক আঘাত, পেশাগত কাজের চাপ, সামরিক সংস্কৃতি ও প্রশিক্ষণ, অনবরত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, নাগরিক জীবনে পুনরায় মানিয়ে নেয়ার সমস্যাকেও মার্কিন সৈন্যদের আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হিসেবে গন্য করা হয়।

---

## গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে ২০টি কারখানা ধ্বংস, চাকুরি হারিয়ে বেকার ৫০০০ ফিলিস্তিনি

গত মে মাসে অবরুদ্ধ গাজায় ইহুদীবাদী ইসরাইলের আগ্রাসনে ২০টি কারখানা ধ্বংস হয়ে গেছে, এতে চাকুরি হারিয়েছেন প্রায় ৫ হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিম।

ফিলিস্তিনের জেনারেল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন প্রধান সামি আল আমাসি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করে বলেন,অবরুদ্ধ গাজায় গত মে মাসে ইসরাইলের ১১ দিনব্যাপী আগ্রাসনে গাজার ২০টি কারখানা ধ্বংস হয়ে গেছে, এতে ৫ হাজার কর্মী চাকুরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন।

বিবৃতিতে সামি সন্ত্রাসী ইসরাইলের সর্বশেষ আগ্রাসনে গাজার অর্থনৈতিক খাত প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা দেন।

বিগত দেড় দশক ধরে গাজার দূর্বল অর্থনীতি, যা কোভিড ১৯ কারণে আরো নাজুক অবস্থায় ছিল কিন্তু সর্বশেষ ইসরাইলি আগ্রাসনে তা আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে সামি উল্লেখ করেন।

আক্রমনে গাজার বড় কোম্পানিগুলোর বহুতল ভবন ধ্বংসের প্রসঙ্গ টেনে এনে ইসরাইলি হামলায় ফিলিস্তিনের মূলত অর্থনৈতিক খাতগুলিই ইহুদিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে সামি ইঙ্গিত করেন।

এদিকে, কোভিড ১৯ এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে গত এক বছরে ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিনি মুসলিম চাকুরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন বলে সামি প্রতিবেদনে তুলে ধরেন।

শুধুমাত্র কোভিড ১৯ এর কারণে, ফিলিস্তিনি অর্থনীতির ২০ কোটি শেকেল (61,377,914.085920 USD) ক্ষতি হয়েছে এবং ফিলিস্তিনের বেকারত্বের হার বেড়ে গিয়ে বর্তমানে ৫৫% এ পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য, গত ১০ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত ১১ দিনব্যাপী ইসরাইলি আগ্রাসনে অবরুদ্ধ গাজায় ৬৯ শিশু ও ৪০ নারীসহ কমপক্ষে ২৭৯ জন মুসলিম নিহত হন। আহত হয়েছেন ১৯১০ জন ফিলিস্তিনি।

ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নাগরিক নিবন্ধন অনুযায়ী ইসরাইলের ঐ আগ্রাসনে গাজা উপত্যকার ৪১ শিশু ও ২৫ নারীসহ ১৯ টি ফিলিস্তিনি পরিবার চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

৯০ হাজারের অধিক ফিলিস্তিনি মুসলিম ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন। হামলায় অবরুদ্ধ গাজার প্রশাসনিক অবকাঠামো সহ বহু আবাসিক ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে।

---

## ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩ কেজি গাঁজাসহ ছাত্রলীগ নেতা আটক

তিন কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ মান্নাকে (২২) আটক করেছে বিজিবি।

বুধবার (২৩ জুন) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সিংগারবিল ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর বিজিবি ক্যাম্পের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আসিফ মান্না সিংগারবিল ইউনিয়নের নোয়াবাদি গ্রামের ফারুক চৌধুরীর ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজয়নগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল হোসেন রুবেল।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিষ্ণুপুর (বিওপি) ক্যাম্পের নায়েক মোহাম্মদ বজলুর রহমান জানায়, ক্যাম্পের ২০ গজ সামনে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা তিন কেজি গাঁজাসহ আসিফ মান্নাকে আটক করা হয়।

তথ্যসূত্রে জানা যায়, সারাদেশেই মাদক ব্যবসার সাতে সরাসরি জড়িত রয়েছে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। প্রশাসন ও দলীয় ক্ষমতার দাপটে নিজেদের আয়ের প্রধান উৎস বানিয়ে নিয়েছে মাদক ব্যবসাকে। ফলে প্রতিটি জেলা উপজেলায় মাদক সহজলভ্য হয়েছে। এসব মাদকে যুবকরা সহজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। জড়িয়ে পড়ছে অনৈতিক ও অসামাজিক কাজকর্মে। হুমকি মুখে পড়েছে দেশের যুবসমাজ।

সূত্র : বাংলাট্রিবিউন।

---

## মালি | আল-কায়েদার হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের ১৬ এরও বেশি সেনা সদস্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির তোমবোকতু অঞ্চলের গোসি শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সেনাদের উপর একটি শক্তিশালী গাড়িবোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর জানবায মুজাহিদীনগণ।

বিভিন্ন সাংবাদিক, বিশ্লেষক এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মালির গোসি শহরের একপ্রান্তে ক্রুসেডার ফ্রান্সের বোরখান ফোর্সের টহলরত একটি গাড়িবহর কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় সুযোগ বুঝে গাড়িবহরের কাছে রাখা শক্তিশালী বিস্ফোরকভর্তি গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদিনরা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে ৩ কিলোমিটার দূরে গাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছিটকে পড়েছিল। হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই মিনিটের মধ্যে অন্য দিক থেকে ভারী মেশিনগান নিয়ে ফ্রান্সের সেনাদের উপর গুলি করতে থাকেন পজিশন নিয়ে থাকা মুজাহিদদের আরেকটি গ্রুপ। পরে তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থলে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে আহত সেনাদের স্থানান্তর করে ক্রুসেডাররা।

https://ibb.co/994bT9G

ফ্রান্স প্রতিবারের মতই এবারও হতাহত সেনাদের সঠিক সংখ্যা গোপন করতে দাবি করছে যে, এই হামলায় তাদের মাত্র ৬ সৈন্য আহত হয়েছে, যাদেরকে চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। অপরদিকে

স্থানীয়রা বলছেন, মুজাহিদদের উক্ত গাড়ি বোমা হামলায় ১৬ এরও বেশি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম ফ্রান্স-২৪-এর সাংবাদিক ও বিশ্লেষক ওয়াসিম নসরের মতে, শহরীয় এলাকায় বরখানের উপর এধরণের গাড়ি বোমা হামলা একেবারেই কম পরিসরে চালিয়ে থাকে আল-কায়েদা। এক বছর আগে ফরাসী বাহিনীর বিমান হামলায় শহিদ আবদুলা মেলেক দ্রোকডেলের পর একিউআইএম (আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব) -এর নতুন আমীরের প্রথম বক্তব্যের একদিন পরেই বোরখান ফোর্সের উপর এই হামলাটি চালালো আল-কায়েদা।

---

## খোরাসান | গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ টি জেলা এবং ৬০ টি সামরিক ঘাঁটি দখলে নিয়েছেন তালিবান

তালিবানরা আফগানিস্তানের ৭টি প্রদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টার (২৩ জুন) মধ্যে ১৫ টি জেলা এবং ৬০ টিরও বেশি সামরিক ঘাঁটি দখল করেছেন। এছাড়াও শত শত কাবুল সৈন্য ও পুলিশ তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ এবং আরও ৪০০ এরও বেশি সৈন্য মুজাহিদদের হাতে আটক হয়েছে।

কাবুল সরকারের একটি সুরক্ষা সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে টোলনিউজকে জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮টি জেলা তালিবানদের হাতে পড়েছে। তবে তালিবানরা বলেছে যে তারা ১৫ টি জেলা এবং ৬০ টিরও সামরিক ঘাঁটি দখল করেছেন।

তালিবান মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এবং ক্বারী ইউসুফ আহমাদির মতে, গতকাল তালিবান মুজাহিদগণ বাগলানের কেন্দ্রীয় বাঘলন, নাহরিন, খিঞ্জান, তালা, বারফার নয়টি সামরিক ঘাঁটি এবং পুলখামারী প্রদেশের ৪০ তম বিভাগের প্রধান সামরিক এবং চশমা শের ঘাঁটি, কুন্দুজ প্রদেশের চাহার দারা, কালা-ই-জাল, আলিয়াবাদ, গুল-তাপী জেলা, বাদাখশান প্রদেশের খাস জেলা, কান্দাহার প্রদেশের মাইওয়ান্দ জেলা, পাকতিয়া প্রদেশের চামকানো (শাহরনো) জেলা, দন্ডপট্টান জেলা, জানি খেইল জেলা, সৈয়দ কারাম জেলা ও রোহানী বাবা জেলা, গজনি প্রদেশের আব-বাঁধ জেলা, শালগর জেলা কেন্দ্র এবং জাবুল প্রদেশের শামালজাই ও শাজাই জেলা কেন্দ্রগুলো দখল করতে সক্ষম হয়েছেন।

তালিবানরা বলেছেন যে, এসবন জেলা কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটিগুলো বিজয়কালে কাবুল প্রশাসনের ৪০০ (চার শাতাধিক) সেনা, পুলিশ এবং ভাড়াটিয়া মিলিশিয়েনকে জীবিত ধরে নিয়েছে মুজাহিদগণ। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন কয়েক শতাধিক ট্যাঙ্ক এবং রেঞ্জার গাড়ি সহ ভারী ও হালকা কয়েক হাজার অস্ত্র এবং কয়েক শতাধিক গুলা-বারোদ ভর্তি বক্স।

তালিবানরা সাম্প্রতিক দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ও মধ্য প্রদেশগুলিতে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন, মুজাহিদগণ লড়াই ছাড়াই অনেক জেলা দখল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

## গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ হামলার পরিকল্পনা করছে ইসরাইলি মন্ত্রিসভা

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের মন্ত্রিসভা অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আবার আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২২ জুন) লেবাননের আল-আখবার পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়, দখলদার ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেতের সভাপতিত্বে ইহুদিবাদী ইসরাইলির মন্ত্রিসভার এর নিরাপত্তা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে গাজা উপত্যকায় আবার আগ্রাসন চালানোর ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলের ১৩ নম্বর টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, ইসরাইলি সেনাবাহিনী আবার গাজায় হামলা শুরু করতে চায়; কারণ, তাদের মতে গাজা যুদ্ধ শেষ হয়নি এবং এ ধরনের যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

এ কারণে ইহুদিবাদী ইসরাইলের যুদ্ধমন্ত্রী বেনি গান্তেজ ও সেনাপ্রধান আভিভ কুখাবির পরামর্শে গাজা উপত্যকার ওপর আবার হামলার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ইহুদিবাদী মন্ত্রিসভা।

এদিকে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর জন্য নতুন করে অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে জেনারেল কুখাবি আমেরিকা সফরে গেছেন। সাম্প্রতিক গাজা যুদ্ধে খরচ করা অস্ত্রের ঘাটতি পূরণ করতেই তার এ সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ১২ দিনের গাজা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও বিনিময় করবেন।

সূত্র: পার্সটুডে

---

## জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের দখলকৃত জেরুজালে শহরে একটি বাড়ির ৪র্থ তলায় একটি ফ্ল্যাট ভেঙে দিয়েছে অভিশপ্ত ইসরায়েল। বিল্ডিং নির্মাণের অনুমতি নেয়া হয়নি। এ অজুহাতে এ বিল্ডিংয়ে কিছু অংশ ক্রেন দিয়ে ভেঙে দিয়েছে দখলদার বাহিনী।

গতকাল (২৩ জুন) দখলকৃত জেরুজালেম শহরের আল- ঈসাউইয়্যাহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জেরুজালেমের এ এলাকায় নতুন কোন বিল্ডিং নির্মাণ করতে হলে ইসরায়েলের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু দখলদার আগ্রাসী বাহিনী কোন ফিলিস্তিনিকে নতুন ভবন নির্মাণের অনুমতি দেয়না। এমনকি পুরাতন ভবন মেরামতেরও অনুমতি মেলেনা।

ভবন নির্মাণের অনুমতি নেয়া হয়নি এ অযুহাতে গতবছর ২০ টি বাড়িকে সনাক্ত করে দখলদার বাহিনী। এসব বাড়ির মালিককে নিজ হাতে ভবন ভেঙে ফেলতে বাধ্য করে দখলদার বাহিনী।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

---

## ২৩শে জুন, ২০২১

### ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ এনে ভারতের প্রসিদ্ধ দায়ী ওমরকে গ্রেফতার

ভারতের প্রসিদ্ধ মুবাল্লিগ ও ইসলামিক দাওয়া সেন্টারের চেয়ারম্যান ওমর গৌতমকে কাজী জাহাঙ্গীর নামে তার এক সঙ্গীসহ গ্রেফতার করেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের মালাউন পুলিশ। দায়ী ওমর গৌতম ও কাজী জাহাঙ্গীরকে গত তিনদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদেরনামে অত্যাচার চালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।

মিল্লাত টাইমস অনলাইনের খবরে বলা হয়েছে, গত ১৮ জুন গাজিয়াবাদ থানা থেকে কিছু পুলিশ সদস্য এসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দায়ী ওমর গৌতম ও কাজী জাহাঙ্গীরকে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের পেশা,পাসপোর্ট, ব্যাংক হিসাব ও জরুরী কাগজপত্র তলব করা হয়।

১৯ জুন থানায় জরুরী কাগজপত্র নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাদের লৌক্ষতে নিয়ে লাগাতার তিন দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর ২১ জুন (সোমবার) তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ ও জোরপূর্বক, অর্থ ও চাকরির লোভে ধর্মান্তরকরণ, মানুষজনকে ধর্মান্তর করার জন্য বিভিন্ন দেশে ফান্ড গঠনের অভিযোগে মামলা দায়ের করে গ্রেফতার দেখানো হয়।

প্রসঙ্গত, ওমর গৌতম পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন, আগে তার নাম ছিল শ্যাম প্রসাদ গৌতম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ভারতের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করছিলেন। তার বিরুদ্ধে আরোপ করা 'অবৈধভাবে ধর্মান্তরকরণ ও বিভিন্ন দেশ থেকে তহবিল গঠনে'র অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করা হয়েছে।

**সূত্র: মিল্লাত টাইমস।**

---

### ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত খুলছে এরদোগান

গত সপ্তাহে ব্রাসেলসে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেপ এরদোগান। বৈঠকের পর উচ্ছ্বসিত এরদোগান সোমবার জানিয়েছে, আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত খুলবে।

সামরিক ক্ষেত্রে তুরস্কের সাম্প্রতিক কারণে এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশেই এরদোগানের প্রভাব বাড়ছে। সন্ত্রাসী ন্যাটো জোটের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়ার কারণেও তুরস্ককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

এই নামদারি মুসলিম শাসকরা মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে কুফ্ফারদের সাথে হাত মিলিয়েছে। নিজেদের অস্ত্র সৈন্য দিয়ে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

সূত্র : রয়টার্স, এএফপি।

---

## নও মুসলিম মসজিদের ইমাম ফারুক হত্যা, ৪ দিনেও গ্রেফতার হয়নি কেউ

বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে নতুন মুসলিম হওয়া মো. ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বের করে নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। চার দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

স্থানীয়রা জানায়, ঘটনাস্থল রোয়াংছড়ি থানা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ও পাহাড়ের দুর্গম এলাকার তুলাঝিরি পাড়ায় অবস্থিত। গত ১৮ জুন (শুক্রবার) রাতে ওমর ফারুক মসজিদে নামাজ পড়ে বাড়িতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় ৪/৫ জন অস্ত্রধারী পাহাড়ি সন্ত্রাসী তাকে বাড়ি থেকে বের হতে বলে। তাদের ডাকে বের না হলে তারা ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক টেনে বের করে। পরে ঘরের পাশেই গুলি করে হত্যা করে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত ওমর ফারুক সহজ-সরল ও সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আগে খ্রিস্টান ধর্ম পালন করতেন। পরে তিনি পরিবারসহ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। মুসলিম হওয়ার পর থেকে তিনি মসজিদে ইমামতি করতেন। তার স্ত্রী, তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। তাদের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে দিলেও বাকিরা লেখাপড়া করে।

এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বান্দরবানের বিভিন্ন জায়গায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করছে বাঙালি ও উপজাতীয় মুসলিম সংগঠনগুলো।

এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙালি নাগরিক পরিষদের সভাপতি কাজী মুজিবর রহমান অভিযোগ করে বলেন বলেন, ওমর ফারুককে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। মুসলিম হওয়াটাই ছিলো তার (ফারুক) মূল অপরাধ। আর প্রশাসন এখনও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ বলেছেন, বান্দরবানের বোয়াংছড়ি মসজিদের ইমাম নওমুসলিম ওমর ফারুককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে নওমুসলিমদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখার চক্রান্ত চলছে।

নতুন করে কোন উপজাতি যাতে ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পায় এ জন্যই নওমসুলিম ওমর ফারুককে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, খ্রিস্টান মিশনারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তাই অবশ্যই পাহাড়ের দিকে নজর বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দোসরদের কর্মকাণ্ড যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে এসব মিশনারীদের নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে। আমাদের দেশে কিছু সংগঠন রয়েছে যারা অমুসলিম পাহাড়ীদের অধিকার নিয়ে সবসময়ই কথা বলে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সেই সংগঠনগুলো ওমর ফারুক ত্রিপুরার বিষয় নিশ্চুপ রয়েছে। এই সংগঠনগুলো কাদের স্বার্থে কথা বলে, সে বিষয়েও খতিয়ে দেখতে হবে। ওমর ফারুক ত্রিপুরার হত্যাকাণ্ডের সাথে কারা জড়িত এবং কাদের ষড়যন্ত্রে এই হত্যা হয়েছে তা এখনই খুজে বের করতে না পারলে পাহাড়ী মুসলিমদের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

https://i.imgur.com/jm5C6e9.jpg

---

## মিয়ানমারে বিদ্রোহী-সেনার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, ৮ সেনা নিহত

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার থেকে কারেন রাজ্যের রাজধানী হপা আনের চারটি স্থানে এই সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে গুলিতে ৮ সেনা নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, ‘কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি’ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াই করা বিদ্রোহী গোষ্ঠী ‘কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন’র সশস্ত্র বাহিনী। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সোমবার তারা কারেন ফোর্স ব্রিগেড-১ অঞ্চলের আওতাভুক্ত লে তাও গি, গুহ বি হিতি এবং মি বন ইনেতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়।

দুই পক্ষের মধ্যে লে তাও গি এবং মি বনে ব্যাপক লড়াই হয়। এতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর পক্ষে আটজন নিহত হয়। সংঘর্ষে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছে কেএনইউ।

সূত্র : মিয়ানমার নাউ।

---

## পাকিস্তান | পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় ৫ সেনা নিহত, আরও অনেক আহত

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনা বাহিনীর উপর পৃথক ২টি আক্রমণ চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন।

সূত্রমতে, গত ২২ জুন মঙ্গলবার, বেলুচিস্তান প্রদেশের চামান জেলায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

জেলাটির টোবা আছ-কাজাই এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের একটি পোস্টে এই হামলাটি চালানো হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, হামলায় ৪ পাকিস্তানী মুরতাদ সেনা নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে। হামলার পরে মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের মারকাজে ফিরে আসতে সক্ষম হন। আলহামদুলিল্লাহ্।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন এবং বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা ও আহত করার দাবি করেছেন।

একইদিন সকাল ৮ টায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গরিওম সীমান্তের ডোকি রোডে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ পাকিস্তানি সৈন্যদের টার্গেট করে একটি মাইন হামলা চালিয়েছেন। এতে কাইফ নামক এক গোলাম সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল।

---

## কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর হামলায় ৩ স্বাধীনতাকামী নিহত

দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় তিন স্বাধীনতাকামী নিহত হয়েছে। উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোর এলাকায় গত (রোববার) দিবাগত রাতে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ওই তিনজন নিহত হন। নিহত একজনের নাম মুদাচ্ছির।

কমান্ডার মুদাচ্ছির সম্প্রতি ৩ পুলিশ ও ২ মালাউন কাউন্সিলরের হত্যার সাথে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করেছে কাশ্মীরের ভারতীয় পুলিশের আইজি সন্ত্রাসী বিজয় কুমার।

এর আগে গত ১৬ জুন শ্রীনগরে একটি সংঘর্ষে একজন স্বাধীনতাকামী নিহত হয়েছিলেন। সোপিয়ানের বাসিন্দা নিহত ওই ওই স্বাধীনতাকামীর নাম উজায়ের আশরাফ দার।

তবে আশার কথা হল, জম্মু-কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের হামলা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্র : পার্সটুডে

---

## সোমালিয়ার কৌশলগত শহর 'মিরিংবাই' নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আল-শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার কৌশলগত শহর 'মিরিংবাই' নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

সূত্র জানায়, আল-শাবাব মুজাহিদদের একের পর এক দানবীয় হামলার পর অবশেষে লাঞ্চনাকর পরাজয় নিয়েই ক্রুসেডার উগান্ডার বাহিনী গত ২১ জুন সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের 'মিরিংবাই' শহরে অবস্থিত তাদের মূল ঘাঁটিটি ছেড়ে সরে গেছে। ক্রুসেডার সৈন্যদের সরে যাওয়ার পরপরই আল-শাবাব যোদ্ধারা বড়াভি এবং বুলুমিরের মধ্যবর্তি প্রধান এই (মিরিংবাই) শহরটিতে তাকবিরের ধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করেন।

এই অঞ্চলটিতে ক্রুসেডার বাহিনীর শক্তি খর্ব করতে উগান্ডান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা দীর্ঘদিন ধরে অভিযান এবং হামলা চালিয়ে আসছিলেন। ক্রুসেডার বাহিনী মুজাহিদদের এসব হামলায় নিজেদের জনবল ও আর্থিক ঘাটতি মিটাতে না পারায় অবশেষে বাধ্য হয়ে শহরটি থেকে নিজেদের সেনা প্রত্যাহার করে। অঞ্চলটিতে তাদের এই প্রত্যাহার এটাই নির্দেশ করে যে, তারা এখানে শাবাবের হামলায় এতদিন কঠিন চাপের মুখে ছিল। কারণ এই ধরনের সামরিক ঘাঁটি ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে থেকে সরে আসা সহজ কোন বিষয় ছিল না, এই ঘাঁটি ও শহরটি ছিল অন্যান্য অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটির মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপনের জায়গা।

শহরটি এই অঞ্চলে ক্রুসেডার আফ্রিকান বাহিনীর চলাচল ও রসদ সরবরাহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং এর সীমান্তের সাথে উগান্ডার প্রধান সড়ক এবং বড়াভি শহরের একমাত্র ধমনী হিসাবে পরিচিত। এই শহরটিতে আল-শাবাবের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীগুলির বড়াভি শহরে আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি শহরটি এখন সোমালিয় বাহিনী থেকেও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে আল-শাবাবের জন্য এই শহরটিতে বিজয় অভিযান চালানোর পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

---

## কেনিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ৩টি সাঁজোয়া যানসহ ৬ ক্রুসেডার হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখার জানবায মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় ৩ ক্রুসেডার নিহত এবং অপর ৩ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার মান্দিরা শহরের অর্গাডুডো এলাকার কাছে আল-শাবাব যোদ্ধারা কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর একটি সামরিক যানে সফল আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর ৩ সদস্য আহত হয়েছে। তারা যে সামরিক যানটি দিয়ে যাত্রা করছিল তাও মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন।

এই দিন মান্দিরা শহরেরই বুলবিন এলাকায় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীকে টার্গেট করে আরো একটি আক্রমণ চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা। যার ফলে কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়। এতে থাকা সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়েছে।

এমনিভাবে গত ২১ জুন সোমবার, মান্দিরা অঞ্চলের রামো জেলার একটি সড়কে তল্লাশি অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় একটি ট্রাক তল্লাশিকালে ৪ ক্রুসেডার মুজাহিদদের কাছে ধরা পড়ে, যাদের মাঝে একজন তখন পালাতে সক্ষম হয়। বাকি ৩ ক্রুসেডারকে মুজাহিদগণ হত্যা করেন এবং ট্রাকটি ধ্বংস করে ফেলেন।

---

## ২২শে জুন, ২০২১

### খোরাসান | তালিবান কর্তৃক ২৪ ঘন্টায় আরও ১১ জেলা বিজয়

সময়ের সাথে সাথে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে তাদের বিজয় অভিযান আরও বৃদ্ধি করছেন। যার ধারাবাহিতায় এবার আরও ১১ টি জেলা নিজেদের করে নিয়েছেন।

আপগানিস্তানে প্রতিদিনই একের পর এক জেলা কেন্দ্র দখলে নিয়েই চলছেন তালিবান মুজাহিদিন। এ যেন বিজয়ের এক মহা উৎসবে মেতে উঠেছেন পাহাড়ী যোদ্ধারা। মুজাহিদগণ তাদের বিজয় অভিযানের ধারাবাহিতায় গতাকালও (২০ জুন) দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার লড়ায়ে মধ্য দিয়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনী থেকে আরও ১১ টি জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। এর একদিন আগেও ২৪ ঘন্টায় তালিবানরা ১৮ টি জেলা বিজয় করছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা

আলহামদুলিল্লাহ্‌, তালিবান মুজাহিদগণ এসব জেলা বিজয়কালে শতাধিক সাঁজোয়া যান, কয়েক হাজার অস্ত্র ও অগণিত গুলা-বারোদ গনিমত এবং অনেক সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন।

এদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে যেসব জেলা তালিবান মুজাহিদগণ বিজয় করেছিলেন সেগুলো হল-

১) দাওলাতাবাদ জেলা, বলখ প্রদেশ।

২) ষোলঘার জেলা, বলখ প্রদেশ।

৩) খাস-বলখ জেলা, বলখ প্রদেশ।

৪) চামতাল জেলা, বলখ প্রদেশ।

৫) কাশিন্দাহ জেলা, বলখ প্রদেশ।

৬) ডারাগ জেলা, বলখ প্রদেশ।

৭) জালগা জেলা, বাগলান প্রদেশ।

৮) দোশী জেলা, বাগলান প্রদেশ।

৯) খান-আবাদ জেলা, কুন্দুজ প্রদেশ।

১০) ইমাম-সাহেব জেলা, কুন্দুজ প্রদেশ।

১১) জাগতু জেলা, ওয়ার্দাক প্রদেশ।

---

## সিরিয়া | ক্রুসেডার রুশ ও নুসাইরীদের উপর মুজাহিদদের মিসাইল নিক্ষেপ

সিরিয়ায় দখলদার রুশ ও কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে যিলযাল ক্ষেপণাস্ত্র ও ভারি রকেট হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২২ জুন মঙ্গলবার, সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের মা'রাত মুখাস গ্রামে ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনী ও বাশার আল আসাদের কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর একাধিক অবস্থান লক্ষ্য করে 'যিলযাল' নামক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিনরা।

এমনিভাবে গত ২০ জুন, ইদলিবের কাফর-নাবুল এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাহিনীর অবস্থানে ভারি রকেট হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের জানবায মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ্, উভয় এলাকাতেই মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় দখলদার রুশ ও শিয়া নুসাইরীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/06/22/50163/

---

## পাকিস্তান | সামরিক ঘাঁটিতে পাক-তালিবানের বীরত্বপূর্ণ হামলা, ৫ এরও অধিক সৈন্য নিহত

বেলুচিস্তানে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ। উক্ত হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

পাক-সূত্রগুলোর তথ্যমতে, গত ২০ জুন রবিবার, বেলুচিস্তানের জুপ জেলার সারভিক এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী ও হালকা অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ। মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা কিছু বুঝে উঠার আগেই ঘাঁটিতে থাকা মুরতাদ বাহিনী বড়ধরণের ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়।

প্রাথমিক তথ্যমতে, মুজাহিদদের উক্ত বীরত্বপূর্ণ হামলায় ঘাঁটিতে থাকা ৫ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য অভিযান চলাকালেই নিহত হয়, এসময় আহত হয়েছে আরো ডজনখানেক মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর বিভিন্ন সম্পদ ও ঘাঁটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ সংক্ষিপ্ত এক টুইট বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছিলেন।

---

## ভারতীয় সিরিয়াল ‘ক্রাইম পেট্রোল’ দেখে খুনের কৌশল শিখে পরিবারে তিনজনকে হত্যা

একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করার কৌশল শিখতে ভারতের সিরিয়াল ‘ক্রাইম পেট্রোল’ দেখা শুরু করে। প্রথমে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করে মা–বাবা, বোনসহ পাঁচজনকে অচেতন করেন। এরপর হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে তিনজনকে খুন করে নিজেই ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে জানায়। দুই মাস আগেও তিনি একবার তরমুজের জুসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে পরিবারের সদস্যদের হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রাজধানীর কদমতলীতে বাবা মাসুদ রানা, মা মৌসুমি ইসলাম ও বোন জান্নাতুল ইসলাম খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার মেহজাবিন ইসলাম একাই তিনজনকে খুন করেছে।

পুলিশ জানায়, মেহজাবিন জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, দক্ষিণ ভারতের একটি সিনেমা দেখে তিনি সায়ানাইড (রাসায়নিক দ্রব্য, বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) প্রয়োগ করে সবাইকে খুন করার পরিকল্পনা করেন। ওই সিনেমায় সায়ানাইড প্রয়োগ করে একই পরিবারের ১১ জনকে খুন করতে দেখানো হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে সায়ানাইড সংগ্রহ করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা পারেননি। এ কারণে ক্রাইম পেট্রোলে দেখা কৌশলেই খুনের পরিকল্পনা করেন। পাশাপাশি পাবজি গেমেও (অনলাইনে অ্যাকশনধর্মী গেম) আসক্ত ছিলেন তিনি।

### হত্যা মামলা

এ ঘটনায় শনিবার দিবাগত রাতে মেহজাবিন ইসলাম ও তাঁর স্বামী শফিকুল ইসলামকে আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন নিহত মাসুদ রানার ভাই শাখাওয়াত হোসেন। কদমতলী থানায় করা মামলায় বাদী উল্লেখ করেন, শফিকুলের প্ররোচনায় মেহজাবিন তিনজনকে খুন করে।

খুনের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, কিছু বিষয় নিয়ে শিশুকাল থেকেই মায়ের প্রতি মেহজাবিনের ক্ষোভ ছিল। পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি হতাশ ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে থাকা অবস্থায় তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন। সেখানে তাঁর দুই ছেলেসন্তান রয়েছে। এ নিয়ে বাবার প্রতি তাঁর ক্ষোভ ছিল। তিন মাস আগে তাঁর বাবা দেশে ফেরেন। ছোট বোনের প্রতিও মেহজাবিনের ক্ষোভ ছিল। এসব কারণেই তিনি মা–বাবা ও বোনকে হত্যা করেন।

পুলিশ জানায়, মেহজাবিন তাঁর মা–বাবা ও বোনকে চায়ের সঙ্গে বেশি পরিমাণে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন। স্বামী ও সন্তানকে কম ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করেন। তাঁদের হত্যার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তাঁর এই ব্যাখ্যার বিষয়টি আরও যাচাই–বাছাই করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনজনকে খুন করার পরও তাঁর মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই। তাঁর দাবি, খুনের পর তিনি স্বস্তি অনুভব করছেন।

---

## গরু নিয়ে যাওয়ার সময় ত্রিপুরায় হিন্দু সন্ত্রাসীদের নির্মম পিটুনিতে তিন মুসলিম যুবক নিহত

ভারতের ত্রিপুরায় গাড়িতে করে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনজন মুসলিম যুবককে হিন্দু মালাউন গ্রামবাসীরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

এই ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে খোয়াই জেলায়, যা বাংলাদেশ সীমান্তেরও একেবারে কাছেই।

গরু বা গরুর মাংস বহন করার অভিযোগে মুসলিমদের পিটিয়ে মারার ঘটনা এর আগে ভারতের নানা প্রান্তে ঘটলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যটিতে এই ধরনের ঘটনা একেবারেই বিরল।

এই তিনজন যুবকের হত্যার ঘটনায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি।

গণপিটুনিতে নিহত তিনজন ব্যক্তিকে জায়েদ হোসেইন (৩০), সাইফুল ইসলাম (১৮) ও বিল্লাল মিঁয়া (২৮) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় তেলিয়ামুড়া থানার একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, রবিবার ভোররাতে একটি ভ্যানে করে গোটাপাঁচেক গরু-মোষ নিয়ে যাওয়ার সময় এই তিনজন ব্যক্তি গ্রামবাসীদের নজরে পড়ে যায়।

পরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাদের গাড়িটিকে ধাওয়া করে এবং উত্তর মহারানিপুর নামে একটি গ্রামের কাছে ভ্যানটিকে ধরেও ফেলে।

মালাউনরা গাড়ির আরোহীদের মধ্যে দুজনকে সেখানেই নৃশংসভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

একজন সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হলেও সে-ও প্রাণে বাঁচতে পারেনি, একটু দূরে মুঙ্গিয়াকামি নামে আর একটি গ্রামের কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকেও ধরে ফেলে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

পরে ওই তিনজন যুবকের দেহ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি পন্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়। সোমবার বিকেল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে নিহত জায়েদ হোসেইনের মা দাবি করেছেন, তার ছেলে কোনও গরু পাচার বা অপরাধের সঙ্গে কখনওই যুক্ত ছিল না।

রাজধানীর জিবি পন্থ হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানান, শনিবার বিকেলে তার ছেলে বন্ধু বিল্লাল মিঁয়ার সঙ্গে কোনও একটা কাজে বেরিয়েছিল – কিন্তু কোথায় গেছিল সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই।

উত্তর বা মধ্য ভারতে তথাকথিত গোরক্ষক বাহিনীর তান্ডবের এবং মুসলিমদের পিটিয়ে মারার বহু ঘটনা এর আগে শোনা গেলেও ত্রিপুরায় এধরনের ঘটনার কথা আগে তেমন শোনা যায়নি।

ফলে তিনজন মুসলিম যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম গেদখিয়ে দিচ্ছে।

সূত্র- বিবিসি।

---

## ২১শে জুন, ২০২১

### খোরাসান | ২০৩ টি সাঁজোয়া যানসহ ৩৫৪ কাবুল সেনা তালিবানের হাতে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন বিভিন্ন জেলা ও শহর বিজয়কালে গতকাল (২০ জুন) ৩৫৪ এরও বেশি কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্যকে জীবিত বন্দী করেছেন, অনেকে আবার সেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় মুজাহিদগণ ৩০২ টি সাঁজোয়া যানসহ অসংখ্য গনিমত লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, উরুজগান প্রদেশের খাস রোজগান জেলা কাবুল বাহিনী থেকে বিজয়ের পূর্ব মুহুর্তে জেলাটির পুতুল প্রশাসনের প্রধান কমান্ডারসহ ১৭০ সৈন্য ও পুলিশ সদস্য তাদের সমস্ত গোলাবারুদ, অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি সহ ইসলামী ইমারাতের জানবায তালিবান মুজাহিদিনের কাতারে এসে যোগদান করে। যার ফলে খুব সহজেই জেলাটি বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন মুজাহিদগণ।

কিছুদিন আগে তালিবান মুজাহিদিনরা তাখার প্রদেশের বাহরাক জেলা প্রশাসনীক বিল্ডিং, পুলিশ সদর দফতর, গোয়েন্দা ভবন এবং সামরিক সকল স্থাপনা অবরোধ করেছিলেন। অবরোধটি প্রায় তিন দিন স্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে তালিবান মুজাহিদগণ গতাকাল তীব্র অভিযান চালিয়ে জেলাটির নিরাপত্তায় নিয়োজিত ৯০ সেনা, পুলিশ এবং গুপ্তচর নেটওয়ার্কের সদস্যদের জীবন্ত বন্দী করেন। এসময় জেলা নিরাপত্তা প্রধান আবদুল গাফফার এবং ভাড়াটে কমান্ডার নূর মোহাম্মদ সহ অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

এই প্রক্রিয়ায়, তালিবান মুজাহিদিন জেলা কেন্দ্র এবং সমস্ত সরকারি ভবন এবং সুবিধাগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় মুজাহিদগণ ৮ টি ট্যাঙ্ক, ৩ টি সাঁজোয়া যান, ১ টি হাইলাক্স গাড়ি, ৯০ টি ক্লাশিনকোভ ও বিভিন্ন ধরণের আরও ৬৮ টি ভারি অস্ত্রসহ প্রচুর গুলা-বারোদ গনিমত লাভ করেছেন।

এমনিভাবে সকাল সাড়ে ৯ টায় ফারয়াব প্রদেশে তালিবান মুজাহিদদের অবরোধের শিকাল আলমার জেলা থেকেও ৭২ কাবুল সেনা সদস্য তাদের সমস্ত সাঁজোয়া যান ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি সহ তালিবান মুজাহিদিনদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে।

এসময় তারা তাদের সাথে করে নিয়ে আসে ৭১ টি ট্যাঙ্ক, ১ টি ডিসি কামান, ৩৪ টি m16 রাইফেলস, ১ টি রকেট লঞ্চার, ৯ মেশিনগান, ৬ রকেট, ৫ টি ক্লাশিনকোভ সহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি। পরে মুজাহিদগণ নিজ খরচে এসব সৈন্যদেরকে তাদের বাড়িতে শর্তসাপেক্ষে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

এমনিভাবে এদিন ময়দানে ওয়ার্দাক ও নিমরোজ প্রদেশের খাশরোদ জেলা বিজয়কালে আরো ২৪ কাবুল সৈন্যকে জীবিত বন্দী করে তালিবান মুজাহিদিন। অভিযান শেষে কাবুল বাহিনী থেকে ২ টি ডিসি আর্টিলারি, ২০ টি গোলাবারুদ ভর্তি রঞ্জার গাড়ি, ১০০ টি বিভিন্ন গাড়ি, আড়াই লক্ষ রাউন্ড গুলি, ৪ টি ভারী মেশিনগান, ৬ টি রকেট, ১৩ টি কালাশনিকভ, ৩ মর্টার, ইউজিকভস, একটি মর্টার শেল, ২ টি মর্টার গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

---

## ফিলিস্তিন | বিয়ের অনুষ্ঠানে দমন প্রতিরোধকালে ৪ ইসরাইলি সৈন্য আহত

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যরা জোরপূর্বক দমন নিপীড়ন চালাতে  গেলে মুসলিমদের প্রতিরোধে কয়েকটা ইসরাইলি সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, গত ১৯ জুন শনিবার ফিলিস্তিনের অধিকৃত গ্যালিলির দেইর আল আসাদে অনুষ্ঠিত একটি বিয়ের অনুষ্ঠান দখলদার ইসরাইলি প্রশাসন নৎসাত করতে গেলে মুসলিমদের প্রতিরোধে ৪ টি ইসরাইলি সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় মিডিয়া কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, ইসরাইলি পুলিশ ঠুনকো অজুহাত তুলে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ঐ বিয়ের অনুষ্ঠান পন্ড করতে চেয়েছিল।

ইসরাইলি সৈন্যরা বিয়ের অনুষ্ঠান দমনে হানা দিলে মুসলিমদের দুর্বার প্রতিরোধে ৪ দখলদার ইহুদি সৈন্য আহত হয়। এসময় স্থানীয়রা অত্যাচারী ইসরাইলি পুলিশের দুইটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সাথে না পেরে দখলদার ইসরাইলি পুলিশ ঘটনাস্থলে আরো অধিক সৈন্য মোতায়েনে বাধ্য হয়। উদ্ভূত দ্বন্দে ইসরাইলি পুলিশ ত্রিশোর্ধ এক ফিলিস্তিনি যুবককে আহত করেছে।

সংবাদমাধ্যম আরব-48 জানায়, ইসরাইলি সৈন্যরা মুসলিমদের প্রতিরোধে দিশেহারা হয়ে পড়লে অধিক ইহুদি সৈন্য ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে। এসময় অভিশপ্ত ইহুদি সৈন্যরা মুসলিমদের দমাতে অনবরত গুলি ছুড়তে থাকে। দখলদার সৈন্যদের এলোমেলো গুলিতে কয়েক ডজন মুসলিমদের জীবন শঙ্কায় পড়েছে।

---

## ঢাবির 'বন্ধ' হলে ছাত্রলীগের বসবাস

প্রশাসন 'বন্ধ' বললেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হলেরই কক্ষ খোলা থাকতে দেখা গেছে, সেখানে অবস্থান করছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী

সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল বন্ধ রেখেছে। এ কারণে হলে থাকতে পারছেন না সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তবে এর মাঝেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। লকডাউনের প্রায় পুরোটা সময় তারা হলে অবস্থান করেছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (১৯ জুন) রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় উপ-সাহিত্য সম্পাদক এস এম রিয়াদ এবং হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমির হামজাসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী হলে প্রবেশ করেছে। এসময় মূল ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় বেশ কয়েকটি রুমের দরজা খোলা ও আলো জ্বলা অবস্থায় দেখা যায়।

এছাড়া ৩০২, ৩০৭, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৭ ও ৩১৯ নম্বরসহ বেশ কয়েকটি রুমে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আড্ডা দিতেও দেখা যায়। দোতলা এবং নিচতলার কয়েকটি রুমেও ছাত্রলীগের নেতাদের থাকতে দেখা যায়। এছাড়া হলের অন্য অংশে বিদ্যুৎ না থাকায় রুমগুলো খোলা নাকি বন্ধ, তা বোঝা যায়নি। তবে এসব অন্ধকার রুমেও বিশেষ ব্যবস্থায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বহিরাগতদেরও থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রশাসন 'বন্ধ' বললেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হলেরই কক্ষ খোলা থাকতে দেখা গেছে, সেখানে অবস্থান করছেন ছাত্রলীগের কতিপয় নেতাকর্মী

এর আগে গত ৫ মে রাত ২টার দিকে জহুরুল হক হলে গেলে দেখা যায়, 'হলের গেটে তালাবদ্ধ। গেটের সামনের লাইট বন্ধ কিন্তু প্রভোস্ট অফিসের সামনের লাইট জ্বলছে। গেট খোলার জন্য তালায় শব্দ করলে একজন কর্মচারী এসে জিজ্ঞেস করেন 'কোথায় যাবেন?'

ছাত্রলীগের উপ-সাহিত্য সম্পাদক এস এম রিয়াদ হোসেনের কক্ষে যাওয়ার আগ্রহ জানালে সেই কর্মচারী তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে দেন। পরে আবার তালা লাগিয়ে গেটের পাশে বসে থাকেন তিনি। ফেরার পথে তিনি আবার তালা খুলে দেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে হলের এক কর্মচারী জানান, 'আমাদের হলে জয় ভাইয়ের সঙ্গে (বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি) যারা রাজনীতি করে গত বছর থেকেই তারা হলে থাকছেন। প্রভোস্ট স্যার নিষেধ করলেও তারা হলে থাকেন। শুরুর দিকে আমরা হলে কাউকে থাকতে দিতাম না। এক-দুইদিন যেতে না যেতেই হল শাখা ছাত্রলীগের ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতারা আমাদের গেট খুলে দেয়ার জন্য জোরাজুরি করে, হুমকি দেন। পরে আমরা প্রভোস্ট স্যারকেও জানিয়েছি। তিনিও তাদের থাকতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তারা এরপরেও হলে থাকছেন। এখন নেতারা এলে আমরা কিছু না বলে গেট খুলে দিই।'

তিনি আরও বলেন, 'বিভিন্ন সময় রাতের বেলা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও হলের শিক্ষার্থী যারা এখন কেন্দ্রীয় নেতা, তারাও হলে আসেন। কিন্তু তারা কিছুক্ষণ অবস্থান করে চলে যান।'

গত বুধবার (১৬ জুন) রাতে সরেজমিনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে গেলে সেখানেও একই দৃশ্য দেখা যায়। ছাত্রলীগের বিভিন্ন বর্ষের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী ও হলের পদপ্রত্যাশীরা বিভিন্ন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। রাতের বেলায় হলের বিভিন্ন কক্ষে লাইট, ফ্যান চলতে দেখা যায়।

ছাত্রলীগের উপ-সাহিত্য সম্পাদক এস এম রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের কাছে হলে থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

নিষেধাজ্ঞার পরও হলে থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি প্রশাসনের পক্ষে নিউজ করবেন নাকি ছাত্রদের পক্ষে নিউজ করবেন?'

পুনরায় 'হলে কেন এবং কীভাবে থাকছেন', এমন প্রশ্ন করলে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে ফোন কেটে দেন।

এ বিষয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমান বলেন, 'কয়েকদিন আগে হলে যেসব শিক্ষার্থী ছিলেন তাদের আমরা বুঝিয়ে বের করে দিয়েছি। হলে না থাকার জন্য নোটিশ দিয়েছি এবং আবাসিক শিক্ষকদের তদারকি করার জন্য বলেছি।'

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন জানান, 'এখন রাতের বেলা হলে কেউ থাকে বলে আমার জানা নেই। আমরা কয়েকদিন আগে যারা থাকে তাদের বলে দিয়েছি। সতর্ক করেছি। আর আমরা তো ২৪ ঘণ্টা রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সংবাদকর্মীদের জানান, 'হল বন্ধ থাকা অবস্থায় সেখানে থাকা অপরাধ। আমরা আগেও হলের প্রভোস্টদের জানিয়েছি, যেন কেউ হলে থাকতে না পারে। এখন যদি কেউ থাকে তাহলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।'

---

## তিস্তার ৪৪ গেট খুলে দিলো হিন্দুত্ববাদী ভারত, বন্যার আশঙ্কা

অবিরাম বৃষ্টি আর সীমান্তের ওপারে উজানের ঢল নেমে আসায় তিস্তা নদীর পানি হু হু করে বাড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতোমধ্যে তিস্তা ব্যারেজের ৪৪টি গেট খুলে দিয়েছে ভারত।

নদ-নদীর পানি আকস্মিকভাবে বৃদ্ধির ফলে চরাঞ্চলে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বন্যার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তিস্তার ৬৩টি চরের মানুষ।

রোববার (২০ জুন) সন্ধ্যা ৬টায় হাতিবান্ধা উপজেলার তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে পানিপ্রবাহ ৫২.৪৫ সেন্টিমিটার, যা বিপদসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচে ছিল। স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ৫২.৬০ সেন্টিমিটার।

জানা গেছে, গত ১০ দিনে তিস্তার ভাঙনে ৩০টি পরিবারের বাড়িঘর নদীতে বিলিন হয়েছে। আদিতমারী উপজেলার মহিষখোঁচা ইউনিয়নের কুটিরপাড় এলাকার বালুর বাঁধ, সদর উপজেলার গোকুণ্ডা, ইউনিয়নের ভাঙন বেড়েই চলছে। সেখানে বসবাসরত মানুষ আতঙ্কে দিন যাপন করছে।

তিস্তার পানি বৃদ্ধি সম্পর্কে ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) আব্দুল আল মামুন গণমাধ্যমকে বলেন, উজানের ঢল ও বৃষ্টির কারণে তিস্তা নদীতে হু হু করে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেলে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় তিস্তার পানি বিপদসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

পাটগ্রামের দহগ্রাম; হাতিবান্ধার গড্ডিমারী, সিন্দুর্না, ডাউয়াবাড়ী; কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী, শৈইলমারী, নোহালী; আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা, পলাশী; সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ, রাজপুর, গোকুণ্ডা, ইউনিয়নের তিস্তা নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করতে পারে যে কোনো সময়।

---

## ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভকারীদের তথ্য ইসরাঈলকে দিচ্ছে পুর্তুগাল

পর্তুগাল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এতোদিন দখলদার ইসরাইলকে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভকারীদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করে আসছিল।

রাজধানী লিসবনের মেয়র ফার্নান্ডো মেডিনা অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর গত ১৮ জুন শুক্রবার জানিয়েছে, পর্তুগাল গত তিন বছরে ফিলিস্তিনী মুসলিমদের পক্ষে আয়োজিত ৫২টি বিক্ষোভ-সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য অবৈধভাবে ইসরাইলি দূতাবাসের নিকট হস্তান্তর করেছে।

মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১২ সাল থেকে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের পক্ষে আয়োজিত ১৮২টি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজকদের তথ্য পর্তুগাল ইসরাইলের দূতাবাসকে দিয়েছে।

তদন্তে আরো বলা হয়, ২০১৮ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক তথ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার পরেও পর্তুগাল ফিলিস্তিনের পক্ষে ৫২টি বিক্ষোভ সমাবেশের তথ্য ইসরাইলের নিকট তুলে দিয়েছে।

এ সময় মেয়র ফার্নান্দো ২০১১ সালের ইসরাইলি দূতাবাসে তথ্য পাচারের একটি উদাহরণ টেনে সাবেক কাউন্সিল নেতাদের কুকীর্তির বর্ণনা দেন।

---

## খোরাসান | একদিনে সর্বোচ্চ ১৮ টি জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গত একদিনে কাবুল বাহিনী থেকে ১৮ টি জেলা মুক্ত করেছেন।

আফগানিস্তানে একের পর এক জেলা কেন্দ্র দখলে নিয়েই চলছেন তালিবান মুজাহিদিন। এরই ধারাবাহিতায় তালিবান যোদ্ধারা তাদের অতীতের ২০ বছর যুদ্ধের সকল রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

গতকাল (২০ জুন) ২৪ ঘন্টার লড়াইয়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে সর্বোচ্চ ১৮ টি জেলা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার নতুন এক অবিশ্বাস রেকর্ড গড়েছেন। অতীতে যেখানে তালিবান মুজাহিদগণ পুরো একদিন তীব্র লড়াইয়ের পর ২-১টি সামরিক ঘাঁটি ও কয়েকটি চেকপোস্ট নিয়ন্ত্রণে নিতেন, আর পুরো মাস জুড়ে ৩-৪ টি জেলা বিজয় করতেন, সেখানে তালিবান মুজাহিদগণ বর্তমানে একদিনেই ১৮ টি জেলা বিজয় করছেন! আল্লাহু আকবার কাবিরা

আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের আগ্রাসনের ২০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো একদিন ও এক রাতেই তালিবান মুজাহিদিনরা পশ্চিমা সমর্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী থেকে এতগুলি জেলা দখল করেছেন। যা সত্যিই অবাক করার মত বিষয় ছিল।

তালিবানরা গতকাল বেশিরভাগ জেলাই দখলে নিয়েছেন তাখার ও জাউজান প্রদেশ থেকে। এর মধ্যে তাখার প্রদেশের ৬টি জেলা এক রাতেই দখলে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। পরে সকাল বেলায় প্রদেশটির আরো ২টি জেলাসহ সর্বমোট ৮টি জেলা বিজয় করেনেন মুজাহিদগণ। এমনিভাবে জাউজান প্রদেশের আরো ৩টি জেলা দখলে নেন মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালিবান মুজাহিদগণ এসব জেলা বিজয়ের সময় শতাধিক সাঁজোয়া যান, কয়েক হাজার অস্ত্র ও অগণিত গুলা-বারোদ গনিমত লাভ করেছেন।

এদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে যেসব জেলা তালিবান মুজাহিদিন বিজয় করেছিলেন সেগুলো হল-

১) লুলাশ জেলা, ফারয়াব।

২) চাহার-বুলোক জেলা, বলখ।

৩) দারাহ-সোফ বিলা, সামানগান।

৪) খারওয়ার জেলা, লোঘার।

৫) দাশ্ত-আরচি জেলা, কুন্দজ।

৬) কিল্লা-যাল জেলা, কুন্দুজ।

৭) খাশরোদ জেলা, নিমরোজ।

৮) ফয়জাবাদ জেলা, জাউজান।

৯) খানকাহ জেলা, জাউজান।

১০) মানজিগাক জেলা, জাউজান।

১১) চাল জেলা, তাখার।

১২) খাওয়াজাহ ঘার জেলা, তাখার।

১৩) ইয়াং কিল্লা জেলা, তাখার।

১৪) নামাক আব জেলা, তাখার।

১৫) হাজার সামুজ জেলা, তাখার।

১৬) দাশ্ত-কিল্লা জেলা, তাখার।

১৭) দারা-কাদ জেলা, তাখার এবং

১৮) খাজাহ-বাহাউদ্দিন জেলা, তাখার প্রদেশ।

## খোরাসান | তালিবানের নিকট ১৬৮ কাবুল সেনার আত্মসমর্পণ ১৩টি এলাকা বিজয়

আফগানিস্তানের ২টি প্রদেশ থেকে ১৬৮ কাবুল সেনা তালিবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় তালিবান ১৩টি এলাকা, ১৯টি চৌকি ও ৫টি সামরিক ঘাঁটি বিজয় এবং ৭১টি ট্যাঙ্ক গনিমত লাভ করেছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ জুন রবিবার, আফগানিস্তানের ফারয়াব প্রদেশের পাশ্তুন-কোট জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অবস্থানগুলোতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ ২০ হাজার মানুষের বসবাস এমন ১৩টি গ্রাম, ১৯টি সামরিক চৌকি এবং বড় বড় ৩টি সামরিক ঘাঁটি শত্রু মুক্ত করার মাধ্যমে বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

এছাড়াও প্রদেশটির আলমার জেলার খাজা উসমান অঞ্চলের বৃহৎ আরও একটি সামরিক ঘাঁটি দখল করেন মুজাহিদগণ। এসময় ঘাঁটিতে থাকা ৭২ সৈন্য নিজেদের অস্ত্রসহ তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরে মুজাহিদগণ ঘাঁটি থেকে ৭১টি ট্যাঙ্ক ও বিভিন্ন ধরণের সাঁজোয়া যান গনিমত লাভ করেন। এছাড়াও কামান এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রও তালিবান মুজাহিদদের হস্তগত হয়।

এমনিভাবে এদিন বলখ প্রদেশের চারবোলক জেলায় একটি তীব্র হামলা চালান তালিবান মুজাহিদিন। এসময় বিশাল একটি সামরিক ঘাঁটি দখলে নিতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ। তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক ঘাঁটি অবরোধ ও বিজয়কালে মুরতাদ কাবুল সরকার কর্তৃক ঘাঁটিতে মোতায়েনকৃত ৯৬ কাবুল সৈন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করে তালিবানদের কাছে নিজেদের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। এছাড়াও অনেক সৈন্য পালিয়ে যায়।

তালিবানরা এই অভিযান শেষে অনেক হালকা ও ভারী অস্ত্র, ট্যাঙ্ক ও যানবাহন ইত্যাদি গনিমত লাভ করেছেন।

https://ibb.co/FKKbmDj
https://ibb.co/16WtKK3
https://ibb.co/Qd8Syyk

## সোমালিয়া | আল-কায়েদার একাধিক হামলায় অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, যুবা এবং বাকুল রাজ্যে ক্রুসেডার কেনিয়ান ও সোমালি মুরতাদ বাহিনীর উপর একাধিক বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-শাবাব মুজাহিদিন। এতে বেশ কিছু ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এরমধ্যে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হুলুদাক জেলার একটি সেনা ছাউনিতে গেরিলা হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে অন্তত এক মুরতাদ সোমালি সেনা নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে শাহাদাহ্ নিউজ।

এদিন রাজধানীর বারিরি এবং আফজাউয়ী শহরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর আরও ৩টি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ছাড়াও একাধিক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এমনিভাবে বে-বুকুল রাজ্যের হাদুর শহরের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও এদিন 'হিট এন্ড রান' কৌশলে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

অপরদিকে যুবা রাজ্যের কালবিও, হুযিংকো, পারোলী এবং ইয়োনতোই এলাকাগুলোতে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান এবং সোমালি মুরতাদ বাহিনীর বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে ছোটবড় বেশ কিছু হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এর মাধ্যমে মুজাহিদগণ কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষতিসাধন করেছেন।

উল্লেখ্য, এই রিপোর্টের অধিকাংশ হামলাই হিট এন্ড রান কৌশলে চালানো। মুজাহিদীনরা অল্প সংখ্যায় এসে হঠাৎ হামলা করে চলে যান। এসব হামলা ক্ষয়ক্ষতি সাধনের চেয়ে শত্রুদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলার দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, যাতে বড় যুদ্ধগুলোর জন্য কুফ্ফার বাহিনী মানসিকভাবে অপ্রস্তুত এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

---

## ২০শে জুন, ২০২১

### পুলিশি প্রহরায় শেখ জাররাহ এলাকায় ইহুদিদের আক্রমণ

দখলকৃত পশ্চিম তীরের শেখ জাররাহ এলাকায় সম্মিলিত আক্রমণ চালিয়েছে ইহুদিরা। গতকাল (১৯ জুন) একদল ইহুদি যুবক এলাকাটিতে অনুপ্রবেশ করে বাসিন্দাদের পিপার গ্যাস দিয়ে আক্রমণ করে। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের।

এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে দখলদার পুলিশ ইহুদিদের নিরাপত্তা দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের উপর জল কামান ব্যবহার করে।

---

## ওয়াসা এমডির বেতন সোয়া ছয় লাখ টাকা; নগরবাসী পায় না ন্যায্য সেবা

২০১০ সালের ১৪ অক্টোবর ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) দায়িত্ব পাওয়ার সময় তাকসিম এ খানের মাসিক বেতন ধরা হয়েছিল এক লাখ ২০ হাজার টাকা। গত ১১ বছরে তিন দফায় তার বেতন বেড়ে এখন হয়েছে ছয় লাখ ২৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে প্রতি মাসে উৎসব বোনাস বাবদ প্রায় অর্ধলাখ টাকা, স্পেশাল পে (বিশেষ ভাতা) হিসেবে প্রায় দুই লাখ টাকা এবং প্রতি মাসে বৈশাখী নববর্ষ ভাতা হিসেবে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা যুক্ত করে এত টাকা তার মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। এমডির এই অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধিতে ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষোভমিশ্রিত বিস্ময় :যে হারে এমডির বেতন বেড়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন তো তার ধারেকাছেও নয়!

এমডি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় তার মূল বেতন ছিল ৬০ হাজার টাকা। উৎসব-ভাতা ছিল ১০ হাজার, বাসাভাড়া ২০ হাজার, চিকিৎসা-ভাতা চার হাজার, আপ্যায়ন-ভাতা চার হাজার ও অন্যান্য ভাতা ছিল ২২ হাজার টাকা। সাকল্যে বেতন ছিল এক লাখ ২০ হাজার টাকা।

ওই বছরের শেষ দিকে তার বেতন বিভিন্ন খাতে আরও ৮০ হাজার টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় দুই লাখ টাকা। এরপর ২০১৬ সালে এক ধাপে বাড়িয়ে করা হয় চার লাখ ৫০ হাজার টাকা। ওই সময় কোনো স্পেশাল পে ছিল না।

সর্বশেষ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের ২৭৬তম সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে বোর্ডের তরফ থেকে বলা হয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মুদ্রাস্ফীতি ও ঢাকা ওয়াসার ব্যাপক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান ইত্যাদি বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরের মিটিংয়ে মাসিক বেতন ছয় লাখ ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। ওই প্রস্তাবে মূল বেতন ধরা হয় দুই লাখ ৮৬ হাজার টাকা, বাসাভাড়া ৩৫ হাজার, চিকিৎসা-ভাতা ৩৫ হাজার ৭০০, আপ্যায়ন-ভাতা ৩৫ হাজার ও বিশেষ ভাতা ধরা হয় এক লাখ ৮০ হাজার ৬৬ টাকা। এ ছাড়া প্রতি মাসে উৎসব-ভাতা ধরা হয়েছে ৪৭ হাজার ৬৬৭ টাকা। প্রতি মাসে বাংলা নববর্ষ ভাতা ধরা হয়েছে চার হাজার ৭৬৭ টাকা। এ দুটি ভাতাই প্রতি মাসে তিনি পাবেন। এসব মিলিয়ে তার বেতন হয়েছে ছয় লাখ ২৫ হাজার টাকা।
আর কাগজে-কলমে এবার এমডির বেতন সোয়া ছয় লাখ টাকা করা হলেও তিনি আরও অনেক সুবিধা ভোগ করেন। সীমাহীন জ্বালানি, চালকসহ সার্বক্ষণিক বিলাসবহুল গাড়ি পান। অনেক সময় একটির পরিবর্তে দুটি গাড়িও তিনি ব্যবহার করেন। এ ছাড়া সীমাহীন মোবাইল ও টেলিফোন বিল পান। এ রকম আরও অনেক সুবিধাই তিনি পান। অথচ কর্মচারীদের বেতন এই হারে বাড়ানো হয় না। এতে কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ।

ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এ প্রসঙ্গে বলেন, বোর্ডে এমডির বেতন বৃদ্ধি নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। কারণ, অন্য কোম্পানিগুলোর এমডির এত বেতন না।

এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান সমকালকে বলেন, এত বেশি বেতন বৃদ্ধির বিষয় অবিশ্বাস্য এবং অযৌক্তিক। কী প্রক্রিয়ায় এবং কার সিদ্ধান্তে এটা করা হয়েছে, এটা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করা উচিত। আমরা আমাদের গবেষণায় দেখেছি, ওয়াসার কাছ থেকে নগরবাসীর যে সেবা পাওয়ার কথা, ওয়াসা সেই সেবাগুলো নগরবাসীকে দিতে পারেনি।

ঢাকা মহানগরীতে প্রধান ড্রেন লাইনগুলো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার এবং শাখা লাইনগুলোর দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের ওপর ন্যস্ত। ঢাকা শহরের মোট ড্রেনেজ লাইনের মধ্যে ৩৮৫ কিলোমিটার ঢাকা ওয়াসার অধীনে এবং প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার ঢাকা সিটি করপোরেশনের অধীনে। এর বাইরে ৭৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে ২৬ টি খাল ও ১০ কিলোমিটার বক্স কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ঢাকা ওয়াসার। কিন্তু জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ। এতে বর্ষা এলেই জনগণের ভোগান্তি বছর বছর আরো তীব্র হয়।

এছাড়া টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়াসার ৯১ শতাংশ গ্রাহক পানি ফুটিয়ে পানযোগ্য করে খান। এর ফলে বছরে ৩৩২ কোটি টাকার গ্যাস পোড়ানো হয়।

টিআইবির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ৪৫ শতাংশ গ্রাহক চাহিদা মতো পানি পান না এবং ৩৫ শতাংশ গ্রাহকের অভিযোগ তারা সারা বছর নিম্নমানের পানি পান।

---

## খোরাসান | ২৪ ঘন্টায় আরও ৭টি জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন দীর্ঘ ২৪ ঘণ্টার লড়াইয়ে আফগানিস্তানের আরও ৭টি জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

তালিবানের কেন্দ্রীয় ও সামরিক মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ ও ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুমুল্লাহ তাদের পৃথক টুইটার বার্তায় এসব জেলা বিজয়ের সংবাদ নিশ্চিত করেছেন।

তালিবান কর্তৃক গত শনিবার বিজয়কৃত জেলাগুলো হল-

১) বাঙ্গি জেলা, তাখার প্রদেশ।

২) খাওয়াজাহ ঘার জেলা, তাখার প্রদেশ।

৩) দারা-সোফ জেলা, সামানগান প্রদেশ।

৪) খাজা সবজপোশ জেলা, ফারিয়াব প্রদেশ।

৫) মির্জাক জেলা, পাকতিয়া প্রদেশ।

৬) মার্দিয়ান জেলা, জাউজান প্রদেশ।

৭) বাহারাক জেলা, তাখার প্রদেশ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তালিবান মুজাহিদগণ এসব জেলার সমস্ত কেন্দ্র, প্রশাসনিক ভবন ও আনুষাঙ্গিক এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর বলেছেন: এসব জেলায় মুজাহিদদের হামলায় বেশ কিছু সৈন্য হতাহতের ঘটনা ঘটলে, তা দেখেই কাবুল সরকারের অন্যান্য কাপুরুষ সৈন্যরা ভয়ে জেলা কেন্দ্রগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়।

মুজাহিদগণ এসব জেলা বিজয়কালে ৭৪ সৈন্যকে হত্যা এবং কয়েক ডজন সৈন্যকে আহত করেন, মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেন আরও ৫১ এরও বেশি কাবুল সৈন্যকে। এছাড়াও এসব জেলা কেন্দ্রগুলো থেকে বেশ কিছু সাঁজোয়া যান, অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন।

---

## সোমালিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার একাধিক সফল হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালী মুরতাদ সরকারি বাহিনী ও আফ্রিকার অন্যান্য ক্রুসেডার বাহিনীর একাধিক সামরিক স্থাপনায় বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ জুন শনিবার, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের বিওআদি শহরে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন। যাতে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। একই শহরে মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে শহিদী হামলাও চালিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাবের একজন সাহসী মুজাহিদ।

একই রাজ্যের বুলুমারির শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান সেনাবাহিনীর একটি গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে একটি সামরিক বিএমপি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং এতে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুর ইয়াখশিদ জেলায় সোমালি মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ব্যারাকে সফল রকেট হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে শত্রু বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

অপরদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাদা দ্বীপে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-শাবাব যোদ্ধারা। এই আক্রমণে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

---

## খোরাসান | ১৮৮ কাবুল সৈন্যের তালিবানে যোগদান

আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিদিনই তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ ও তাদের কাতারে শামিল হচ্ছেন শত শত কাবুল সৈন্য।

তালিবানদের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ জুন আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় পারওয়ান প্রদেশের শিনওয়ারী জেলার নমক আব ভ্যালি এলাকার উপর তালিবান মুজাহিদরা নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছেন। মুজাহিদদের পরিচালিত অপারেশনে উক্ত এলাকার ১০ কাবুল সৈন্য নিহত ও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা যায়।

এছাড়াও ভ্যালিটি বিজয়কালে ৪০ কাবুল সৈন্যসহ আব্দুল গাফ্ফার নামক এক কমান্ডার মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

আত্মসমর্পণকালে কাবুল সৈন্যরা তালিবান মুজাহিদদের নিকট বহু হালকা ও ভারি যুদ্ধাস্ত্র সমর্পণ করে, যার মধ্যে ১টি বিমানবিধ্বংসী মেশিনগান, ৪টি পিকে মেশিনগান, ১টি আরপিজি রকেট, ২২ টি ক্লাসনিকভ মেশিনগান, ১টি রেডিও, ২টি মোটরসাইকেল, ২টি যুদ্ধযান ও বিপুলসংখ্যক গোলাবারুদ রয়েছে।

এর একদিন আগে নাঙ্গাহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আরও ১০৮ জন কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের কাতারে এসে শামিল হয়েছে।

এমনিভাবে পারওয়ান প্রদেশের শিনওয়ারী জেলা থেকেও ৪০ সৈন্য তালিবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

---

## ৮০ লাখ টাকাসহ আটক ডিআইজি মালাউন প্রিজন পার্থের জামিন মঞ্জুর

ঘুসের ৮০ লাখ টাকাসহ গ্রেফতারের মামলায় সিলেট কারা কর্তৃপক্ষের ডিআইজি পার্থ গোপাল বণিকের জামিন দিয়েছে আদালত।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক ইকবাল হোসেনের ভার্চুয়াল আদালত শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার জামিনের এ আদেশ দেয়। আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের এ আদেশ দেওয়া হয়।

চার্জশিটে বলা হয়, পার্থ বণিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুসের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পাচারের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে সংরক্ষণ করছে বলে তথ্য পায় দুদকের অনুসন্ধান টিম। ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই পার্থ দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এসে অভিযোগের বিষয়ে তার বক্তব্য দেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান, তার বাসায় নিজ হেফাজতে ৩০ লাখ টাকা রয়েছে। ওই অর্থের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি কোনো বৈধ উৎস দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ ওই অর্থ তার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অবৈধ অর্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

অভিযানে তার বাসা থেকে ৮০ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ঘুস, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে ওই অর্থ উপার্জন করেছেন। ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই পার্থ বণিকের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ করে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

---

## মাগুরায় মসজিদে নামাজে দাঁড়ানোর সময় শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা

মাগুরার মুহাম্মদপুর উপজেলায় মসজিদে নামাজে দাঁড়ানোর মুহূর্তে এক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন।

শনিবার রাত ১১টার দিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শনিবার বিকালে আসরের নামাজে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পূর্ব বিরোধের জেরে উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের পলাশবাড়িয়া উত্তর-পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষকের নাম মো. পাখি মাস্টার (৫৫)। তিনি পলাশবাড়িয়া গ্রামের মৃত আব্দুল হক মোল্যার ছেলে ও পলাশবাড়িয়া পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছু দিন ধরে পাখি মাস্টারের সঙ্গে একই গ্রামের মৃত মুন্নাফ মোল্যার ছেলে বাঁশি মোল্যার বিরোধ চলে আসছিল।

শনিবার বিকালে আসরের নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় পাখি মাস্টার। মসজিদে একা নামাজ আদায় করতে গেছে জানতে পেরে একই গ্রামের রবিউল মোল্যা এবং বাঁশি মোল্যা একই সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে।

নামাজে দাঁড়ানোর মুহূর্তে পাখি মাস্টারকে পেছন থেকে জাপটে ধরে ফেলে মসজিদের ভেতরে বাটাম দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে।

মাস্টারের চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী লোকজন দ্রুত ছুটে আসেন। তখন রবিউল মোল্যা ও বাঁশি মোল্যা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পাখি মাস্টারকে গুরুতর আহতাবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় রাত ১১টার দিকে তিনি মারা যান।

---

## খোরাসান | কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে আরও ৫ জেলা তালিবানের নিয়ন্ত্রণে

তালিবান মুজাহিদিন গত শুক্রবার আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ জাওজান ও ফরিয়াব, পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ফারাহ ও নিমরোজ এবং পূর্বাঞ্চলীয় পাকতিয়া প্রদেশের আরও ৫ টি জেলা দখলে নিয়েছেন।

তালিবানের কেন্দ্রীয় দুই মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এবং ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুমুল্লাহ পৃথক বার্তায় জানিয়েছেন যে, তালিবান মুজাহিদিন গত শুক্রবার আফগানিস্তানের জাওজান প্রদেশের মার্দিয়ান জেলা, ফারয়াব প্রদেশের খাজা সাবজপোশ (জুমা বাজার) জেলা, ফারাহের পুষ্টকোহ জেলা, নিমরোজের খাশরোদ জেলা এবং পাকতিয়া প্রদেশের মিরজাক জেলাগুলো দখলে নিয়েছেন । এসময় জেলাগুলোর সকল প্রশাসনিক ভবন, যুদ্ধযান ও অস্ত্রশস্ত্র তালিবানরা গনিমত লাভ করেছেন।

তালিবানরা আরো বলছেন যে, তাদের হাতে আসা পাঁচটি জেলায় সংঘর্ষে কয়েক ডজন কাবুল সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ আরো কয়েক ডজন সৈন্যকে বন্দী করেছেন। আর বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

এছাড়া, গত রাতে খাজা সাবজপোশ (জুমা বাজার) জেলায় তালেবান যোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করলে জেলা পুলিশ প্রধান ইখতিয়ার আরব তার সমস্ত কর্মী নিয়ে তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যার ফলে জেলা বিজয় করা তালিবানদের জন্য অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

উপরোক্ত ৫ টি জেলা দখলের সময় তালিবান মুজাহিদিনরা কয়েক ডজন ভারী ও হালকা অস্ত্র এবং বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক ও রেঞ্জার গাড়িও গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে ফারয়াব প্রদেশের ৭ টি জেলার মধ্যে ৫ টি জেলাই বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। বর্তমানে প্রাদেশিক রাজধানী মাইমানা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন।

---

## ১৯শে জুন, ২০২১

### প্রতিটি উপজেলায় মালাউনদের মডেল মন্দির নির্মাণ করার দাবি

দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মডেল মন্দির নির্মাণের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। শনিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেছে, '২০২১-২২ অর্থবছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য জনসংখ্যা অনুপাতে ২ হাজার ২৫৮ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করতে হবে এবং অতিরিক্ত ৫ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দিতে হবে, যা দিয়ে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মডেল মন্দির নির্মাণ করতে হবে।'

অন্যান্য দাবি তুলে ধরে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেছে, রথযাত্রায় এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করতে হবে। হিন্দু ধর্মীয় বিধিবিধানের কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না, করতে দেয়া হবেও না।

সংবাদ সম্মেলনে একটি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে একজনকে পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগের দাবি জানানো হয়। আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে এসব দাবি বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট ঘোষণা না দিলে হিন্দু সম্প্রদায় সারাদেশের প্রত্যেক জেলা-উপজেলায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানায় মালাউন গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক।

---

### বান্দরবানে মসজিদের সামনে নওমুসলিম ইমামকে গুলি করে হত্যা

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় মোহাম্মদ ওমর ফারুক (৪৫) নামে নওমুসলিম ইমামকে মসজিদের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের তুলা ঝিড়ি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, এশার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হলে পথে তাকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

জানা গেছে, নিহত ফারুক নওমুসলিম ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ছিলেন। এরপর কয়েক বছর আগে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন তিনি। তুলাঝিড়িতে অস্থায়ী একটি মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন।

---

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 'গরগর' ফোর্সের সদস্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে আল-শাবাবের হামলায় গরগর নামক স্পেশাল ফোর্সের এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

সূত্র জানায়, আজ ১৯ জুন ভোর বেলায় সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হারওয়া জেলায় 'গরগর' ফোর্সের উপর হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমির উপর শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠাকারী আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়তে 'গরগর' নামক বিশেষায়িত মুরতাদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে জমানার কথিত সুলতান সুলেমানের (এরদোগান) সেক্যুলার রাষ্ট্র তুরস্ক।

---

## সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে শহীদি হামলা, অনেক সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শাবেলী রাজ্যের বিওআদি শহরে সরকারি বাহিনীর একটি হেডকোয়ার্টারে সফল শহীদি হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদীন।

মুজাহিদ সমর্থক একাধিক সূত্র হতে জানা গেছে, বিওআদি শহরে সরকারি বাহিনীর একটি হেডকোয়ার্টারে গাড়িভর্তি বিস্ফোরক নিয়ে মুরতাদ বাহিনীর মৃত্যুদূত রূপে হাজির হন আল-শাবাবের একজন মুজাহিদ। গাড়িটি বিস্ফোরিত হলে অন্তত ১০ সেনা ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং আরো কয়েক ডজন সেনা গুরুতর আহত হয়। হামলার সময় ঘটনাস্থলে মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ আদওয়া ইউসুফ রাজি উপস্থিত ছিল এবং বিস্ফোরণে সে আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এছাড়াও এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডারও আহত হয়েছে এবং অনেকগুলো সাঁজোয়াযান ও যুদ্ধসরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, হামলার শিকার হওয়া এসব সেনারা মুজাহিদীনদের দখলে থাকা একটি এলাকায় আক্রমণ করলে মুজাহিদিনরাও প্রতিক্রিয়া সরূপ পাল্টা হামলা চালান, যার ফলে মুরতাদ সেনারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসে। মুরতাদ সেনারা হেডকোয়ার্টারে ফিরলে একজন মুজাহিদ শহিদী হামলার মাধ্যমে ঘাঁটিটিতে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

---

## আবারো আল-আকসায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল, নিহত ৩

অভিশপ্ত ইসরায়েল আবারও দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেমের আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে হামলা চালিয়েছে। শুক্রবার (১৮ জুন) জুমার নামাজের পর ফিলিস্তিনিদের ওপর এ হামলা চালায় ইহুদিরা। এতে অন্তত তিনজন ফিলিস্তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

এর আগে জুমার নামাজের পর আল আকসা প্রাঙ্গনে ইসলাম অবমানানা ও ইহুদিদের পতাকা মিছিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভে সমাবেশে অংশ নেয় ফিলিস্তিনিরা।

জানা যায়, সমাবেশ শুরুর আগেই বাব আল-সিলসিলা নামক একটি প্রবেশপথে দখলদার পুলিশ ফিলিস্তিনিদের ওপর রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, স্টান গ্রেনেড ছোঁড়ে।

---

## ১৮ই জুন, ২০২১

### সোমালিয়ায় দখলদার শক্তি: শান্তি রক্ষার নামে যুদ্ধাপরাধ ও আতঙ্কবাজী

আফগানে বিদেশী দখলদার শক্তির আগ্রাসন নিয়ে আমরা চিন্তা করলেও প্রায় সময়েই ভুলে যাই সোমালিয়ার কথা। কিন্তু সাংবাদিকদের রিপোর্ট বলছে, বিগত কয়েক বছরে সোমালিয়া ব্যাপক ভাবে সামরিকিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে এখন দেশটির প্রায় সবখানেই বিদেশি শক্তি এবং প্রাইভেট কন্ট্রাক্টর (ব্যক্তিগত বা ভাড়াটে সামরিক বাহিনী) দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে। এই ব্যাপক সামরিকিকরণ দেশটিকে পরিণত করেছে এক খোলা আকাশের কারাগারে।

এত বেশি সংখ্যক দখলদার সশস্ত্র বাহিনী তৈরি হবার কারণে দেশটিতে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গণহত্যা, অবাধ গুম-গ্রেফতার এবং আরো অনেক অপরাধ। গ্রাম্য অঞ্চলে এসব অপরাধ তো আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছে।

সোমালিয়ায় বিদেশী শক্তি ও তাদের পদলেহী মুরতাদ সরকারি বাহিনী চলমান যুদ্ধে যেসব যুদ্ধাপরাধ করেছে, তার সিংহভাগই ধামাচাপা পড়েছে ক্ষমতার জোরে। একইভাবে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে সাপের মাথা আমেরিকার চালানো হত্যাযজ্ঞকেও। কথিত ওয়ার অন টেররের নামে নির্বিচারে ড্রোন হামলা করে তারা শহীদ করেছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে, যারা কোনোভাবেই এই যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত নন।

সোমালিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম হালগান মিডিয়া বিগত কয়েক বছর ধরে এরকমই অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তারা হয় দখলদার বাহিনীগুলোর ড্রোন হামলায় গুরুতর আহত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন

অতিবাহিত করছেন, অথবা হারিয়েছেন তাদের প্রিয়জনকে। আবার অনেকে সাক্ষী হয়েছেন কুফফার সংঘ জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনী 'AMISOM' এর বিচারবহীর্ভূত হত্যাকান্ড ও ধর্ষণের।

প্রতিটি সাক্ষাৎকার দেবার সময় ভুক্তভোগীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। তারা জানান, কথিত শান্তিরক্ষীদের রুটিন ফুট পেট্রোলের বুটের আওয়াজও তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। এমনকি রাতের বেলায় দূর আকাশে বিমানের আওয়াজও তাদের ঘুম হারাম করে তোলে - এই বোধহয় সব লন্ডভন্ড করে দিলো আমেরিকান ও দখলাদর বাহিনীগুলোর ড্রোন।

অপরদিকে যদি আল-কায়েদা শাখা আল-শাবাবের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর দিকে নজর দেয়া হয়, দেখা যাবে, শরীয়াহ্'র সুশীতল ছায়াতলে অনেক ভালো অবস্থানে আছেন জনগণ। আদল ও ইনসাফ সেখানকার জনগণের নিত্যসঙ্গী।

https://ibb.co/Rgs4ZVV

সেখানে হাত কাটার ভয়ে কেউ চুরি করে না, ধর্ষণ করে না প্রস্তরাঘাতে বেদনাদায়ক মৃত্যুর ভয়ে। সেখানে বাজারগুলোতে দাম মনিটর করেন আল-শাবাবের পুলিশ বাহিনী। সালাতের ওয়াক্ত হবার সাথে সাথেই সব দোকানপাট ও কাজকর্ম বন্ধ করে বাধ্যতামূলক মসজিদে আসতে হয় সবাইবে। অভাবী ও দরিদ্রদের দেয়া হয় খাবার ও আর্থিক সহায়তা। যেকোনো ফিতনার উদ্ভবের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে জনগণের সামনেই শরিয়ার সীমারেখায় তাদেরকে কঠোর সাজা দেয়া হয়।

---

## খোরাসান | ৩০০ সেনার তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ, গিরিসাক জেলা বিজয়

উত্তর আফগানিস্তানের ফারিয়াব প্রদেশে থেকে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৩০০ এরও বেশি সেনা সদস্য তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তালিবান এদিন হেলমান্দের গিরিসাক জেলাও বিজয় করে নিয়েছেন।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলিয় জোটের সমন্বয়ে গঠিত ফারিয়াব প্রদেশের শিরিন তাগাব জেলার কয়েকশ সেনা, পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মী তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছ।

সূত্রগুলি জানিয়েছে যে আত্মসমর্পণকারী সামরিক সদস্যদের সংখ্যা ৩০০ এরও বেশি, তালিবানে যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ, সেনা এবং রশিদ দোস্তমের অনুগত মিলিশিয়ারাও রয়েছে।

তালেবান সূত্রে প্রদত্ত ফুটেজে দেখা গেছে যে, আত্মসমর্পণকারী কাবুল বাহিনীর সদস্যরা তাদের অস্ত্র নিয়ে তালেবানে যোগদান করেছিল।

অন্যদিকে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলিয় হেলমান প্রদেশের গিরিসাক জেলাটিও আজ (১৮ জুন) সকালে তালিবান মুজাহিদিন দখল করে নিয়েছেন। ২০০১ সালে মার্কিন আক্রমণ শুরু হওয়ার পরে প্রথমবারের মতো তালিবানরা গিরিসাক জেলা দখল করেছেন।

## স্পেনে বর্ণবাদী সেনা কর্মকর্তার গুলিতে অভিবাসী মুসলিম নিহত

পশ্চিমা বিশ্বে নতুন করে দানা বাধা বর্ণবাদী হামলার জেরে এবার স্পেনে এক মরক্কোর মুসলিম নিহত হয়েছেন।

স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ জুন, রবিবার স্পেনের মাজারোন শহরে এক ক্যাফেতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার সময় মরক্কোর অভিবাসী ইউনেস বিলালকে (৩৭) স্পেনের বর্ণবাদী সাবেক এক সেনা কর্মকর্তা গুলি করে হত্যা করেছে। ইউনেস স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মার্সিয়া শহরে বসবাস করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হত্যাকারী সাবেক ঐ সেনা কর্মকর্তা ইউনেসের সাথে লম্বা সময় ধরে কথা বলায় ক্যাফের ওয়েটারকে প্রথমে ভৎসনা করে। রাগান্বিত ঐ সেনা কর্মকর্তা এসময় মুসলিমদেরকেও উচ্চস্বরে গালি দিতে থাকে।

এমন বর্ণবাদী আচরণে ইউনেস নিজ আসন থেকে উঠে দাড়ান এবং ঐ সেনা কর্মকর্তাকে মুসলিম ও ওয়েটারদের সম্মান দিতে বলেন।

পরবর্তীতে হত্যাকারী ঐ সেনা কর্মকর্তা তার বাড়িতে চলে যায়, নিজ কাপড় পরিবর্তন করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ক্যাফেতে পুনরায় ফিরে আসে।

নিহতের পরিবার স্পানিশ পত্রিকা এল পাইসকে জানায়,"কোনকিছু না বলে ঐ সেনা কর্মকর্তা ইউনেসের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাতাসে গুলি চালিয়ে সে বলে,"সাহস থাকলে এখন উঠে দাড়াও!" "ইউনেস উঠে দাড়ালে, ঐ সেনা কর্মকর্তা ইউনেসের বুকে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ে।"

ইউনেসের স্ত্রী ও শিশু তখন হত্যাকাণ্ডের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। তাদেরকে ডেকে আনা হলে, তারা ইউনেসের মৃত দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, স্পেনে, বিশেষকরে দেশটির মার্সিয়া অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের এটি একটি ক্ষুদ্র বর্হিঃপ্রকাশ মাত্র।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্পেনের মার্সিয়া শহরের সান জাভিয়ার অঞ্চলে বর্বর ভানডাল জনগোষ্ঠীর লোকেরা মুসলিমদের মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। তারা মসজিদের জানালাগুলোতে "ইসলাম ধর্মের বিনাশ চাই"- লিখে রেখে যায়।

স্প্যানিশ দৈনিক এল ডায়ারিও পত্রিকায় স্থানীয় বর্নবাদ বিরোধী গ্রুপ "কনভিভির সিন রেসিজমের" মুখপাত্র জুয়ান গাইরার্দো জানান,"বহু অভিবাসী খামারে কাজ করতে এ অঞ্চলে আগমনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে বর্ণবাদ এ অঞ্চলে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। অভিবাসীরা অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মাঝে এখানে বসবাস করছেন।"

বর্ণবাদ বা জাতিগত বৈষম্য নির্মূল পরিষদের প্রেসিডেন্ট আন্তমি তুসিজে টুইটারে টুইট করে বলেন, "এই হত্যাকাণ্ডটি কাঠামোগত বর্ণবাদের উপরিভাগের কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া মাত্র...প্রতিটি বর্ণবাদী কর্মকাণ্ডে কার্যত কোন অজুহাত লাগে না, সমস্যাটিকে চিহ্নিত না করার প্রতিটি অপচেষ্টা পরবর্তীতে মারাত্মক বিপর্যয়ের অবতারণা করে।"

এদিকে, স্পেনের মাজারোনে বসবাসকারী স্থানীয় মুসলিমরা ইউনেসের লাশ জন্মভূমি মরক্কোর বেনি মেল্লাল শহরে পাঠানোর পূর্বে জানাজার নামাজে শরীক হয়েছেন।

---

## রাজশাহী ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মালাউন রকি কুমার ঘোষের নেতৃত্বে মুসলিমদের মসজিদ, দোকানপাট ও বাড়িতে হামলা

তুচ্ছ ঘটনার জেরে রাজশাহী নগরীর হেতেমখা লিচুবাগান এলাকায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মালাউন রকি কুমার ঘোষের নেতৃত্বে মুসলিমদের মসজিদে হামলা চালানো হয়েছে। এছাড়া আশেপাশের দোকানপাট ও বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

মুসলিম যুবকদের মারপিট ও ককটেল বিস্ফারণের ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় মুসলিমরা আতঙ্কিত হয়ে মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা দিয়ে এলাকাবাসীকে জড়ো করার চেষ্টা করে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হামলার ঘটনায় রাজশাহী নগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রকি কুমার ঘোষ দায়ী।

https://web.facebook.com/bdsocialnews/videos/132790602192485/

---

## অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের শেখ জাররাহ, নিয়মিত ইসরায়েলি বাহিনীর তল্লাশি-ধরপাকড়

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে যেন এক উন্মুক্ত কারাগার শেখ জাররাহ। এই এলাকায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে অবৈধ বসতি গড়তে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে পুরো এলাকা। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এলাকায় ঢুকতে বা বের হতে পারবে না কোনো ফিলিস্তিনি। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা, স্কুল এমনকি হাসপাতালেও যেতে পারছেন না শেখ জাররাহ'র বাসিন্দারা।

ফিলিস্তিনের শেখ জাররাহ'র বাসিন্দা সালেহ আবু দিয়াব বলেন, যখনই এই এলাকা থেকে বের হতে হয় তখনই আইডি কার্ড দেখাতে হয়। কখনো কখনো অনুমতিপত্রও নিতে হয় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। অথচ এই এলাকায় আমরা তিন পুরুষ ধরে বসবাস করে আসছি।

পূর্ব জেরুজালেমের নিকটেই অবস্থিত এ এলাকাটি থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে এখানে ইহুদি বসতি স্থাপন করাই ইসরায়েলি বাহিনীর লক্ষ্য। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারে না এই এলাকা থেকে।

শেখ জাররাহ'র আরেক বাসিন্দা আয়া আবু দিয়াব বলেন, আত্মীয়-স্বজন কেউ আসলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। আসার সময় কয়েক দফা ইসরায়েলি বাহিনী তল্লাশি চালায়। আবার এলাকায় ঢোকার ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে যেতে হয়। এই হলো আমাদের অবস্থা।

কেউ অসুস্থ হলে সহজে পৌঁছাতে পারেন না হাসপাতালে। শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়াও বন্ধ। সব মিলিয়ে শেখ জাররাহ পরিণত হয়েছে এক উন্মুক্ত কারাগারে।

শেখ জাররারই বাসিন্দা আহমাদ আবু দিয়াব বলেন, যখনই স্কুলে যাই তখনই চেকপোস্টে তল্লাশি করে। বেশিরভাগ সময়ই বের হতে দেয় না এলাকা থেকে। তাই আর স্কুলেও যাই না।

এ ছাড়াও প্রতিনিয়ত চলছে ধরপাকড়। রাত হলেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে আটক করা হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের।

---

## ফিলিস্তিনের ৬৩ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ ইমামকে আটক করল ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের এক বৃদ্ধ ইমামকে গ্রেফতার করেছে ইসরায়েলি সেনা। ইসরায়েল পুলিশের বিশেষ শাখা লেহাব ৪৩৩ ইউনিট লড শহর থেকে তাকে গ্রেফতার করে। ইসরায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম লড শহর তেল আবিব থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

ইসরায়েলভিত্তিক জেরুসালেম পোস্টের খবরে গ্রেফতার ইমামের নাম 'ইউসেফ মোহাম্মাদ এলবাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ইসরায়েলের সন্ত্রাসী বাহিনী ৬৩ বছর বয়স্ক ওই ইমামের বিরুদ্ধে সহিংসতা উসকে দেওয়াপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের ঠুনকো অভিযোগ এনেছে।

ইমাম মোহাম্মদ ইউসেফ ঠিক সহিংসতাপূর্ণ কী বক্তব্য দিয়েছে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, ফেসবুক-মেসেঞ্জারে নিয়ে ইসরায়েলের আরব কমিউনিটির লোকজনদেরকে পুলিশদের মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সূত্র: জেরুসালেম পোস্ট

---

## মিয়ানমারে পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দিল সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী

স্থানীয় গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে মিয়ানমারের মধ্যবর্তী একটি গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। এতে কমপক্ষে দুজন মারা গেছেন।

বাসিন্দারা বিবিসিকে বলেছেন, মঙ্গলবার কিন মা গ্রামে আক্রমণ চালায় সেনাবাহিনী। গ্রামের ২৪০টি বাড়ির মধ্যে ২০০টি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় তারা।

সরকারবিরোধী স্থানীয় এক সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে সেনাবাহিনী গ্রামটিতে হামলা চালায়।

সামরিক বাহিনী যে ভয়ংকর অপরাধ করে চলেছে, এই ঘটনার মাধ্যমে তা আবারও প্রদর্শিত হলো এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে- মিয়ানমারের মানুষের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই।'

---

## ১৭ই জুন, ২০২১

## ফটো রিপোর্ট | মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য মুদ্রিত নতুন বই প্রকাশ করল আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক রাজ্যগুলোর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন সিলেবাস ও বই প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করে একটি ঘোষণাপত্র জারি করেছেন।

হারাকাতুশ শাবের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ সময়ের মেহনতের পর শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক তৈরির পরিসমাপ্তি করেছেন মুজাহিদগণ। এটি হারাকাতুশ শাবাবের অর্জনগুলোর মধ্যে একটি বড় সাফল্য বলা যায়। পশ্চিমা পাঠ্যপুস্তক ছুড়ে ফেলে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে এসব পাঠ্যসূচি।

এই উপলক্ষ্যে হারাকাতুশ শাবাবের শিক্ষা কমিশন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে হারাকাতুশ শাবাবের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, সোমালি উপজাতির উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছেন শিক্ষা কমিশনের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠান শেষে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদে জন্য মুদ্রিত বইগুলো দেখানো হয়। নতুন মুদ্রিত এসব বইগুলো ছিল খুবই আকর্ষণীয়। যা শিক্ষার্থীদেরকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই পাঠ্যসূচিতে রয়েছে, তাফসির, হাদীস, আইনশাস্ত্র, আকিদা, আরবি ভাষা শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত এবং সোমালি ভাষার সকল স্তরের প্রয়োজনীয় বই।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্যগুলির সকল মধ্যবিত্ত ও প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম সরবরাহ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এর আগে গত ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে হারাকাতুশ শাবাব প্রাইমারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত শেষে উপস্থাপন করেছিল। যা সোমালি সরকারের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

পশ্চিমা মিডিয়াও তাদের প্রতিবেদনে হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের পাঠ্যসূচিকে সোমালি সরকারের চাইতেও আধুনিক ও গুণমানসম্পন্ন হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব নাগরিকদের যে সেবা প্রদান করে এবং ন্যায়বিচার, সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা দেয়, তা এই অঞ্চলে বাসকারী জনগণকে হারাকাতুশ শাবাবের প্রতি আকৃষ্ট করছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের আদালতে বিচার না চেয়ে তারা হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালতে বিচার দায়ের করার চেষ্টা করেন।

শিক্ষা কমিশনের আয়োজিত অনুষ্ঠান ও নতুন মুদ্রিত বইয়ের কিছু ছবি দেখুন…

https://alfirdaws.org/2021/06/17/50052/

---

## উইঘুর শিবিরের অবস্থা চীনের কারাগার থেকেও খারাপ

চীনের উইঘুর মুসলিমদের ওপর নানা নির্যাতন ও নিপীড়ন নিয়ে নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

১৬০ পৃষ্ঠার ওই রিপোর্টে চীনা মুসলিমদের উইঘুর সম্প্রদায়ের ওপর চলা নানা নির্যাতনের বর্ণনা চিত্রায়ন করা হয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, যাদের শিবিরে আটকে রাখা হয়েছিল, তাদের কয়েকজন অ্যামনেস্টিকে বলেছেন, উইঘুর শিবিরের অবস্থা চীনের কারাগারের থেকেও খারাপ। তাদের সংশোধন-ক্লাসে যেতে হয়। তার আগে

সারাদিন তাদের বসিয়ে রাখা হয়। ওই শিবিরের ক্লাসে তাদের ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে শিখানো হয়।

'আমরা যেন যুদ্ধে শত্রুপক্ষ' শিরোনামে বৃহস্পতিবার (১০ জুন) রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়।

জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত গবেষণা করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই সময়ের মধ্যে তারা ১২৮ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

এর মধ্যে ৫৫ জন চীনের উইঘুর শিবিরে ছিলেন। আর ৬৮ জন সেইসব পরিবারের সদস্য, যেসব পরিবারের কেউ না কেউ হারিয়ে গেছেন বা তাদেরকে আটক করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

রিপোর্ট বলছে, জিনজিয়াংয়ে ১০ লাখের বেশি মানুষকে বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়েছে। মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্য চীন তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাইটগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রচুর সাক্ষী অ্যামনেস্টিকে বলেছেন, চীন মুসলিমদের মুছে ফেলতে চায়।

অনেকে বলেছেন, তাদের মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। এমনকি মসজিদে এবং মুসলিমদের বাড়িতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ছবি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকেই বলেছেন, তারা চীনে নিজেদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে ভয় পাচ্ছেন। তারা জানেন যে, রাষ্ট্র তাদের ওপর নজর রাখছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই মাঝরাতে বাড়ি থেকে তুলে উইঘুরদের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের তথাকথিত শিক্ষাশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জোর করে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করানো হয়। তারপর তাদের মধ্যে কিছু মানুষকে শিবিরে রাখা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়- তারা সন্ত্রাসবাদী এবং বিশ্বস্ত নয়।

---

## ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর হামলা

এক যুগ ধরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর আসনে থাকা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিদায় নিয়েছে গত রোববার। তবে ফিলিস্তিন প্রশ্নে অবস্থার কোনো পরিবর্তনের আশা দেখা গেল না। ক্ষমতায় আসতে না আসতেই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ডানপন্থী ইহুদি নাফতালি বেনেট।

যুদ্ধবিরতির ২৫ দিনের মাথায় ফের ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা করেছে ইসরায়েল। গতকাল বুধবার সকাল থেকে বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে বিমান হামলার কথা জানিয়েছে তেল আবিব।

এদিকে ফিলিস্তিনের সূত্রগুলো বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, ইসরায়েল নতুন এ হামলা গাজার দক্ষিণ প্রান্তের খান ইউনুস শহরের একটি বিশেষ অংশকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল।

এর আগে গত ২১ মে ১১ দিনের যুদ্ধ শেষে দুই পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে গিয়েছিল। গাজা কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, সে সময় ইসরায়েলের হামলায় ৬৬ শিশুসহ ২৫৬ ফিলিস্তিনি নিহত ও বহু লোক আহত হয়েছিল।

---

## ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলায় আবু ত্ব-হাকে গুম: ভিপি নুর

ইসলামী বক্তা আবু ত্ব-হা মুহাম্মদ আদনানের নিখোঁজের ব্যাপারে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলায় তরুণ ইসলামিক বক্তা নিখোঁজ হয়েছেন। তার পরিবার জিডি (সাধারণ ডায়েরি) করার জন্য বিভিন্ন থানায় গেছে।

কিন্তু থানায় জিডি নেয়নি। যখন বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিউজ হয়েছে তখন লোক দেখানোর জন্য জিডি নিয়েছে। পরিবারের ভাষ্যমতে তিনি নিখোঁজ হয়েছেন গাবতলী থেকে। কিন্তু নিখোঁজের জিডি ঢাকায় নেয়া হয়নি, রংপুরে নিয়েছে।

বুধবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। মানববন্ধনে নুর বলেন, 'আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, প্রত্যেকটি গুমের সাথে এই সরকার জড়িত। ভিন্নমতের মানুষদের দমন-পীড়নের জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে।

গত ১২ বছরে ৬০১ একজনকে গুম করা হয়েছে। আমরা বলে দিতে চাই, সমস্ত গুমের সাথে জড়িতদের এক দিন না এক দিন জনগণের সামনে দাঁড় করানো হবে।'

---

# ১৬ই জুন, ২০২১

## খোরাসান | নানগারহারে তালিবান মুজাহিদিনের কাছে ২৫০ সৈন্যের আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের পাচিরাগাম জেলার ৭টি চেকপোস্ট, ১টি ঘাঁটি বিজয়সহ ২৫০ স্থানীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে।

তালিবানের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, পাচিরাগাম জেলার পাস পাচির এলাকার উপজাতি বিদ্রোহী নেতা ও কমান্ডাররা ৭টি চৌকি এবং একটি ঘাঁটি খালি করে চলে গেছে, এসময় ২৫০ বিদ্রোহী সৈন্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যার ফলশ্রুতিতে জেলাটির বিশাল অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

একই সাথে তালিবান জানিয়েছে যে, তাঁরা প্রদেশটিরর হেসারাক জেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছেন। মুজাহিদগণ এখন জেলাটি যেকোন সময় নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেন।

তিনি আরো জানান যে, হেসারাক জেলার বোস্টান খেলা ও হাজী দাউদ কালা এলাকায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর দুটি ঘাঁটি ও ৬টি পোস্ট মুজাহিদগণ দখল করেছেন।

কাবুল সরকারের গভর্নর অফিস থেকে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই হামলায় তাদের ৭ সেনা নিহত ও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে।

---

## খোরাসান | ৪৩ কাবুল সৈন্যের তালিবানে যোগ দান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যমতে, গত ১৫ জুন মঙ্গলবার পাকতিয়া প্রদেশ থেকে ৪৩ কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালিবান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এদিন শুধু পাকিতিয়ার প্রাদেশিক রাজধানী থেকেই ৪৩ কাবুল সৈন্য ইসলামি ইমারতের তালিবান মুজাহিদ দলে এসে যোগ দিয়েছে।

এসময় তালিবানে যোগ দেয়া কাবুল সৈন্যরা ৩৫ টি ক্লাসিনকোভ, মেশিন গান, সোভিয়েত নির্মিত ৭ টি ভারি মেশিন গান, ৮ টি আরপিজি রকেট, ২ টি যুদ্ধযান সহ বিপুলসংখ্যক গোলাবারুদ মুজাহিদদের নিকট হস্তান্তর করে।

তাছাড়াও প্রদেশটির জুরমাত জেলার আরো এক কাবুল সৈন্য মুজাহিদদের দলে যোগ দিয়েছে।

---

## তালিবান মুজাহিদিনের হাতে আরো ৩টি জেলা বিজয়

তালিবান মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের খাস উরুজগান জেলার প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ সদর দফতর, ৪ টি নিরাপত্তা চৌকি সহ সকল প্রশাসনিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

গত সোমবার (১৪ জুন) রাতে এ বরকতময় হামলা চালিয়েছেন।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের ফলে কাবুল সৈন্যরা জেলাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে তালিবান মুজাহিদগণ বিপুলসংখ্যক যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

তাছাড়াও একই রাতে তালিবান মুজাহিদরা সারিপল প্রদেশের গুসফান্দি জেলা বিজয় লাভ করেন। জেলাটিতে মুজাহিদরা মুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা কালে কাবুল সৈন্যরা জেলাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে এখান থেকেও মুজাহিদগণ বিপুল যুদ্ধ সামগ্রী গনিমত অর্জন করেন।

এদিন তালিবান মুজাহিদরা একই প্রদেশের সাঙ্গচারাক জেলা মুক্ত করেছেন। তাছাড়াও প্রদেশটির সায়েদাবাদ জেলার মাঙ্গতি এলাকার দুটি নিরাপত্তা চৌকি মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এসময় মুজাহিদরা কাবুল প্রশাসনের দুই সৈন্যকে আটক করেন।

---

## কাবুল বাহিনী থেকে ফের দৌলতাবাদ জেলা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান

মুরতাদ কাবুল সরকারের (বিএফএফ) বিশেষ বাহিনী গত রাতে তালিবান নিয়ন্ত্রিত ফারিয়াব প্রদেশের প্রধান বাজার, পুলিশ সদর দফতর এবং জেলা কেন্দ্রে ভারী বিমান ও স্থল হামলা চালিয়েছিল। এসময় তালিবান মুজাহিদিন রণকৌশল হিসাবে পশ্চাদপসরণ করেন।

সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, আজ ১৬ জুন দুপুর হতে কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন মুজাহিদগণ, অবশেষে বিকেল বেলায় তালিবান মুজাহিদিন তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলি আবার দখল করতে সক্ষম হয়েছেন।

এদিকে পরাজিত কাবুল সরকারী বাহিনী আন্ডখা জেলা থেকে দৌলতাবাদ বাজারে একাধিক আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করেছে, যা জনগণের দোকানগুলিকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে, পাশাপাশি বিমান থেকে বেসামরিক অঞ্চলগুলিতে বোমা ফেলার ফলে বহু মুসলিম হতাহতের শিকার হয়েছেন।

স্থানীয় সাংবাদিকরা বলেছেন যে কয়েক ঘণ্টা পশ্চাদপসরণের পরে, তালিবানরা জেলা কেন্দ্রের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে জেলা কেন্দ্র, বাজার ও পুলিশ সদর দফতরকে ফের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং বেশ কিছু মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

স্থানীয় সাংবাদিক কুতুবউদ্দিন কোহি বলেছেন, তালিবানদের হামলায় কাবুল সরকারের প্রচুর সংখ্যাক কমান্ডোরা হতাহতের শিকার হয়েছে, বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও অনেক সৈন্যকে তালিবান মুজাহিদগণ আটক করেছেন। বাকী সেনারা আন্ডখা জেলার দিকে পালিয়েছে।

---

## মালাউন মোদির সাথে কাজ বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী ইজরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী

ক্ষমতায় বসেই ভারতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত করার বার্তা দিয়েছে ইজরাইলেন নতুন সরকারপ্রধান নাফতালি বেনেট। সোমবার বেনেট জানায়, দুই দেশের মধ্যে থাকা 'উষ্ণ এবং অসামান্য' সম্পর্ক আরো মজবুত করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে কাজ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে।

গত রোববার বেনেটের জয়ের পর টুইট করে নতুন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানায় মোদি। সে লিখেছে, 'ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আগামী বছর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিরিশ বছর পূর্ণ হবে। আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব। দু'দেশের কৌশলগত সম্পর্ককে আরো গভীর করার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

এছাড়া, ইজরাইলের জোট সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী পদের পরবর্তী দাবিদার ইয়াইর লাপিদও জানিয়েছেন, ভারতের সাথে কৌশিলগত সম্পর্ক মজবুত করার উদ্দেশ্যে কাজ করবে নতুন সরকার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইজরাইলের সদ্যসাবেক প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বন্ধুত্ব সুবিদিত। তার আমলে ভারতের সাথে ইজরাইলের কৌশলগত এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় বলে দাবি দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের। শুধু তাই নয়, ভারতের অস্ত্র ভাণ্ডারে আসে বহু ইজরাইলি অস্ত্র। তবে বেনেটের নতুন সরকারও যে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে তা স্পষ্ট।

আর আল্লাহ তায়ালাও আল কোরানে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন মানুষের ভেতর মুমিনদের শত্রুতার বেলায় অবশ্যই ইহুদি ও মুশরিকরা সর্বাধিক কঠোর হবে।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوا الۡیَهُوۡدَ وَ الَّذِیۡنَ اَشۡرَکُوۡا

মানুষের ভেতর মুমিনদের শত্রুতার বেলায় অবশ্যই তুমি ইহুদি ও মুশরিকদের সর্বাধিক কঠোর পাবে। (সুরা আল মায়েদা, আয়াত ৮২)

এখানে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদি ও মুশরিকদের শত্রুতা উল্লিখিত হয়েছে। এ শত্রুতাই তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের আসল কারণ।

---

## দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় আবু ত্ব-হা আদনানের সন্ধানের দাবি

তরুণ ইসলামি বক্তা আবু ত্ব-হা আদনানের সন্ধানের দাবিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ব্যানারে দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে মানববন্ধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে দিনাজপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের চিরিরবন্দরের রানীবন্দর সুইহারী বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন-মাওলানা ক্বারী আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা রাকিবুল ইসলাম ও মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, তরুণ ইসলামি বক্তা আবু ত্ব-হা আদনান তার তিনজন সঙ্গীসহ ৫ দিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছেন। তারা তার দ্রুত সন্ধান দাবি করেন।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে তরুণরা উনার সন্ধানের দাবি জানিয়েছে।

এদিকে উনার পরিবারের অভিযোগ দেশের প্রশাসন এব্যাপারে তাদের কোন সহযোগিতা করতে রাজি নয়। নিখোজ হওয়ার পর থেকে কোন ভূমিকাও পালন করে নি।

উল্লেখ্য, বিগত বেশ কিছু দিনে দেশের শত শত উলামায়ে কেরাম ত্বাগুত বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। এখনও হচ্ছেন।

---

## সোমালিয়া | তুর্কি সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার শহিদী হামলা, ৯০ সেনা হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানীতে দখলদার তুরস্কের একটি সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলা ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯০ এরও বেশি সেনা নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আজ ১৫ জুন মঙ্গলবার পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন আল-কায়েদা মুজাহিদ। সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত দখলদার তুরস্কের একটি সামরিক ঘাঁটিতে এই অভিযানটি চালানো হয়েছিল। যার ফলে প্রশিক্ষকসহ কমপক্ষে ৪০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্র আরো জানায় যে, হামলার সময় তুরস্কের কমান্ডোরা ছাড়াও তাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালিয়ার স্পেশাল ফোর্স নামক অথর্ব 'গরগর' বাহিনীর সৈন্যরা উপস্থিত ছিল। হামলার সময় গরগর ফোর্সের সেনারা দখলদার তুর্কি বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

---

## ১৫ই জুন, ২০২১

### প্রথমবারের মত 'এইচটিএস'এর কারাগারে কাটানো দিনগুলো নিয়ে মুখ খুললেন সাংবাদিক বিলাল আব্দুল কারিম

কারাগারে কয়েক মাস বন্দী জীবন কাটানোর পর প্রখ্যাত সাংবাদিক বিলাল আব্দুল কারিম প্রথমবারের মতো বন্দী জীবন সম্পর্কে মিডিয়ায় কথা বলেছেন। এর আগে তিনি হায়াত তাহরিরুশ-শাম (এইচটিএস) কর্তৃক সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে গ্রেফতার হন।

মধ্যপ্রাচ্যে ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম মিডিল ইস্ট আইয়ে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক বিলাল এইচটিএসের নেতা আবু মুহাম্মাদ আল জুলানিকে শাসনের পক্ষে অযোগ্য উল্লেখ করে কারাগার সম্পর্কে মিডিয়ায় তাদের মিথ্যাচারের অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, জুলানি মার্কিন পিএসবি নেটওয়ার্কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এইচটিএস কর্তৃক কারাগারে বন্দী নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারিতে মুক্তির পর থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বিলালের সাংবাদিকতা ও সামাজিক মাধ্যমে আগমন এইচটিএস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বিলাল উল্লেখ করেন দলটির বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি নিজেই নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলছেন, যদিও তিনি এইচটিএস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে বর্তমানে দূরে অবস্থান করছেন।

উল্লেখ্য, এইচটিএস হচ্ছে সিরিয়ায় বিদ্রোহী দলগুলোর একটি সম্মিলিত জোট, যারা ২০১৭ সাল থেকে সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। সিরিয়ায় দশক ধরে চলমান গৃহযুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে বর্তমানে এইচটিএস গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিবেচ্য।

সাংবাদিক বিলাল মিডিল ইস্ট আইকে বলেন, গত আগস্ট, ২০২০ সালে গ্রেফতারের পর থেকে ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে একাকী সেলে তাকে বন্দী রাখা হয় ও শারিরীক নির্যাতনের হুমকি দেয়া হতো। তিনি প্রতিনিয়ত তার পাশের সেলগুলোতে অন্যান্য বন্দীদের উপর নির্যাতনের শব্দ শুনতেন।

তিনি বলেন,"সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই আমি আমার থেকে কয়েক মিটার দূরে নির্যাতনের আত্মচিৎকার শুনতে পেয়েছি। কারাগারের অন্যান্য বন্দীরাও নির্যাতনের একই রকম শব্দ শুনতে পেতো।"

"সংক্ষেপে বলতে গেলে, আবু মুহাম্মাদ আল জুলানি, তার দেয়া সাক্ষাৎকারে নির্যাতনের বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন।"

সাংবাদিক বিলাল আব্দুল কারিম ২০১২ সাল থেকে সিরিয়ার সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলের সংবাদ পবিবেশন করে আসছেন। প্রত্যক্ষ সংবাদ সংগ্রহের জন্য ২০১৪ সালে তিনি সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছেন। স্বপ্রতিষ্ঠিত অন দ্যা গ্রাউন্ড নিউজের পাশাপাশি সাংবাদিক বিলাল সর্বাধিক প্রচারিত আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন, বিবিসি, স্কাই নিউজেও সাংবাদিকতা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম মিডিল ইস্ট আইয়েও সংবাদ পরিবেশনে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

https://ibb.co/nrXh2Wb

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় আলেপ্পোর চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিশ্ববাসীর নিকট বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে তিনি বিখ্যাত।

সাংবাদিক বিলাল মিডিল ইস্ট মনিটরকে জানান, এইচটিএস কর্তৃক কারাগারে বন্দীদের উপর নির্যাতনের উদ্বেগ জানিয়ে সংবাদ করায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সাহায্য কর্মী তাওকীর শরীফকে আটক করে এইচটিএস হেফাজতে টায়ারের সাথে বেঁধে পেটানোর সংবাদ পরিবেশন করায় তিনি এইচটিএসের রোষানলে পড়েন।

বিলাল জানান,"গ্রেফতারের পর তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ও চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। কারাগারে জেরাকারী প্রতিদিন তাকে মারধরের হুমকি দিতো।"

সাড়ে চার মাস বন্দী করে রাখার পর কারা প্রহরীরা বিলালের নিকট আসে। তারা বিলালের চোখ বেঁধে ও হ্যান্ডকাফ পরিয়ে গাড়িতে তুলে অন্যত্র নিয়ে যায়। তারপর চোখ ও হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, "আপনার বিচার শুরু হতে চলেছে।"

"জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন দলগুলোর সাথে কারাগারে পরবর্তী ১২ মাস কাজ করার সাজা প্রদান করা হয়।"

এটি এমন সাজা ছিল, যা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উষ্কানি এবং মিথ্যার প্রকাশ ও প্রচার- যা প্রমাণ বা প্রমাণ ছাড়াই প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করে।

কয়েক সপ্তাহ পরে সমস্ত সাজার ধরণ দেখে বিলালের হাসি দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তিনি বলেন,"আমি তোমাদের পক্ষে কৌতুক লিখতে পারবো না। এখানে কোন ন্যায়বিচার নেই। এটা ইসলামী সুবিচার কিংবা সেক্যুলার বিচারও নয়। এটা আদৌ কোন বিচারই নয়।"

বন্দীকালীন সময়ের প্রথম দিকে সাংবাদিক বিলালকে তার সাংবাদিকতার দরুন বিবৃতির মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়ার শর্তে মুক্তির প্রত্যাশা দেয়া হয়েছিল। তিনি তা অস্বীকার করেন এবং পরবর্তী ১২ মাসের বন্দী জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন। অবশেষে ১৭ ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি লাভ করেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন চ্যানেল পিবিএস-এর ফ্রন্টলাইন অনুষ্ঠানে হাইয়াতু তাহরীরুশ শাম দলের নেতা আবু মুহাম্মাদ আল-জুলানিকে নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার হয়।

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/the-jihadist/

৫৪ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে জুলানি এবং তার দলকে আল-কায়েদা ও আইএসের মতো দলগুলোর বিপরীতে একটি তুলনামূলক মডারেট দল এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর সম্ভাব্য মিত্র হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। জুলানি এ অনুষ্ঠানে বলে সে আমেরিকাসহ পশ্চিমা শক্তিগুলোর সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক। একজন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের ব্যক্তিও সিরিয়াতে সম্ভাব্য মিত্র হিসাবে জুলানির কথা উল্লেখ করে। অনুষ্ঠানে বলা হয় জুলানি এবং তার দল ২০১৭ থেকে আসাদের বিরুদ্ধে ফ্রন্টলাইনগুলো নিস্ক্রিয় রেখেছে এবং তুরস্ককে তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলে ঢুকতে দিয়েছে। যার ফলে সিরিয়াতে রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় এক ধরণের তুলনামূলক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে। সম্ভবত ওয়াশিংটনে তুরস্কের লবিগুলোর মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

---

## কাবুল বাহিনীকে চাপে রেখে আরও ছয়টি জেলা বিজয় করে নিয়েছেন  তালিবান

আফগানিস্তানের মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনী থেকে গত ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে আরো ৬টি জেলা কেন্দ্র বিজয় করে নিয়েছে তালিবান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন কাবুলের পুতুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের মধ্যে ভয় আর আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে তালিবান মুজাহিদিন কোন জেলায় অভিযান শুরু করা মাত্রই মুরতাদ সেনারা ক্রমাগত জেলা এবং সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাচ্ছে।

তালিবান মুজাহিদিন তাদের ক্রমাগত এই বিজয় অভিযানের মাধ্যমে গত ১৪ মে সোমবার দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার লড়ায়ে কাবুল বাহিনী থেকে ৬টি জেলা বিজয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

জেলাগুলো হলো-

১) সারিপুল প্রদেশের সাঈদ জেলা।

২) সারিপুল প্রদেশের গোসপান্দি জেলা।

৩) সারিপুল প্রদেশের সানচারক জেলা।

৪) উরুজগান প্রদেশের শোরা জেলা

৫) কুন্দুজ প্রদেশের খান-আবাদ জেলা।

৬) ফারাহ প্রদেশের আনার দানা জেলা।

এসব জেলায় অভিযানকালে তালিবান মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ১০৭ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ৫৯ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদগণ আটক করেছেন আরো ৫৪ কাবুল সৈন্যকে। অপরদিকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৭৫টি বিভিন্ন ধরণের সাঁজোয়া যান, অগণিত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ।

কাবুল সরকারের প্রাদেশিক কাউন্সিলরদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে এসব জেলা কেন্দ্রগুলি তালিবান কর্তৃক অবরুদ্ধ থাকায় এখানে কোন সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই সেনারা জেলা কেন্দ্র ও ঘাঁটিগুলো ছেড়ে চলে এসেছে, কেউ কেউ সাঁজোয়া যান, তাদের সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদও পেছনে ফেলে এসেছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা আরও বলেছিল যে, অনেক সেনা যারা পালানোর সময় পিছনে পড়ে গিয়েছিল, তাদের কী হয়েছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কাছে পরিষ্কার না।

---

## ভারতে আলজাজিরার সাংবাদিককে হিন্দুত্ববাদীদের প্রাণনাশের হুমকি

ভারতে ত্রাণে অনিয়ম নিয়ে আল জাজিরাতে একটি প্রতিবেদন লেখার পরে দেশটির বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী ও ব্যক্তির কাছ থেকে হুঁশিয়ারি ও প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত পাচ্ছেন রাকিব হামিদ নাইক নামে একজন মুসলিম সাংবাদিক।

তবে রবিবার (১৩ জুন) রাতে ওই মুসলিম সাংবাদিকের সমর্থনে আল জাজিরা একটি বিবৃতি জারি করে এবং বলিষ্ঠভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

বিবৃতিতে আল জাজিরা জানায়, তারা রাকিব হামিদ নাইকের সর্বোচ্চ মানের ত্রুটিহীন সাংবাদিকতার পাশে আছে এবং তাঁর পেশাদারি অবদানকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছে।

এর আগে গত এপ্রিল মাসে আল জাজিরাতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রাকিব হামিদ নাইক লিখেছিলেন, মার্কিন ফেডারেল সরকারের কোভিড ত্রাণ সে দেশের এমন কতগুলি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন পেয়েছে যারা ভারতের আরএসএসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনসহ আরও চারটি আমেরিকাভিত্তিক সংস্থা এভাবে প্রায় ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সোয়া ছয় কোটি রুপি) পেয়েছে বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল। এরপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই সাংবাদিক বিভিন্ন ধরনের হুমকি পেতে শুরু করেন।

রাকিব হামিদ নাইক বর্তমানে আমেরিকাতে আছেন। তিনি সে দেশের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছেও রিপোর্ট করেছেন যে তাকে নিয়মিতভাবে হত্যা করারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া তিনি টুইটারে বেশ কয়েকটি আক্রমণাত্মক টুইটের স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন। যেখানে তাকে জিহাদি, সন্ত্রাসবাদী বা হিন্দুবিদ্বেষী বলে গালিগালাজ করা হয়েছে।

যেমন, শ্রীরামের কাঠবিড়ালি অ্যাকাউন্ট থেকে একজন লিখেছেন, রাকিব নাইক ও তার পরিবারের সকলের ভিসা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র কার্যালয়কে ট্যাগ করে তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, ভারতে রাকিব নাইকের পরিবারে কজন সন্ত্রাসবাদী আছে খুঁজে বের করে সবার চিকিৎসা করা হোক!

ম্যায় ভি সুশান্ত নামের আড়ালে আরও একজন লিখেছেন, এই রাকিব একজন ভারতীয় মুসলিম, যে হিন্দু করদাতাদের পয়সায়-চলা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছে – এখন তার লক্ষ্য হল ভারতে ইন্তিফাদা ২.০ আর খিলাফতের জমি প্রস্তুত করা!

হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী অধিকর্তা সুহাগ এ শুক্লাও তার ভেরিফায়েড সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে রাকিব নাইকের প্রতিবেদনটিকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন।

আল জাজিরার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রুগ্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে মহামারিতে কর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখতে পারে সেই জন্য নির্দিষ্ট মার্কিন ত্রাণ পাঁচটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের হাতে পৌঁছেছে। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন ছাড়াও ওখানে উল্লিখিত বাকি চারটি সংগঠন ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আমেরিকা, এ সকল বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন অব ইউএসএ, ইনফিনিটি ফাউন্ডেশন ও সেবা ইন্টারন্যাশনাল।

ওই প্রতিবেদনে হিন্দুজ ফর হিউম্যান রাইটস নামে আর একটি মার্কিন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সুনীতা বিশ্বনাথনকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল, এই পাঁচটি সংস্থার হাতে আমেরিকার সরকারি সহায়তা যাওয়ার অর্থ হল ভারতে মুসলিমসহ অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা। ওই পাঁচটি সংগঠনই যে হিন্দু আধিপত্যবাদী আরএসএসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করে, সেটি উল্লেখ করা হয়েছিল।

গত ৭ই মে তারিখে কলম্বিয়াতে মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের তরফে একটি মানহানির মামলা করা হয়, যাতে সুনীতা বিশ্বনাথনকেও অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাকিব হামিদ নাইকও মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তার অভিযোগে বলেছেন, নিছক পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের দ্বারা অনলাইন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

---

## ভারতে নামাজ পড়তে যাওয়া বৃদ্ধকে মারধর করে দাঁড়ি কেটে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা

ভারতের উত্তর প্রদেশের আবদুল সামাদ নামের এক বৃদ্ধ নামাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। তখন রাস্তা থেকে কয়েকজন হিন্দু যুবক তাকে নির্জন স্থানে তুলে নিয়ে যায়। এরপর মাধরর করা হয় এই মুসলিম বৃদ্ধকে। পরে 'জয় শ্রীরাম' 'বন্দে মাতারম'বলতে বললে তিনি অস্বীকার করেন। এ কারণে রাস্তায় ফেলে লাঠি দিয়ে পেটানো হয় তাকে। শুধু তাই নয়, এখানেই থামেনি তাদের নিপীড়ন। ওই মুসলিম বৃদ্ধের দাঁড়িও কেটে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

গত শনিবার (৫ জুন) উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের লোনিতে এ ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, ওই মুসলিম বৃদ্ধকে মসজিদ থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় অটো থেকে নামিয়ে জঙ্গলের কাছে একটি ঝুপড়িতে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। এরপর সেখানেই চলে অত্যাচার। ভিডিওতে দেখা যায়, ওই মুসলিম বৃদ্ধ হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করছেন। এরপরেও রেহাই মিলছে না সন্ত্রাসীদের হাত থেকে।

ভিডিওতে দেখা যায়, দু'জন আক্রমণ করেছে তাঁর ওপর। একজনের পরনে নীল টিশার্ট, ধূসর প্যান্ট, অন্য জন লাল প্যান্ট, কালো শার্ট। মূল আক্রমণকারীর নাম মালাউন প্রবেশ কুমার।

আবদুল সামাদ বলেন, 'লাল টিশার্ট পরা এক যুবক তার গলায় ছুড়ি রেখে "জয় শ্রীরাম" বলতে বাধ্য করে। তিনি ওই ধ্বনি দিতে অস্বীকার করলে দাড়ি কেটে নেওয়া হয়। এমন কী তাকে পাকিস্তানি চর বলেও কটাক্ষ করে ওই যুবকেরা।'

ওই ঘটনার আতঙ্ক এখনো কাটেনি আবদুল সামাদের। আতঙ্কিত ওই প্রৌঢ় কাঁপা কাঁপা গলায় তার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি বলেন, 'অটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই অটোতে আরও দুই যুবকও ওঠেন। তারা আমাকে জোর জবরদস্তি করে একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে মারধর করে। জোর করে স্লোগান বলতে বাধ্য করা হয়। দাড়ি কেটে নেওয়া হয়। এমন কী ওই যুবকেরা আমাকে বলেছিল, তারা এর আগেও একাধিক মুসলিমকে মারধর করেছে। খুন করতেও ভয় পায় না তারা।'

---

## পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি বেদুইনদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করল ইসরায়েল

অভিশপ্ত ইসরায়েলের সেনাবাহিনী যাযাবর বেদুইন জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোর তাবু ধ্বংস করে দিয়েছে। রোববার অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাইব গ্রামের কাছে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে মিডলইস্ট মনিটর।

দখলদার সন্ত্রাসী সেনারা সকালে ওই গ্রামে হামলা চালায়। এ সময় তারা ছয়টি বাড়ি ও গৃহপালিত প্রানীর খামার ঘর ধ্বংস করে।

স্থানীয়রা জানায়, ইহুদি সেনাবাহিনীর হাতে ধ্বংস হওয়া ঘরগুলোতে দু'টি পরিবারের ১৫ জন মানুষ বাস করতেন। এসব ফিলিস্তিনির বাড়িঘর ধ্বংস করা হলো ইসরায়েলের একটি বড় পরিকল্পনার অংশ। ইসরায়েলি পরিকল্পনার আওতায় বেদুইন সম্প্রদায়ের ওই এলাকাটিকে খালি করে ফেলা হবে, যাতে ইহুদি বসতি নির্মাণকারী ইসরায়েলের দখলদার কোম্পানিগুলোর সুবিধা হয়।

ফিলিস্তিনি সূত্রগুলো জানিয়েছে, 'গত এক বছরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ পূর্ব জেরুসালেম ও পশ্চিম তীর অঞ্চলে পাঁচ শ'র বেশি ফিলিস্তিনি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে।'

১৯৯৫ সালের 'অসলো' চুক্তি অনুসারে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীর আর পূর্ব জেরুসালেম অঞ্চলকে এ, বি ও সি নামে তিন ভাগে বিভক্ত করে।

পশ্চিম তীরের সি-এরিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। ওই এলাকায় তিন লাখ ফিলিস্তিনি বাস করেন। যেখানে অনেক বেদুইন পশুচারণবৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের বেশির ভাগই তাবু, ক্যারাভান ও গুহায় থাকেন।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেম অধিকৃত অঞ্চল। এসব অঞ্চলে ইহুদিরা জোরপূর্বক বসতি নির্মাণ সম্পূর্ণ বেআইনি। অথচ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন নতুন বসতি নির্মাণ করে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল।

সূত্র : মিডলইস্ট মনিটর

---

## ইসরায়েলি দখলদারিত্ব আগ্রাসন 'গোপন করে' মিডিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াগুলো ফিলিস্তিন সম্পর্কে যেসব খবর তুলে ধরে, তা নিয়ে খোলা চিঠি লিখেছেন দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত পাঁচ শতাধিক সাংবাদিক।

মার্কিন মিডিয়াগুলো ফিলিস্তিন নিয়ে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে ধরনের বিষয় তুলে আনে, চিঠিতে এর বিরুদ্ধে বলেছেন সাংবাদিকরা।

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ার খবর ফিলিস্তিন সংকটের মূল বিষয় 'ইসরায়েলের সামরিক দখলদারিত্ব এবং বর্ণবাদী আচরণকে অস্পষ্ট করে।'

চিঠিতে কয়েক দশক ধরে চলে আসা 'সংবাদিকতার এ অপব্যবহার' বন্ধের অনুরোধ জানানো হয়।

চিঠিতে সই করেছেন ৫১৪ সাংবাদিক। এর মধ্যে ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, লসঅ্যাঞ্জেলেস টাইমসের মতো সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টাররাও রয়েছেন।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ‘আমাদের গণমাধ্যমগুলো কয়েক দশক ধরে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার মূলনীতি লঙ্ঘন করে আসছে’।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে এ ধারা পরিবর্তন করার পাশাপাশি দশক ধরে চলে আসা সাংবাদিকতার এ অপব্যবহার বন্ধ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের দায়িত্ব রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়নের বিষয় একেবারেই স্পষ্ট এবং এটা লুকানোর কিছু নেই।

চিঠিতে এপ্রিলে প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়। ওই রিপোর্টে বলা হয়, ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ যে ধরনের ‘বর্ণবাদী আচরণ এবং নির্যাতন চালাচ্ছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।’

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

---

## ১৪ই জুন, ২০২১

### ইয়ামান | আল-কায়েদার হামলায় ৪ হুথি সেনা হতাহত

ইয়ামানে মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের উপর আল-কায়েদা মুজাহিদদের পরিচালিত সফল এক হামলায় ৪ সেনা হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার অফিসিয়াল 'আল-মালাহিম' মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত শনিবার ইয়ামানের বায়দা শহরে মুরতাদ শিয়া হুথিদের ৪ সৈন্যকে লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছিলেন আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের সফল এই হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আরেক সৈন্য গুরুতর আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার রহমতে অভিযানে কোন মুজাহিদ হতাহতের শিকার হননি। আলহামদুলিল্লাহ্।

---

### কাবুল বাহিনী থেকে আরো চারটি জেলা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিদিনই কাবুল বাহিনী থেকে একের পর এক জেলা বিজয় করেই চলছেন।

এরই ধারাবাহিতায় গত ১৩ জুন রবিবার ভোরে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিনরা ঘোর প্রদেশের সাঘার জেলা বিজয় করেন।

তালিবান মুজাহিদগণ কাবুল প্রশাসনের পুলিশ ও ভাড়াটে সৈন্যদের হটিয়ে জেলাটির প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ সদর দফতর ও জাতীয় নিরাপত্তা অধিদপ্তর সহ সবগুলো নিরাপত্তা চৌকি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এ সময় ১০ কাবুল সৈন্য মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুজাহিদগণ জেলাটি বিজয়ের পর ট্যাংক, যুদ্ধযান, অস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

একই দিন সন্ধ্যায় তালিবান মুজাহিদিন হেরাত প্রদেশের কেন্দ্রীয় ওবা জেলা বিজয় লাভ করেন। জেলাটির পুলিশ কেন্দ্রীয় দপ্তর সহ সকল প্রশাসনিক অবকাঠামো মুজাহিদদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

জানা যায়, তালিবান মুজাহিদরা জেলাটি মুক্তকরণ অভিযানে পরিচালনা করলে কাবুল প্রশাসনের পুলিশ ও ভাড়াটে সৈন্যরা ভয়ে জেলাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখান খেকেও মুজাহিদিনরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধযান ও গোলাবারুদ গণিমত লাভ করেছেন।

তাছাড়াও ঐদিন তালিবান মুজাহিদগণ সারপাল প্রদেশের সায়াদ জেলা বিজয় করে নিয়েছেন। জেলা কার্যালয়, পুলিশ সদর দফতর, গোয়েন্দা অফিস সহ সকল ঘাটি ও নিরাপত্তা চৌকি মুজাহিদরা কাবুল সৈন্যদের হটিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

জানা যায় যে, সায়াদ জেলায় মুজাহিদদের অভিযানকালে শত্রু সৈন্যরা বিমান হামলা চালিয়েছিল। এতে তালিবান মুজাহিদদের একটি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায় ও দু'জন মুজাহিদ ভাই শাহাদাত লাভে ধন্য হন।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ জুন সোমবার, উরুজগান প্রদেশের চরা জেলা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদরা বিজয় লাভ করেন। জেলাটির প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রশাসনিক অবকাঠামোসহ ১৪ টি নিরাপত্তা চৌকি ও ঘাটি মুজাহিদদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

জানা যায়, জেলাটি মুক্তকরণ অভিযান কালে কাবুল প্রশাসনের এক ভাড়াটে কমান্ডার নিহত হয়েছে। এছাড়াও তালিবান মুজাহিদিনরা ১২ কাবুল সৈন্যকে আটক করেছেন।

---

## আবারো দিল্লির রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দিল্লির এক রোহিঙ্গা ক্যাম্প সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থিত এ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন লাগার ফলে কয়েক শ' মানুষ গৃহহীন হয়েছেন।

স্থানীয় সময় শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন দ্রুত সমগ্র রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত মদনপুর খাদার এলাকায় অবস্থিত এ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৫৫টি জীর্ণ আশ্রয়কুটির ছাইয়ে পরিণত হয়। তবে আগুনে পুড়ে কেউ নিহত বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

২০১৮ সালে আগুনে পুড়ে ছাই হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল।

আগুন পুরো রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে বিধ্বস্ত করেছে। ৫৫ রোহিঙ্গা পরিবারের ঘর এ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায়। এ অগ্নিকাণ্ডের সময় আকাশ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। এ সময় শরণার্থীরা নিরাপত্তার জন্য দ্রুত বের হয়ে যান ও সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন।

ভারতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রাখার জন্য আলাদা কোনো জায়গা তৈরি করা হয়নি। জম্মু, দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। যদিও এসব মুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে শুরু থেকেই নেতিবাচক ভারত সরকার। এমনকি বসবাসের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হয়নি।

দিল্লির রোহিঙ্গা শিবিরের অবস্থাও অস্বাস্থ্যকর। উপায় না থাকায় সেখানেই বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন শরণার্থীরা। সম্প্রতি জম্মু থেকে বেশ কিছু রোহিঙ্গা সেখানে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্প থেকেও পাঠানো হয়েছে কিছু শরণার্থীকে। এর মধ্যেই আশ্রয় শিবিরটিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

মদনপুর খাদার শরণার্থী শিবিরে এর আগেও আগুন লেগেছে। তখন অভিযোগ উঠেছিল, রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক রোহিঙ্গা শিবিরের এক বাসিন্দা ডয়েচে ভেলেকে জানান, জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য শনিবার সকালে একদল লোক তাদের ওখানে গিয়েছিল। সেই রাতেই আগুন লাগে। বস্তুত, ক্যাম্পের জায়গা ফাঁকা করার চেষ্টা চলছে অনেক দিন ধরেই।

এ অবস্থায় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রশ্ন, শরণার্থী শিবির তুলে দিলে আশ্রিত রোহিঙ্গারা কোথায় যাবেন? তাদের কি ডিটেনশন ক্যাম্পে নেয়া হবে?

সম্প্রতি জম্মুতে বেশ কিছু রোহিঙ্গাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে।

---

## চারদিনেও খোঁজ মেলেনি ‘আলোচিত তরুণ বক্তা’ মুহাম্মদ আদনানের

গত চার দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচিত ইসলামী বক্তা আবু ত্ব-হা মুহাম্মদ আদনানের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রংপুর থেকে ঢাকায় আসার পথে নিখোঁজ হয়েছেন ইসলামী বক্তা আবু ত্ব-হা মুহাম্মদ

আদনান। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে নিখোঁজ রয়েছেন বলে তার পরিবার অভিযোগ করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নিখোঁজ হবার সময় তার সাথে গাড়িচালকসহ আরো তিনজন সহকর্মী ছিলেন।

সেই তিনজন সহকর্মী এবং গাড়িটিরও কোনো খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করছেন আদনানের পরিবার। আদনানের নিখোঁজ হওয়ার তথ্য জানিয়ে দারুসসালাম এবং মিরপুর থানায় গেলে কোন থানাই সাধারণ ডায়েরি বা মামলা গ্রহণ করেনি বলেও অভিযোগ করছেন তার পরিবার।

আবু ত্ব-হা মুহাম্মদ আদনানের স্ত্রী সাবেকুন নাহার বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, আবু ত্ব-হা মুহাম্মদ আদনান বৃহস্পতিবার দুপুরে রংপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি বলেন, রাত ২টা ৩৭ মিনিটে তার (মি. আদনান) সাথে শেষ কথা হয়, তিনি তখন বলেছেন কাছাকাছি চলে আসছেন।

উনি তখন গাবতলী ছিলেন। এরপর রাত তিনটা থেকে তার ফোন বন্ধ পাই, এখনো পর্যন্ত নম্বর বন্ধই পাচ্ছি। তিনি বলেছেন, নিখোঁজ হবার সময় তার সাথে গাড়িচালকসহ আরো তিনজন সহকর্মী ছিলেন।

তিনি বলেছেন, স্বামীর নিখোঁজ হবার বিষয় নিয়ে শুক্রবার বিকেলেই পুলিশের শরণাপন্ন হন তারা। কিন্তু গাবতলী সংলগ্ন দারুসসালাম থানা কিংবা মিরপুর থানা কেউই মামলা গ্রহণ করেনি।

সাবেকুন নাহার অভিযোগ করেন, থানায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। কোন থানাই দায়িত্ব নিচ্ছে না, এক থানা আরেক থানাকে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আবু ত্ব-হা মুহাম্মদ আদনানের পরিবারের অভিযোগের বিষয়ে দারুসসালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফায়েল আহমেদ বলেন, কোন সাধারণ ডায়েরি বা মামলা গ্রহণ করেননি তারা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নিখোঁজ ব্যক্তিকে অনুসন্ধানের জন্য পুলিশের আলাদা কোন বিভাগ নেই।

---

## টেকনাফের নাফনদীর তীরে ভিড়লো দুই শিশুসহ এক নারীর মরদেহ

কক্সবাজারের টেকনাফের নাফনদীর তীর থেকে দুই শিশুসহ এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহগুলো মা-সন্তান ও রোহিঙ্গা নাগরিক বলে ধারণা করা হচ্ছে। শনিবার (১২ জুন) দুপুরে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলার মৌলভীবাজার সীমান্তের নাফ নদীর তীর থেকে তাদের মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের ধারণা, মৃতদেহ পাওয়া তিনজনই রোহিঙ্গা। নাফ নদী পার হতে গিয়ে হয়তো তাদের মৃত্যু হতে পারে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প কেন্দ্রীক অসমর্থিত একটি সূত্র মতে, নিহতরা রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১১ (বালুখালী)'র বাসিন্দা জানে আলমের স্ত্রী-সন্তান। জানে আলমের পরিবার শুক্রবার রাতে সবার অগোচরে নৌকা যোগে মিয়ানমার পার হতে

গিয়ে নৌকা ডুবিতে স্ত্রী-সন্তান মারা গেছে। তার পরিবারের ৫ সদস্যের মাঝে তিনজনের মরদেহ পাওয়া গেলেও অপর দুজন এখনো নিখোঁজ। মো. জানে আলমের বাবার নাম মো. রশিদ। তিনি ক্যাম্প-১১ এর ব্লক-সি-১৫ বাসিন্দা এবং এফসি নং-১৯৯২৬৩।

---

## কুষ্টিয়ায় মালাউন পুলিশের প্রকাশ্য গুলিতে ৩ মুসলিম নিহত

কুষ্টিয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে এক মুসলিম দম্পতি ও তাদের শিশু সন্তানকে গুলি করে হত্যা করেছে মালাউন পুলিশ সৌমেন রায়। রোববার (১৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে শহরের কাস্টম মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- শাকিল (২৮), আসমা (২৫) এবং রবিন (৫)। তাদের মধ্যে শাকিল বিকাশের ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অফিসার পদে (ডিএসও) চাকরি করতেন।
শিশুসহ তিনজন মুসলিমকে হত্যাকারী হিন্দু সৌমেন রায় খুলনার ফুলতলা থানায় সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) হিসেবে কর্মরত আছে।

হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল সোয়া ১১টার দিকে শহরের কাস্টমস মোড় এলাকায় প্রকাশ্যে শাকিল, আসমা এবং রবিনকে গুলি করে সৌমেন রায়। এ সময় স্থানীয় জনগণ ও ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে সৌমেন রায়কে অস্ত্র ও গুলিসহ আটক করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক আমানুর আমান বলেছেন, সেখানে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে নিহত তিনজনকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। ''একপর্যায়ে তারা দুইদিকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। ছয় বছরের ছোট বাচ্চাকে নিয়ে পুরুষ লোকটি দৌড়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বাচ্চাটিকে বের করে এনে প্রকাশ্যে পিস্তল ঠেকিয়ে চারটি গুলি করা হয়। এরপর কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে গুলি করে।''

''শিশুটির মা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। তখন তাকেও গুলি করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।''

---

### ১৩ই জুন, ২০২১

## পাকিস্তানে পাক-তালিবানের হামলায় ৪ মুরতাদ সদস্য নিহত, একটি গাড়ি ধ্বংস

পাকিস্তানের খাইবার এজেন্সিতে ফ্রন্টিয়ার কনস্টেবুলারি গাড়িতে টিটিপির সফল বোমা হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ জুন শনিবার, পাকিস্তানের খাইবার এজেন্সীতে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের ফ্রন্টিয়ার কর্পস এর একটি গাড়ি পাক-তালিবান মুজাহিদদের মাইন হামলার শিকার হয়েছে। এতে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত ও আরো বেশ কিছু মুরতাদ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। বিস্ফোরণে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, পাকিস্তানের খাইবার অঞ্চলের 'বারা' জেলার "মালিক দীন খেল কোহি চক" এলাকায় মুজাহিদগণ উক্ত হামলাটি চালিয়েছেন। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন ফ্রন্টিয়ার কর্পস এর একটি গাড়ি "শুরদানদি ক্যাম্প" থেকে "শাহ কামিন" ঘাঁটিতে সেনাদের রসদপত্র পরিবহণ করছিল।

টিটিপির মুজাহিদিনরা খবর পেয়ে আগে থেকেই মাইন সেট করে রাখেন এবং মাইনের আওতায় গাড়িটি আসার সাথে সাথেই মাইন বিস্ফোরণ ঘটান।

---

## পাকিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্ট ও গাড়িবহরে টিটিপির ২টি বীরত্বপূর্ণ হামলা

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন ও উত্তর ওয়াযিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনবাহিনীর চেকপোস্ট ও গাড়িবহরে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১১ জুন শুক্রবার, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখো এর দির জেলার মায়দান এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি চেকপোস্টে ভারী ও হালকা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিনরা। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হলেও তার স্পষ্ট কোনো পরিসংখান জানা যায়নি।

একই দিন উত্তর ওয়াযিরিস্তানের গারিওম অঞ্চলের দাককা এলাকায় সেনাবাহিনীর রসদপত্র সরাবরাহকারী গাড়িবহর মুজাহিদিনদের মাইন হামলার শিকার হয়।

ফলশ্রুতিতে, ২ মুরতাদ সেনা নিহত ও ১ সেনা সদস্য আহত হয়।

---

## খোরাসানে তালেবান মুজাহিদিন কর্তৃক তালাক জেলা বিজয়

আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের তালাক জেলার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ জুন শনিবার দুপুর ১১টা নাগাদ ঘোর প্রদেশের তালাক জেলার পুলিশ প্রধান ও আর্মি কমান্ডার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সদলবলে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়েছে।

তাদের এই আত্মশুদ্ধির ফলে, তলাক জেলার প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ সদর দফতরসহ বিভিন্ন অবকাঠামো তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, কাবুল সৈন্যদের আত্মসমর্পণের পূর্বে জানবাজ মুজাহিদরা শুক্রবার রাতে জেলাটির প্রধান ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছিলেন। এতে কাবুল বাহিনীর কমান্ডার ফজল আহমদ ও নিরাপত্তা পরিচালক শারাফুদ্দিন সহ বহু সৈন্য হতাহত হয়।

উল্লেখ্য অপারেশনে মুজাহিদরা ৮ জন কাবুল সৈন্যকে আটক করেছেন। এবং এসময় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

---

## খোরাসানে তালেবান মুজাহিদদের হাতে সজমা কালা জেলা বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তালেবান মুজাহিদিনরা সার-ই-পল প্রদেশের সজমা কালা জেলা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

জানা যায়, গত ১১ জুন শুক্রবার দুপুর ৩টা নাগাদ কাবুল বাহিনীর ৬০ জনের অধিক সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এর আগে জানবাজ মুজাহিদরা জেলাটির নিকটে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি ও অবশিষ্টাংশ দখল করে নেন। ফলে সজমা কালা জেলার প্রশাসনিক কার্যালয় মুজাহিদদের আওতায় চলে আসে।

জেলাটি মুক্তকরণ অভিজানকালে কাবুল সৈন্যরা ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। বাঘাউয়ি এলাকার মূল ঘাটিতে মুজাহিদদের অভিযানকালে বহু কাবুল সৈন্য হতাহত ও আটক হয়েছে।

সার-ই-পলে তালেবান মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের ফলে কাবুল সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ঘাটি ও চৌকি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

---

## পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা

পশ্চিমতীরে মুহাম্মাদ সাঈদ হামায়েল নামে ১৫ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনারা।

শুক্রবার (১১ জুন) পশ্চিমতীরের নাবলুস শহরের বেইতা এলাকায় ইহুদি দখলদারিত্ব ও বর্বতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করতে গেলে ওই কিশোরকে গুলি করে হত্যা করে ইহুদিবাদী সেনারা।

ফিলস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানায়, বিক্ষোভ মিছিলে ইহুদি সেনাদের হামলায় ৯৫ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১১ জন তাজা গুলিতে বিদ্ধ হন। তাদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, নাবলুস শহরের বেইত দাজান এলাকায় ইহুদি বসতি নির্মাণের বিরুদ্ধে মিছিল বের করলে সেখানেও রাবার বুলেট ও শ্বাস বন্ধকারী টিয়ার গ্যাস দিয়ে হামলা চালায় ইহুদিবাদী সেনারা। ওই হামলায় অন্তত আট ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

---

## ফিলিস্তিনি নারীকে গুলি করে হত্যা, রাস্তায় ফেলে রাখে কুকুরের মতো

জেরুসালেমের কাছে একটি চৌকিতে এক ফিলিস্তিনি নারীকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলি সিকিউরিটি গার্ড।

শনিবার (১২ জুন) এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ২৮ বছর বয়সী ওই নারী জেরুসালেমের উত্তরে কলান্দিয়া চেকপয়েন্টে ইসরায়েলি বর্বরতার শিকার হন। দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনি এই নারীকে গুলি করে রাস্তায় কুকুরের মতো ফেলে রাখে।

এর আগে, শুক্রবার (১১ জুন) অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের সময় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে মুহাম্মদ সাঈদ হামাইল (১৫) নামে এক কিশোর শহীদ হয়েছেন। এসময় ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণে আরও ৯ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহত হয়েছিলেন আরও ৯৫ জন ফিলিস্তিনি। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে এটাই স্পষ্ট যে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির নামে নতুন করে আগ্রাসন শুরু করছে।

---

## ফিলিস্তিনি বন্দীদের উপর ইসরায়েলের নির্মম নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ

দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর ইহুদিবাদী কারারক্ষীদের নির্মম নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ করেছে দেশটির দৈনিক সংবাদমাধ্যম হারেৎজ। ভিডিওতে মোট ৫৫ জন ফিলিস্তিনি বন্দীর উপর ১০ জন ইসরায়েলি কারারক্ষীর নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য দেখা যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, দখলদার পুলিশ ফিলিস্তিনি বন্দীদের লাথি, ঘুষি ও লোহার তৈরি কারাগারের বিশেষ লাঠি দিয়ে মেরেই চলেছে। নির্যাতনের মাত্রাতিরিক্ততায় তারা মাটিতে কুঁজো এবং মুষড়ে পড়ে থাকলেও তারা তাদের পিটাচ্ছে! ফিলিস্তিনি কয়েদিদেরকে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুঁজো হয়ে থাকতে এবং আওয়াজ না করার জন্য বাধ্য করতেও দেখা যায়।

জানা যায়, ভিডিওটি দখলদার বাহিনীর একটি কারাগারের সিকিউরিটি ক্যামেরায় ধারণকৃত। নির্যাতনের দৃশ্যটি ২০১৯ সালের ২৪ মার্চের। যা পরবর্তীতে হামাস সংশ্লিষ্ট ৫৫ জন ফিলিস্তিনি নামে নথিভুক্ত করে সংরক্ষণ করে রেখেছিল দখলদার পুলিশ।

অমানবিক এ নির্যাতনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের নেগেভ কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করে, কয়েকজন কারারক্ষী তাদের ইউনিটে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলো। কারণস্বরূপ দুজন ইসরায়েলি অফিসারকে ফিলিস্তিনি বন্দীরা ছুরিকাঘাত করেছিল বলে জানায়। এ ঘটনায় কারাগারে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার কথা বললেও সিকিউরিটি ক্যামেরায় ধারণকৃত সেদিনকার ভিডিও ফুটেজে এমন কোনো ঘটনাই পরিলক্ষিত হয়নি বলে উল্লেখ করেছে হারেৎজ।

সেদিনকার রাতে কারাগারে নির্যাতিত এক ফিলিস্তিনি জানায়, কারারক্ষীরা তাঁকে ৭ থেকে ৮ বার ক্ষণে ক্ষণে লোহার তৈরি কারাগারের বিশেষ লাঠি (আয়রন ব্যাটন) দিয়ে অনবরত মেরেছে।

হত্যার অভিযোগে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত আরেক ফিলিস্তিনি বন্দী আলী দা'আনা বলেন, আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও মুখোশধারী কারারক্ষীরা আমাকে অনবরত পিটিয়েছে। আমি দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত বললেও তারা নির্যাতন না থামিয়ে পিটাতে পিটাতে বলছিলো এটা কোনো ব্যাপার না!

প্যালেস্টিনিয়ান প্রিজনারস সোসাইটির তথ্যমতে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা প্রায় ৯৫ শতাংশ ফিলিস্তিনিই তাদের কারাজীবন ও জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন নির্মম নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের শিকার হোন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সনে অবৈধভাবে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড দখলের পর নিজেদেরকে রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেয়া ইসরায়েল শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৮ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে কারারুদ্ধ করেছে বলে জানা যায়। যাদের মধ্যে ৪ হাজার ৫ শত জন এখনো বিভিন্ন অভিযোগে কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছেন। সাড়ে তিন শতাধিক ফিলিস্তিনি কোনো মামলা মুকাদ্দামা ও অভিযোগ ছাড়ায় কারা নৃশংসতার শিকার হচ্ছেন।

সূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর।

## কাশ্মীরে পুলিশের উপর গেরিলা যোদ্ধাদের হামলা; মালাউন বাহিনীর অভিযানে ২ মুসলিম নিহত

করোনা মহামারির মধ্যেই আবারো উত্তপ্ত ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীর। অঞ্চলটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাধীনতাকামীদের হামলা। শনিবার (১২ জুন) কাশ্মীরের সোপর শহরে পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় অস্ত্রধারীরা। পরে মালাউন বাহিনীর বেপরোয়া অভিযানে মারা যান দুই বেসামরিক নাগরিক। আহত হন আরো তিনজন। পরে বর্বর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ করে কয়েকশ' মানুষ।

শনিবার কাশ্মীরের সোপর শহরে মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বের করে স্থানীয় নাগরিকরা। পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। এর আগে শনিবার বিকেলে মালাউন বাহিনীর টহল গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায় অস্ত্রধারীরা।

পরে অভিযানের নামে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় পুলিশ। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

কাপুরুষ মালাউনরা হামলাকারীদের ধরতে না পারলেও নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যার সমালোচনা করেন তারা। কয়েকজন জানান, আমরা এক সাথে রাস্তার পাশে বসে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে পুলিশ এসে গুলি করা শুরু করে। এতে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যান।

পরে আরেকজন দৌঁড়ে প্রাণে বাচার চেষ্টা করলে তাকেও লক্ষ্য করে গুলি করা হয়।কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়ার পর লকডাউনের মধ্যেই হঠাৎ করে মালাউন বাহিনী ও সন্ত্রাসী দল বিজেপির রাজনীতিবিদদের ওপর বেড়ে গেছে অতর্কিত হামলা। এর আগে গেল সপ্তাহে কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় যোদ্ধাদের হামলায় এক বিজেপি নেতা নিহত হয়।

---

## সিরিয়া | আসাদ বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদদের 'জিলজাল' ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত

সিরিয়ায় আল-কায়েদা সমর্থক দলগুলোর অন্যতম 'আনসারুত-তাওহীদ' তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি 'জিলজাল' ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইদলিবের দক্ষিণে হাজারিন অঞ্চলে দখলদার রাশিয়া এবং কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া আসাদ সরকারি বাহিনীর অবস্থানগুলোতে আঘাত হানছেন।

জিলজাল ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর বিস্ফোরকের ভালো প্রভাব রয়েছে। আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিনকে পূর্বেও রাশিয়া এবং বাশার আল-আসাদ সরকারি বাহিনীর অবস্থানগুলোকে লক্ষ্য করে এ ধরনের ভারী ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করতে দেখা গেছে।

## খোরাসান | কাবুল বাহিনী থেকে আরো ২টি জেলা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন দাইকুন্দি প্রদেশ ও বদাখশান প্রদেশের আরো ২টি জেলা শত্রু মুক্ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

গত ১১ জুন শুক্রবার, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এক প্রতিবেদনে জানায়, তালেবান মুজাহিদরা আফগানিস্তানের দাইকুন্দি প্রদেশের পাতো জেলার কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যালয়, জেলা পুলিশ দফতর, গোয়েন্দা অধিদপ্তর সহ সকল নিরাপত্তা চৌকি ও অবকাঠামো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

জানা যায়, তালিবান মুজাহিদরা পাতো জেলা মুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা করলে তীব্র আক্রমণের ফলে কাবুল সৈন্যরা মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়ে জেলাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

একই দিনে তালিবান মুজাহিদরা বদখশান প্রদেশের আরঘাঞ্জ কাহওয়া জেলাও কাবুল বাহিনী থেকে বিজয় করতে সক্ষম হয়েছেন। মুজাহিদরা এসময় জেলাটির প্রশাসনিক ভবন ও ৫ টি নিরাপত্তা চৌকির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

মুজাহিদগণ জেলাটি বিজয়কালে কমপক্ষে ১০ কাবুল সৈন্যকে নিহত করেছেন ও অন্তত ৬ পুতুল সেনাকে অস্ত্রসহ আটক করেছেন। এছাড়াও মুজাহিদরা ৩ টি ট্যাংকসহ বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

---

## সৌদিতে মাহরাম ব্যতীত নারীদের একাকি বসবাসের অনুমতি দিয়েছে প্রিন্স সালমান

বিতর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য বিখ্যাত প্রিন্স সালমান এবার রাষ্ট্রের ইসলামি শরিয়াহকে উপেক্ষা করে জাজিরাতুল আরবের ভূমিতে অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত কিংবা বিধবা সব প্রকারের নারীদের পরিবারের মাহরাম বা অভিভাবক ব্যতীত একাকী বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে।

গত ১০ জুন বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা, মিডিল ইস্ট মনিটর জানায়, সৌদিআরবের বিতর্কিত প্রিন্স সালমান দেশটির শরিয়া আদালতের ১৬৯ অনুচ্ছেদের বি ধারাটির বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। ফলে সৌদিআরবে নারীরা এবার মাহরাম বা অভিভাবক ব্যতীত পৃথক আবাসনে একাকী বসবাসের সুযোগ পাচ্ছেন।

তাছাড়াও এখন থেকে জেল ফেরত অপরাধী নারীদেরও পূর্বের ন্যায় বৈধ অভিভাবক বা মাহরামের নিকট তুলে দেয়ার নীতি সৌদিতে আর বহাল থাকছে না।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে প্রিন্স সালমান প্রশাসন ১৮ বয়সোর্ধ সৌদি নারীদের অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত পরিচয়পত্রে নিজেদের নাম পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছে।

তাছাড়াও প্রিন্স সালমান ২০১৯ সালে ২১ বয়ষোর্ধ সৌদি নারীদের পাসপোর্ট করে অবাধে বিদেশ ভ্রমণের আইন পাশ করেছিল।

আরো উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকে সৌদিআরবের নারীরা রাস্তায় গাড়ি চালানোরও বৈধতা পেয়েছেন।

---

## ১২ই জুন, ২০২১

### তালিবান কর্তৃক উচ্চস্তরের সামরিক মহড়ার আশ্চর্যজনক ভিডিও প্রকাশ

আফগানিস্তানে ক্রমবর্ধমান লড়াইয়ের মধ্যেই তালিবানরা সাম্প্রতিক একটি অবাক করা সামরিক ভিডিও প্রকাশ করেছে। যদিও সামরিক ভিডিওটির বেশি কিছু দৃশ্য ইতিপূর্বে 'মানবাউল-জিহাদ স্টুডিও' থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল।

মানবাউল-জিহাদ স্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত নতুন এই ভিডিওটিতে তালিবানরা উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রদর্শন করে এবং যোদ্ধারা এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা তাদের মাটি, ইসলামী ব্যবস্থা এবং তাদের জনগণকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করে যাবে। পাশাপাশি যুদ্ধ ও রাজনীতির ময়দানে শত্রু বাহিনীকে দাঁত ভাঙা জবাব এবং অভাবনীয় শিক্ষা দিবেন।

এই ভিডিও তালেবানরা শপথ নিয়েছেন যে, তাঁরা তাদের ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ এবং নীতিগুলি রক্ষা করার পাশাপাশি দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করবেন।

এছাড়াও, ভিডিওটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনব পারফরম্যান্স হ'ল যানবাহন টান, গতিতে থাকা অবস্থায় তা আঁকড়ে ধরা এবং বশীকরণ করা। পাশাপাশি তরুণ বক্সার এবং খিলাড়ীদের বিশেষ পারফরম্যান্স, যা তালেবানদের উচ্চ স্তরের শারীরিক প্রশিক্ষণেরই একটি অংশ।

ভিডিওটিতে অ্যামবুশিং, অ্যামবুশ ব্রেকিং, ক্লিয়ারিং অপারেশন এবং অন্যান্য ক্রীড়া অনুশীলনের পাশাপাশি ভারী অস্ত্র চালনার আকর্ষণীয় দৃশ্যগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তোলে ধরা হয়েছে।

ভিডিওটির শেষে তালিবানের উপ-নেতা খলিফা সিরাজউদ্দিন হাক্কানির বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের নেতৃত্ব কুরআন, সুন্নাহ ও ধর্মীয় বিষয়গুলো বিবেচনা করার আগে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না। প্রথমে তারা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু পর্যালোচনা করে দেখেন, এরপর তাঁরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

তিনি আরো বলেছেন যে, তালিবানরা আগের চেয়ে আরো বহুগুণ বেশি দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন সাম্রাজ্যকে সহজেই উৎখাত করতে পারে এমন বিস্তৃত সরঞ্জামের বিকাশ করেছেন।

নতুন এই ভিডিও সংস্করণটিকে "জিহাদের প্রস্তুতি-5" শিরোনামে ডাব করা হয়েছে। যা মোট ২৭ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড স্থায়ী হয়।

আপনি নিম্নলিখিত লিঙ্কগুলির মাধ্যমে ভিডিওটি দেখতে এবং এটি আপনার কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনে ডাউনলোড করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ্

https://alfirdaws.org/2021/06/12/49919/

---

## কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৫ ক্রুসেডার হতাহত, সাঁজোয়া যান ধ্বংস

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১০ জুন বৃহস্পতিবার, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার মান্দিরা কাউন্টির তজাবো এলাকার কাছে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর সাথে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের। প্রায় দেড়ঘন্টার যাবৎ চলে এই লড়াই।

সূত্র থেকে আরো জানা যায়, এই অভিযানে হারাকাতুশ শাবাবের দক্ষহাতের কৌশলী হামলায় ১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন নিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এসময় সেনাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রগুলো মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন।

সূত্রটি আরো জানায়, এদিন কেনিয়ার কান্তুন, আইল-রামু, ওয়াজির ও মান্দিরা জেলায় অবস্থিত ক্রুসেডার সৈন্যদের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে একাধিক বোমা ও রকেট হামলা চালিয়েছেন। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

---

## ১১ই জুন, ২০২১

### ফটো রিপোর্ট | আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) মিলিটারি ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরিচালিত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) মিলিটারি ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতক হয়েছেন কয়েক ডজন নতুন তালিবান মুজাহিদ।

https://alfirdaws.org/2021/06/11/49907/

---

### পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় দুই গুপ্তচর নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে টিটিপি। এতে দুই গুপ্তচর নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১০ জুন বৃহস্পতিবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিয়াম সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর দুই সেনা গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন। জানা যায় যে, উক্ত ২ গুপ্তচরকে মুজাহিদগণ এমন সময় হত্যা করেছেন, যখন তারা মুজাহিদদের অবস্থান রেকি করার চেষ্টা করতেছিল। আলহামদুলিল্লাহ

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, দীর্ঘদিন ধরে, এই দুই গুপ্তচর মুজাহিদিনদের অবস্থান চিহ্নিত করত এবং সেনাবাহিনীর কাছে মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিত।

---

### আফগানে বিদেশী কোনো সৈন্যকেই সহ্য করা হবেনা, হোক সেটা আমেরিকা বা তুরস্ক- তালিবান

আফগানের ভূমি হতে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের পর দেশটিতে সেনা মোতায়েন করতে চায় সেক্যুলার তুরস্ক। প্রতিউত্তরে তালিবান বলছে, বিদেশী কোনো সৈন্যকেই এখানে ছাড় দেওয়া হবেনা, হোক সেটা আমেরিকা বা তুরস্ক।

ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের অংশীদার দখলদার তুরস্ক চাচ্ছে, আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সেনারা চলে যাওয়ার পরেও এখানে তুর্কি সেনারা অবস্থান করবে। অপরদিকে আফগানিস্তানে তুর্কি সেনা মোতায়েন কিংবা সেনাদের থেকে যাওয়ার বিষয়ে হুশিয়ারী বার্তা দিয়েছে তালেবান। তাঁরা এ ব্যাপারে বলেছেন, তুরস্ক

যদি সেনা মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে মুজাহিদীনরা তাদের সাথে সেরকম আচরণই করবেন যেমনটা করা হয়েছে অন্যান্য বিদেশী দখলদার শক্তির সাথে।

উল্লেখ্য, সেক্যুলার তুরস্ক আফগানিস্তানে বর্তমানে ন্যাটো মিশনের আওতায় আফগানের মুরতাদ কাবুল সেনাদের প্রশিক্ষণ দিতে পাঁচশতাধিক (৫০০এর বেশি) সেনা সদস্য মোতায়েন করে রেখেছে।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, "আমরা কোনো দেশের সৈন্যকেই আফগানে সহ্য করব না, হোক সেটা আমেরিকা বা তুরস্ক"।

তিনি বলেন, "যদি তুরস্কের এমন কোনো ইচ্ছা থাকে, ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান তার তীব্র বিরোধিতা করবে, আমরা কোনো ক্রমেই আফগানে কোনো বিনদেশী সামরিক বাহীনিকে সহ্য করব না।"

তিনি আরো বলেন, "বিদেশী সৈন্য যে দেশেরই হোক তাদের উপস্থিতি কোনোভাবেই কাম্য নয়। তুরস্ক ন্যাটো জোটের সদস্য এবং তারা আফগানে বিগত ২০ বছর যাবত অবস্থান করছে। তারা এই যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল এবং এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। তাদের সেনা মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং এই ভুল তাদের করা উচিত নয়। যদি তারা মোতায়েন রাখে, আফগানরা নির্দ্বিধায় তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করবে যা অন্য দখলদার শক্তিগুলোর সাথে করা হয়েছে।"

এদিকে সেক্যুলার রাষ্ট্র তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হুলুসি আকরার সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তুর্কি সেনারা ৩ শর্তে আফগানিস্তানের হামিদ কারযাই এয়ারপোর্টে থাকবে। কি সেই শর্তসমূহ, এর জবাবে সে জানায় - শর্তগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং লজিস্টিক সাপোর্ট।

---

## খোরাসান | তালেবান মুজাহিদিন কর্তৃক চাহ-আব ও জাঘাতো জেলা বিজয়

গত ১০ ই জুন বৃহস্পতিবার ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিনরা তাখার প্রদেশের চাহ-আব ও গজনি প্রদেশের জাঘাতো নামক ২টি জেলা বিজয় করে নিয়েছেন।

তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক তাখার প্রদেশের চাহ-আব জেলাটি মুক্ত অভিযান কালে ১১ কাবুল সৈন্য নিহত ও ১৭ সৈন্য আহত হয়। এসময় মুজাহিদরা বহু যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন। তাছাড়াও প্রদেশটির রুস্তাক জেলায় অপারেশন পরিচালনাকালে আরো ৬ আরবাকি সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিন গজনি প্রদেশের জাঘাতো জেলাটিও কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে বিজয় করে নিয়েছেন।

মুজাহিদরা আল্লাহর অশেষ কৃপায় জেলাটির প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ কেন্দ্রীয় দফতর, গোয়েন্দা অধিদপ্তর সহ সকল চেকপয়েন্ট নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

তালেবান মুজাহিদরা জেলাটি মুক্ত অভিযান পরিচালনা কালে ১ পুলিশ নিহত ও ২ পুলিশ সদস্য আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ বহু যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

জেলাটি বিজয় করার ফলে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদরা বামিয়ান প্রদেশের সংযুক্ত সড়কগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছেন।

---

## মায়ানমারে সামরিক বিমান বিধ্বস্ত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সহ উচ্চপদস্থ ১২ সৈন্য নিহত

মায়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালায়ে একটি সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সহ মায়ানমার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ১২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মায়াওয়াদি টিভি স্টেশন জানায়, গত ১০ জুন, বৃহস্পতিবার রাজধানী নাইপেদো থেকে পিন ও লুইন যাওয়ার পথে সামরিক বিমানটি দূর্ঘটনায় পতিত হয়।

মায়ানমার সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জ মিন তুন জানায়, খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্লেনটি যোগাযোগ হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

অন্য সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যায়, সামরিক বিমানটি তখন ৬ মায়ানমার সৈন্য ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়ে বৌদ্ধ আশ্রমের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল।

তবে সংবাদ মাধ্যম ইরাবতি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে মায়ানমারের অন্যতম প্রভাবশালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অভিশেখ মহা রাত্মা গুরু ভাটান্দা কাভিসারা রয়েছেন, যিনি মায়ানমার সেনাবাহিনীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।
তাছাড়াও আরেকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

ইরাবতি আরো জানায়, প্লেন দূর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে মায়ানমার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ দুই লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ও দুই ক্যাপ্টেন রয়েছে।

---

## হিন্দু হওয়ায় অনার্সে ফেল করেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

নাম ইন্দ্রনীল মিশ্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদভুক্ত ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত এই শিক্ষকের অনার্স পরীক্ষার ফলাফল গণমাধ্যমের কাছে এসেছে। তার ফলাফল বলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কোন যোগ্যতাই নেই
।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহান গত ৬ মে যে ১১ জন শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন, তাদের অনেকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার মতো ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। সেই ১১ জন শিক্ষকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রকৌশল অনুষদভুক্ত ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নিয়োগ পেয়েছে ইন্দ্রনীল মিশ্র নামের একজন মালাউন। তার যোগ্যতা সে হিন্দু।

ফলাফলে দেখা যায়, ইন্দ্রনীল মিশ্র অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি অর্জন করতে পারেননি। বরং দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে যে ১৪ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, তার মধ্যে ইন্দ্রনীল মিশ্র মেধাক্রম অনুযায়ী রয়েছেন দশম স্থানে। শুধু তাই নয়, সে-ই একমাত্র ছাত্র যে অনার্স এর কোর্স-৪০৩ এ ফেল করেছে।

এমন একজন ছাত্রকে বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করছেন স্বয়ং বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এমদাদুল হক। তিনি বলেন, বিভাগে নিয়োগের জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সার্কুলার ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষা না নিয়েই একজন প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আবার এমন একজনকে নিয়োগ দেয়া হল যে কোনোভাবেই শিক্ষক পদে কাম্য নয়।

ফলাফল শিটে দেখা যায়, ইন্দ্রনীল মিশ্রের বিএসসি (অনার্স) পরীক্ষার রোল নাম্বার ছিল: ০৬১১৫৬২২। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। ২০০৯ সালের বিএসসি (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষায় (২০১০ সালে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত) দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ফলাফল খারাপ হওয়ায় এমএসসিতে থিসিস গ্রুপে যাওয়ার সুযোগ পাননি তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ইন্দ্রনীল মিশ্রের পিতার নাম অধ্যাপক চিত্ত রঞ্জন মিশ্র। যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপক। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহানের সঙ্গে অধ্যাপক চিত্ত রঞ্জন মিশ্রের গভীর সখ্যতা ছিল। এছাড়াও 'অবৈধভাবে' শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া ইন্দ্রনীল মিশ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স না পেলেও 'ওয়ার্ড কোটায়' ভর্তি হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক বলছেন, যার বাবা বিশ্ববিদ্যালের একজন সিনিয়র প্রফেসর, মাসিক বেতন পান সবমিলিয়ে দেড় লাখের কাছাকাছি, তাকে বিদায়ী উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছে মানবিক কারণে। এটা খুবই লজ্জাস্কর বিষয়। জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা বলেন, এমন প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া বিস্ময়কর। এটা শিক্ষামন্ত্রণালয় দেখভাল করছে। তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা পরবর্তীতে তাদেরকে যোগদান করতে দেবো কিনা সেটা জানাতে পারবো।

---

## জবর দখলকৃত অঞ্চলে ৩৪ লাখ অকাশ্মীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারত'

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মির অঞ্চলের স্থানীয় জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তনে নয়াদিল্লি অকাশ্মিরিদের বসতি স্থাপনের ৩৪ লাখ ভুয়া অনুমতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাহিদ হাফিজ চৌধুরি ইসলামাবাদে মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, 'ভারত দখল করা ভূমির জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তনের নকশা অব্যাহত রেখেছে, যা চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক সকল আইনের লঙ্ঘন।'

তিনি বলেন, কাশ্মিরিরা ইতোমধ্যেই গত ২২ মাস নজিরবিহীন সামরিক দখলদারিত্ব, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন।

জাহিদ হাফিজ চৌধুরি বলেন, 'ভারতের ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট অবৈধ একতরফা পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে কাশ্মিরি জনগণের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।'

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা দলের (বিজেপি) নিয়ন্ত্রিত ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা লোকসভায় কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বিষয়ক সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন পুরো কাশ্মির অঞ্চলকে দুই ভাগ করে বিভক্ত অঞ্চলটির ওপর কেন্দ্রের শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়।

নয়াদিল্লির এই উদ্যোগের পর পুরো অঞ্চলকে লকডাউনের আওতায় নিয়ে হাজার হাজার লোককে বন্দী, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা চালু করার অভিযোগ করছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব আরো বলেন, দখল করা ভূমিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অংশ হিসেবে ভারত কাশ্মিরি নারীদের ধর্ষণ, নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ ও হত্যার শিকারে পরিণত করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মির নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। উভয়দেশই পুরো ভূখণ্ডটি নিজেদের দাবি করছে। ভূখণ্ডটির অধিকার নিয়ে দুই বার যুদ্ধে জড়িয়েছে উভয়দেশ।

সূত্র : ইয়েনি শাফাক।

---

## ১০ই জুন, ২০২১

## সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনী থেকে শহর ও সামরিক বেস নিয়ন্ত্রণে নিল আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে একটি শহর ও সামরিক ঘাঁটি দখলে নিয়েছেন। এসময় ২৬ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ জুন বুধবার, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম বে-বাকুল রাজ্যের বাইদোয়া অঞ্চলের দাইনুনাই শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বড়ধরণের একটি অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলে ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১৪ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

শাবাব মুজাহিদগণ অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযান শেষ করে উক্ত শহর এবং মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বেস দখলে নিতে সক্ষম হন। কেননা মুরতাদ সৈন্যরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে টিকতে না পেরে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে আরো একটি সামরিক কাফেলা যা বাইদোয়া শহর থেকে দুনুনাই শহরে মুজাহিদদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হওয়া মিলিশিয়াদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পথিমধ্যে এই কাফেলাটিও মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার বনে যায়। এসময় মুজাহিদগণ ৩ মিলিশিয়া সদস্যকে হত্যা করেন এবং তাদের সাথে থাকা অস্ত্রগুলো জব্দ করেন।

---

## পাক-তালিবানের হামলায় গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশ সদস্য নিহত

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া জেলার মারদান জেলার রুস্তম এলাকায় মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবান (টিটিপি) মুজাহিদিন। এতে ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

দেশটির পুলিশ বাহিনী বলছে যে, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ১২০ সিসির মোটরসাইকেলে চড়ে পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে গুলি চালানোর পরে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ে। এসময় বন্দুকধারীরা দু'জন পুলিশ কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে।

ঘটনার পর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সৈয়দ রেজা আলী শাহ ও শাকি নামক ২ পুলিশ সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার এই ঘটনার দায় স্বীকার করেন।

---

## খোরাসান | তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক দৌলতাবাদ ও জাওয়ান্দ জেলা বিজয়

গত ৯ জুন বুধবার ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, তালেবান মুজাহিদরা আফগানিস্তানের বাগদিস প্রদেশের জাওয়ান্দ জেলা বিজয় লাভ করেছেন।

প্রতিবেদনে জানা যায়, তালেবান মুজাহিদরা প্রদেশটির জাওয়ান্দ জেলা মুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা করলে শত্রু সৈন্যরা প্রাণ বাঁচাতে হেলিকপ্টারের সহায়তায় অঞ্চলটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদরা সহজেই জেলাটির প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ কেন্দ্রীয় দফতর সহ অন্যান্য অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন।

আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৮ জুন মঙ্গলবার মুজাহিদরা দৌলতাবাদ জেলার সদর দফতর, পুলিশ কার্যালয় সহ সকল নিরাপত্তা চৌকি ও শত্রু ঘাটি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছেন। এতে ৬ শত্রু সৈন্য নিহত ও ৮ সৈন্য আহত হয়। এ সময় জানবাজ মুজাহিদরা ২০ কাবুল সৈন্যকে গ্রেফতার করেন। এপিসি, ট্যাংক, যানবাহন সহ বহু যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করা গেছে।

---

## রাষ্ট্রীয় সমর্থন থাকা স্বত্বেও পশ্চিমা বিশ্বে ইসরাইলের জনপ্রিয়তা তীব্রভাবে কমছে

বিশ্ববাসীর নিকট দিনদিন জয়োনিস্ট ইসরাইলের মুখোশ উন্মোচনের ফলে পশ্চিমা বিশ্বেও ইসরাইলের প্রতি জনপ্রিয়তা তীব্রভাবে কমছে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক জনমত ও তথ্য উপাত্ত নিয়ে কাজ করা, ইউগভের সাম্প্রতিক জরিপে জানা যায়, গত ফেব্রুয়ারি থেকে ইউরোপ জুড়ে ইসরাইলের জনপ্রিয়তা ব্যপকহারে কমছে।

জরিপটি জানায়, সরকারি নীতিমালা গ্রহণ ও ইসরাইলকে রাষ্ট্রীয় সমর্থন প্রদান স্বত্বেও শুধু ইউরোপ মহাদেশেই ইসরাইলের জনপ্রিয়তার কমপক্ষে ১৪ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।

ফ্রান্স ও জার্মানিতে ফিলিস্তিন বিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্বত্বেও ইসরাইলের জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত আশ্চর্যজনক হারে কমছে।

জরিপে জানা যায়, জার্মানিতে জার্মান নাগরিকদের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি জনপ্রিয়তা ১৪ পয়েন্ট কমেছে।

ফ্রান্সে ইসরাইলি জনপ্রিয়তা কমেছে ২৩ পয়েন্ট, যা ২০১৯ সালের মে মাসের পর ফরাসি নাগরিকদের মধ্যে সর্বনিম্ন ইসরাইলের প্রতি জনসমর্থন।

যুক্তরাজ্যে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি জনসমর্থন কমেছে ২৭ পয়েন্ট, যা যুক্তরাজ্যে ২০১৬ সাল থেকে ইউগভের করা জরিপ মতে সর্বনিম্ন।

ডেনমার্কে ইসরাইলের প্রতি ড্যানিশ নাগরিকদের জনপ্রিয়তা কমেছে ২২ পয়েন্ট আর সুইডেনে ইসরাইলের প্রতি সুইডিশ নাগরিকদের জনপ্রিয়তা কমেছে ১৭ পয়েন্ট।

---

## ভারতে প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যার হুমকি; আতঙ্কে মুসলিম সমাজ

ভারতের হরিয়ানাতে গত মাসে একজন মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের খালাস করিয়ে আনার দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক 'মহাপঞ্চায়েত' বা জনসমাবেশ আয়োজিত হয়েছে।

দিনদশেক আগে এরকমই একটি সমাবেশ থেকে মুসলিমদের হত্যা করার ডাক পর্যন্ত দেওয়া হয় - যে ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে।

যে মালাউন এই ডাক দিয়েছে সে রাজপুতদের সংগঠন কার্নি সেনার শীর্ষ নেতা। নিজেই ভিডিওটি নিজস্ব ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছে। কিন্তু পুলিশ কাউকে এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেনি।

ওই কট্টর হিন্দু নেতা সুরজ পাল আমুর ফেসবুক পেজের দাবি অনুসারে সে ক্ষমতাসীন বিজেপিরও নানা পদে আছে।

ওদিকে মহাপঞ্চায়েতগুলো থেকে ক্রমাগত হুমকি আসতে থাকায় রাজ্যের মুসলিম সমাজ আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে।

গত মাসের ১৬ তারিখে হরিয়ানার খলিলপুর খেডা গ্রামের বাসিন্দা আসিফ খান তার বাড়ি থেকে একটু দূরে সোহনা শহরে ওষুধ কিনতে এসেছিলেন, তখন তার গ্রামেরই জনাকয়েক হিন্দু মালাউন বাসিন্দা তাকে ঘিরে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

মামলার এফআইআরে মোট ১৪জনের নাম করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত।

তাদের মুক্তির দাবিতে লকাডাউনের মধ্যেই রাজ্যে একের পর এক মহাপঞ্চায়েত ডাকা হতে থাকে।

গত ৩০শে মে নূহ-র কাছে মেওয়াট জেলার ইন্দ্রি গ্রামে এমনই একটি সমাবেশে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকেও বহু মানুষ এসেছে, কারফিউর মধ্যেও প্রায় ৫০ হাজার লোকের ভিড় হয়েছিল সেখানে।

পরে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কার্নি সেনা সংগঠনের প্রধান সুরজ পাল আমু সেখানে বলছে, "নিহত আসিফ খান আমাদের মেয়েদের, মা-বোনদের নিয়ে ভিডিও বানাত, তো কেন ওকে মার্ডার করা হবে না?"

"ও ওর কর্মের সাজা পেয়েছে। ওদেরকে একশোবার মারব, মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে আমাদের আটকাক দেখি!"

এই ধরনের চরম বিদ্বেষমূলক ভাষণের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে মিছিল, সমাবেশও করতে থাকে।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী ভারতমাতা বাহিনীর মালাউন সদস্যরা ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা সে সব ভিডিও ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে পোস্টও করতে থাকে।

কার্নি সেনার প্রধানের নিজের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, মহাপঞ্চায়েতে ভাষণই শুরু করছে ''আপনারা কি সত্যিকারের হিন্দু না কি পাকিস্তানের বাচ্চা'' বলে।

নিহত আসিফের মা আইমান নিশো বলছিলেন, "আমার ছেলের কী দোষ ছিল? ওষুধ আনতে গিয়েছিল শুধু, ওকে ঘিরে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলল।"

"এখন যারা ওকে মারল, তাদেরই ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে!"

দিল্লিতে সুপরিচিত অ্যাক্টিভিস্ট ফারাহ নাকভি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "এখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি হিংসায় উসকানি দেওয়া হয়েছে।"

"এই বক্তাদের গ্রেপ্তার করার মতো আইনের কিন্তু দেশে অভাব নেই, কিন্তু তারপরও কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।"

"এগুলো কিন্তু হেইট স্পিচের চেয়েও মারাত্মক, কারণ এই মহাপঞ্চায়েতগুলো বা এই ভিডিওগুলোতে হত্যার অধিকারের ডাক দেওয়া হয়েছে - যা যুক্তি-বুদ্ধির অতীত!

মিস নাকভি মনে করেন, ভারত ক্রমশ এমন একটা পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইন আর সমান নয়।

মেওয়াটের মুসলিম নেতা ইশা মিও-ও তার সঙ্গে একমত।

তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, "গরু নিয়ে যাওয়ার অপরাধে আগে যেমন আকবর খান বা পহেলু খানকে পিটিয়ে মারা হয়েছে কিংবা জুনেইদ খানকে মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকাতেই আর একটি নাম আসিফ।"

"অথচ তার হত্যার বিচারের জায়গায় আমরা দেখছি পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হচ্ছে এদেশে শুধু একটি শ্রেণিরই থাকার, বলার অধিকার আছে - অন্যদের কিছু নেই।"

মেওয়াটের পুলিশ প্রধান রাজ্য জুড়ে এই সব বিতর্কিত মহাপঞ্চায়েত নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

---

## আফগানিস্তানের ৩৪ টি প্রদেশের ২৬ টিতেই একযোগে হামলা চালাচ্ছে তালিবান

যখন আফগানিস্তান থেকে সকল দখলদার বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের কাজ চলছে, এমন সময় তালিবানের অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই তালিবানের হামলায় শাতাধিক কাবুল সেনা নিহত এবং আহত হচ্ছে। এছাড়াও তালিবানদের হাতে একের পর এক জেলা ছেড়েও পালাচ্ছে কাবুল বাহিনী।

গত সোমবার আফগানিস্তানের একজন সরকারী কর্মকর্তা বলেছিল যে, তালিবানদের আক্রমণ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে নিহত সরকারী বাহিনীর সংখ্যা বেড়েছে "আশ্চর্যজনক"।

বার্তা সংস্থা 'রয়টার্স' উর্ধ্বতন এক সরকারী কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের মোট ৩৪ টি প্রদেশের মধ্যে বর্তমানে ২৬ টি প্রদেশেই ভয়াবহ লড়াই চলছে। ঐ সরকারি কর্মকর্তার ভাষ্য হচ্ছে গত ২৪ ঘন্টায়ও দেড়শতাধিক (১৫০) কাবুল সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

সরকারী বাহিনীর উপর তালিবানের আক্রমণ এমন সময় বৃদ্ধি পেয়েছে যখন ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো সহ বিদেশী সকল দখলদার বাহিনী প্রায় ২০ বছর পর আফগানিস্তান থেকে সরে যাচ্ছে। পূর্বে তালিবান প্রতিদিন যেভাবে সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্টগুলো দখলে নিত, এখন অনুরূপ জেলা কেন্দ্রগুলো দখলে নিচ্ছে। তালিবান সমর্থক মিডিয়া থেকে জানা যায়, তালিবান যোদ্ধারা একদিন ৬টি জেলাও নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

---

## পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৫ নাপাক সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ জুন পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিয়ম সীমান্তে পাকিস্তান মুরতাদ সেনাদেরর একটি গাড়ি লাইনমাইন দ্বারা বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। বিস্ফোরণে সেনাদের গাড়িটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় গাড়িটিতে থাকা ২ সেনা সদস্য নিহত ও আরো ৩ সেনা সদস্য আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী তাঁর টুইটারে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই হামলার তিন দিন আগে টিটিপি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ২ পুলিশ সদস্যকে হত্যার দায় স্বীকার করেছিল।

---

## ০৯ই জুন, ২০২১

### বুর্কিনা ফাসোতে নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলো আল-কায়েদা

গত ৫ জুন পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হামলায় প্রাণ হারান অন্তত ১৭০ জন সাধারণ মানুষ। বর্বরোচিত এই হামলা চালানোর অপবাদ সুকৌশলে আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাত আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর উপর চাপানোর চেষ্টা করেছে কতিপয় সুযোগ সন্ধানী। তাদের মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রকাশ করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে JNIM।

গত ৮ জুন আয-যাল্লাকা মিডিয়া থেকে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে JNIM এর মুজাহিদীনগণ কুরআনুল কারীম থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেন এবং নির্মম এই গণহত্যার নিন্দা করে এ ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়,

গত কয়েক দিনে মিডিয়াগুলো 'বুরকিনা ফাসো' তে নির্মম গণহত্যা চালিয়ে ১৩০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করার রিপোর্ট করেছে। জামায়াত নুসরাত আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এই গণহত্যার সাথে নিজেদের পুরোপুরি অসম্পৃক্ত ঘোষণা করছে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার অপবাদ পুরোপুরি নাকচ করছে। একই সাথে JNIM ঘোষণা করছে, এরূপ গণগত্যা কখনোই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একজন মুমিনের করণীয় হতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা আন নিসার ৭৫ নং আয়াতে এরশাদ করেন, { "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।" }

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন নিহতদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদের নিকট জনদের সবর করার তাওফিক দান করেন, একই সাথে আমাদের হকের উপর অবিচল রাখেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের উপর।

---

### পূর্ব আফ্রিকা | আল-শাবাবের হামলায় বহুসংখ্যক সেনা হতাহত, সাঁজোয়াযান ধ্বংস

সোমালিয়া ও কেনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আল-শাবাবের জানবায মুজাহিদীনদের একের পর এক হামলায় প্রতিনিয়ত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহীনি। গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্য হামলা চালাচ্ছেন মুজাহিদীনরা। এসব হামলার মাধ্যমে সবসময় তটস্থ থাকছে কুফ্ফার সেনারা।

গত সোমবার কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানদেরা শহরে কেনিয়ান বানির উপর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৩ সেনা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ২ সেনা। ৬ সেনা এখনো নিখোঁজ রয়েছে, হয়তোবা তারা নিহত হয়েছে অথবা মুজাহিদীনদের হাতে বন্দি হয়েছে বলা ধারণা করা হচ্ছে। এই হামলায় ধ্বংস হয়েছে একটি সাঁজোয়াযান, গণিমত হিসেবে পাওয়া গেছে ৫টি মেশিনগান।

কেনিয়ার ওয়াজির রাজ্যে কিটুলু এলাকায় দেশটির সেনাবাহীনির একটি ঘাঁটিতে মুজাহিদীনদের হামলায় কেনিয়ান বাহীনির ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া গেছে।

এদিকে সোমালিয়ার লোয়ার শাবেলী রাজ্যের শিলানবুদ অঞ্চলে ক্রুসেডার উগান্ডার সামরিক গাড়িবহর মুজাহিদীনদের লুকিয়ে রাখা মাইন হামলার শিকার হয়েছে। এই হামলায় কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বেশ কিছু ক্রুসেডার সেনা সদস্য হতাহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

এমনিভাবে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দার-কিনালী এলাকায় মুজাহিদীনরা এক মুরতাদ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছেন।

অপরদিকে বে-বাকুল রাজ্যের হাদর এবং ওয়াজিদ শহরের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে সোমালি সেনাদের উপর মুজাহিদীনরা পৃথক দুটি ছোটো পরিসরের হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুর বালাদ এলাকায় মিলিটারি চেকপোস্টে মুজাহিদীনের হামলায় অন্তত একজন মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে, আরো একাধিক আহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

এমনিভাবে যুবা রাজ্যের জানালি এবং বারিরি এলাকায় মুজাহিদীনদের পৃথক দুটি হামলায় মুরতাদ সোমালি বাহীনির একাধিক সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

---

## ৬৫ কাবুল সৈন্যের তালিবানের নিকট আত্মসমর্পণ

গত ৮ জুন, মঙ্গলবার আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহিব জেলার কাবুল প্রশাসনের পুলিশ, সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়া সহ যৌথ বাহিনীর ৩৩ জন সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

এছাড়াও প্রদেশটির বারকা, নাহরিন ও বাঘলান ই মারকাজি জেলা থেকে শত্রু সৈন্যদের আত্মসমর্পণের খবর পাওয়া গেছে।

একইভাবে, বাঘলান প্রদেশে ২৬ কাবুল সৈন্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

উওরাঞ্চলীয় বদখশান প্রদেশের দারাইম জেলার ১১ স্থানীয় মিলিশিয়া তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নুরিস্থান প্রদেশের দো-আব জেলা থেকেও ৫ কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালিবান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়েছে।

---

## দীর্ঘ ২১ বছর ইসরাইলি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন জর্ডান নাগরিক

দখলদার ইসরাইলি কারাগারে দীর্ঘ ২১ বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর জর্ডান নাগরিক আব্দুল্লাহ আবু জাবের অবশেষে মুক্তি পেলেন।

আব্দুল্লাহর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৮ ই জুন, মঙ্গলবার ইসরাইলি প্রশাসন তাকে মুক্তি দিয়েছে।

আব্দুল্লাহর কাজিন ও সমাজ কর্মী মুস্তফা আবু জাবের সংবাদ সংস্থা আনাদুলু এজেন্সীকে জানান, কারামুক্ত আব্দুল্লাহকে রাজধানী আম্মানের বাক্কা শরনার্থী শিবিরে তার বাসস্থানে পাঠানো হবে।

জর্ডানের রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল আল মামলাকা টিভিতে মুক্তির পর আব্দুল্লাহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইসরাইলি কারাগারের বাকী বন্দীদের মুক্তকরণের অনুরোধ করেন।

আব্দুল্লাহ জানান, ইসরাইলি কারাগারে তার বন্দীত্ব জীবন খুবই দুর্বিষহ ছিলো।

ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত আব্দুল্লাহ দখলদার ইসরাইলি জেলে জর্ডানের নাগরিক হিসাবে পুরনো কয়েদিদের মধ্যে অন্যতম।
২০০০ সালের পূর্বে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলে কাজের সন্ধানে আসা আব্দুল্লাহ দখলদার ইহুদিদের আক্রোশের শিকার হয়ে ইসরাইলি কারাগারে বন্দী হন।

---

## উইঘুর মুসলিমদের জাতিগত নিধন: আগামী ২০ বছরে কমে যাবে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ

উইঘুর মুসলিমদের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য চীনের নাস্তিক সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। তাতে জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের জনসংখ্যা আগামী ২০বছরে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

জার্মানির একজন গবেষক সম্প্রতি এক নতুন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তথ্য তুলে ধরেছেন।

এই বিশ্লেষণে বলা হয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য চীন সরকার যে আঞ্চলিক নীতি গ্রহণ করেছে তাতে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের জিনজিয়াং-এ বসবাসরত সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা আগামী ২০ বছরে ২৬ লাখ থেকে ৪৫ লাখ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

জিনজিয়াং প্রদেশে জোরপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু পশ্চিমা দেশও চীনকে গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

জিনজিয়াং প্রদেশে চীন সরকারের দমন-পীড়নের কারণে উইঘুর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জনসংখ্যার উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন জার্মানির গবেষক অ্যাডরিন জেনজ।

চীনে সরকারের নতুন নীতির আগে দেশটির গবেষকরা ধারণা করেছিলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে জিনজিয়াং প্রদেশে এক কোটি ত্রিশ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

কিন্তু চীন সরকারের নতুন দমন-পীড়নের কারণে জিনজিয়াং প্রদেশে আগামী জনসংখ্যা হতে পারে ৮৬ লাখ থেকে এক কোটি পাঁচ লাখ।

জার্মান গবেষক মি. জেনজ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, উইঘুর মুসলিমদের বিষয়ে চীন সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে সেটি উঠে এসেছে এই গবেষণায়।

মি. জেনজ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ২০১৯ সালের মধ্যে জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ সেখানকার চারটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর জবরদস্তি-মূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করে।

এজন্য সন্তান জন্মদানে সক্ষম ৮০ শতাংশ নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ধরণের সার্জারি এবং বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মসূচী নেয় হয়।

বিশেষজ্ঞরা ধারনা করছেন, জিনজিয়াং প্রদেশে চীন প্রায় ১০ লাখ উইঘুর মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের আটকে রেখেছে। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।

খবরে বলা হচ্ছে, চীনের মূলধারার হান জনগোষ্ঠিকে জিনজিয়াং-এর কিছু এলাকায় বসবাসের জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে।

জার্মান গবেষক মি. জেনজ-এর বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, চীন সরকারের নতুন নীতির কারণে জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের জনসংখ্যা কমলেও হান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়বে।

চীনের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে জন্মহার প্রায় ৪৯ শতাংশ কমেছে।

গত সপ্তাহে চীন সরকার ঘোষণা করেছে যে এখন থেকে দম্পতিরা তিনটি পর্যন্ত সন্তান নিতে পারবে।

চীনে আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে জন্মহার ব্যাপকভাবে কমে যাবার তথ্য প্রকাশিত হবার পরে সরকার এই ঘোষণা দিয়েছে।

তবে জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে চীনের ভিন্ন নীতি দেখা গেছে। ফাঁস হওয়া বিভিন্ন তথ্যে দেখা যাচ্ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কোটা ছাড়িয়ে গেলে নারীদের আটকে রাখা হচ্ছে কিংবা শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

জার্মান গবেষক মি. জেনজ এর আগে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেখানে বলা হয়েছে, জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু গর্ভবতী নারীরা যদি গর্ভপাত করাতে রাজী না হয় তাহলে তাদের আটকে রাখার হুমকি দেয়া হচ্ছে। অনেক নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য এবং জোরপূর্বক তাদের বন্ধ্যা করা হচ্ছে।

তবে চীন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলছে, উইঘুর মুসলিমদের টার্গেট করে সেখানে কিছু করা হচ্ছে না।

সার্বিকভাবে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রভাব জিনজিয়াং-এর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরও পড়েছে।

এছাড়া সে অঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সহজলভ্য হওয়ায় জন্মহার কমেছে বলে চীন দাবি করছে।

এক বিবৃতিতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলছে, সেখানে গণহত্যার যে কথা বলা হচ্ছে সেটি 'পুরোপুরি ননসেন্স'।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে যে চীন-বিরোধীরা রয়েছে এটি তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। তারা সবসময় চীন-ভীতিতে ভোগে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, এই গবেষণা এবং এর পদ্ধতির বিষয়টি তারা বিভিন্ন গবেষকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যারা জনসংখ্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে।

জার্মান গবেষক মি. জেনজ-এর নতুন এই গবেষণাকে তারা ভালো হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

---

## "ম্যাক্রোঁবাদ নিপাত যাক" বলেই ম্যাক্রোঁর গালে থাপ্পড়

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সরকারি সফরে গিয়ে লজ্জাজনক এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে দেশটির ইসলাম বিদ্বেষী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্রো। সরকারি এই সফরে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এক যুবক ম্যাঁক্রোর গালে সজোরে থাপ্পর মারেন। মুহূর্তের মধ্যে এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে যায়।

এক ভিডিওতে দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভ্যালেন্স শহরের বাইরের টেইন-ই হারমিটেট এলাকায় সরকারি সফরের সময় ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে হাত মেলাতে যায় প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। এ সময় সামনের উচু প্রতিবন্ধকতার বিপরীত দিক থেকে এক যুবকের দিকে প্রেসিডেন্ট হাত বাড়িয়ে দিলে ওই যুবক ম্যাক্রোঁর গালে সজোরে থাপ্পড় মারেন।

ফরাসী গণমাধ্যম বলছে, এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলবাহিনী। প্রেসিডেন্টকে থাপ্পড় মারার সময় ওই যুবক চিৎকার করে বলেন, 'ম্যাক্রোঁবাদ নিপাত যাক।'

https://twitter.com/i/status/1402237903376367627

---

## আবারও বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় রয়েছে ঢাকা

বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় আবারও নাম লেখাল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। বিশ্বের বাসযোগ্য শহরের নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে দ্য ইকোনমিস্টের সিস্টার কোম্পানি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শহরের ওপর জরিপ চালিয়েছে সংস্থাটি। তালিকায় ১৪০টি দেশের নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

বসবাসের যোগ্য শহরগুলোর তালিকায় ১৪০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থার ১৩৭। অর্থাৎ ঢাকা মোটেও বসবাসের যোগ্য শহর নয়। এর আগেও শহরটি বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় জায়গা নিয়েছে।

২০২১ সালের সর্বশেষ এই জরিপে বসবাসের যোগ্য শহরের তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড। দ্বিতীয় ওসাকা, তৃতীয় অ্যাডিলেড, চতুর্থ টোকিও এবং পঞ্চম ওয়েলিংটন, ৬ষ্ঠ পার্থ, সপ্তম জুরিখ, অষ্টম জেনেভা, নবম মেলবোর্ন ও দশম স্থানে রয়েছে ব্রিসবেন।

অর্থাৎ বসবাসযোগ্য শীর্ষ ১০টি শহরের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের দুটি, জাপানের দুটি, অস্ট্রেলিয়ার চারটি এবং সুইজাল্যান্ডের দুটি শহর রয়েছে।

করোনা মহামারির কারণে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় এবার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১৮ সাল থেকে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা এই তালিকায় শীর্ষে ছিল। কিন্তু এবার শীর্ষ দশ শহরের মধ্যে স্থানই পায়নি ভিয়েনা। ২০১৯ সালে ভিয়েনার সঙ্গে একই পয়েন্টে নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থান ছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন।

এদিকে, এর আগের বছর বসবাসের যোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ছিল ১৩৮তম। সে হিসেবে এবার ঢাকার অবস্থার একধাপ এগিয়েছে বলা যায়। তবে এই তালিকাও সন্তোষজনক নয় বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইআইইউ-এর জরিপ অনুযায়ী বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় একেবারে শেষে রয়েছে সিরিয়ার দামেস্ক শহর। এই শহরের অবস্থান ১৪০তম। অর্থাৎ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শহরটি একেবারেই বসবাসের অযোগ্য।

অপরদিকে বসবাসের যোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার চেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি। শহরটির অবস্থান ১৩৪। এছাড়া ১৩৫তম অবস্থানে লিবিয়ার ত্রিপোলি, ১৩৬তম আলজেরিয়ার আলজিয়ার্স, ১৩৮তম পাপুয়া নিউগিনির পোর্ট মোরেসবি এবং ১৩৯তম অবস্থানে রয়েছে নাইজেরিয়ার লাগোস।

উল্লেখ্য বিশ্বের ১৪০টি দেশের সংস্কৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ, শিক্ষা, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের মানের ওপর ভিত্তি করে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বৈশ্বিক বাসযোগ্য শহরের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

---

## 'ইসলাম ম্যাপ' প্রকাশের পর থেকে বাড়ছে বর্ণবাদী হামলা, বিপদে অস্ট্রিয়ার ৮ লক্ষ মুসলিম

মুসলমানদের আশঙ্কাই সত্যি হল। দেশে ইসলামোফোবিয়া প্রচারের ফল হাতে নাতে পেতে শুরু করেছে অস্ট্রিয়ার উগ্র ডানপন্থী প্রশাসন। মনে মনে বেশ খুশি অনুভব করছেন দেশটির চ্যান্সেলর সেবাস্তিয়ান কার্জ। কারণ দিনের শেষে বাজিমাত করেছে তার উগ্র জাতীয়তাবাদী ইসলামোফোবিক অ্যাজেন্ডা। পথে ঘাটে ইসলামকে বদনাম করার সরকারি কায়দা এতদিনে কাজে এসেছে। বিগত মাসে বিতর্কিত ইসলাম ম্যাপ প্রকাশ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মসজিদগুলির বাইরে ক্ষুব্ধ দাড়িওয়ালা এক মুসলিমের পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত হামলার শিকার হতে শুরু করেছেন সংখ্যালঘুরা। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ইইউভুক্ত দেশ অস্ট্রিয়ায় ইসলাম বিরোধিতা কতটা উগ্র রূপ ধারণ করতে চলেছে আগামী দিনগুলিতে।

শনিবার দেশটির এক মুসলিম সংগঠনের প্রধান বলেন,
'ইসলাম ম্যাপ' প্রকাশ করার পর থেকেই বর্ণবিদ্বেষী হামলা নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামিক রেলিজিয়স ক মিউনিটি ইন অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট উমিত ভুরালের কথায়,
'মুসলিমদের ওপর হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মসজিদগুলির বাইরে কুৎসিত চিহ্ন টাঙিয়ে দেওয়া হ চ্ছে। আমরা বলেছি এই ওয়েবসাইটটিকে যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করতে, কারণ এটা বিপজ্জনক। আমি দু:খিত, আমা দের সব উদ্বেগ সত্যি প্রমাণ হয়েছে।' ২৭ তারিখে অস্ট্রিয়ার সরকার তাদের ইসলাম ম্যাপে ৬০০টি মসজিদের নাম

ও ঠিকানা প্রকাশ করার পর থেকেই দেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে বর্ণবিদ্বেষী দলগুলি। এরপর তারা মুসলিমদের বেছে বেছে টার্গেট করছে। বিগত দু'দিনে রাজধানী অস্ট্রিয়ায় হেনস্থার শিকার হয়েছেন বেশকয়েকজন মুসলিম। এ বিষ য়ে ভুরাল বলছেন,

'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে মুসলিমদের সঙ্গে আলাদা আচরণ করা হচ্ছে। আমরা যদি এদেশের স্বীকৃত ধর্ম হই তাহলে আমাদেরও বাকি ১৫টি ধর্মের মতো সমান অধিকার রয়েছে।

---

## ০৮ই জুন, ২০২১

### আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের আমিরকে ধরতে ৭ মিলিয়ন ডলার পুরষ্কারের ঘোষণা আমেরিকার

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব ও জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর সম্মানিত আমীর, শাইখ আবু উবাইদাহ ইউসুফ আল-আনাবী হাফিযাহুল্লাহ্ কে ধরতে ৭ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটস রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস' প্রোগ্রাম এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই ব্যাপারে বিবৃতি প্রকাশ করে সাপের মাথা আমেরিকা।

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের শাখা JNIM বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকায় উত্তরোত্তর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব বাড়িয়েই চলেছেন। সাহেল বা পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর সরকারের দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা, দশকের পর দশক ধরে সেখানে চলা ইউরোপীয় শোষণের ফলে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এসব পুতুল শাসনব্যবস্থার উপর।

অপরদিকে আল কায়েদার শক্তিশালী নেতৃত্ব, ন্যায়-ইনসাফ ও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে এই অঞ্চলগুলোর সাধারন মুসলিমরা ছাড়াও বেশকিছু সামরিক মুসলিম বিদ্রোহী গ্রুপ আল-কায়েদার এক আমিরের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসব অঞ্চলে শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার বরকতময় জিহাদে অংসগ্রহণ করেছে । এর মাধ্যমে সেখানে জিহাদ ও প্রতিরোধের এক অবিস্মরণীয় উত্থান ঘটছে, যা বিশ্বের কুফর শক্তির মাথা আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইউরোপের ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর ঘুম হারাম করে দিয়েছে। এজন্যই তারা JNIM এর আমীরকে ধরতে এই বিশাল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশী টাকায় যার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৫৯ কোটি টাকা।

দীর্ঘ সময় যাবত জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন শহিদ শাইখ আব্দুল মালেক দ্রোউকদেল (আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ) রহিমাহুল্লাহ। কিন্তু ২০২০ সালের জুন মাসে ক্রুসেডার ফ্রান্সের এক ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করলে সে বছরের নভেম্বরে শূরার মাধ্যমে আমিরের দায়িত্ব দেওয়া হয় শাইখ ইউসুফ আল আনাবি হাফিজাহুল্লাহ্ কে। আমিরের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই তিনি শায়েখ আইমান আল যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহকে বাইয়াহ দেন। বর্তমানে আল কায়েদার নেতৃত্বে পরিচালিত গ্লোবাল জিহাদের অন্যতম নেতৃত্ব হলেন শায়েখ ইউসুফ আল আনাবি হাফিজাহুল্লাহ্।

আমির হওয়ার পূর্বে তিনি JNIM এর শূরা কাউন্সিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং মিডিয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৫ সাল থেকেই ক্রুসেডার আমেরিকা তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করে আসছে। তাঁর খোঁজ দিতে পারলে বিভিন্ন অঙ্কের পুরষ্কারের ঘোষণা তারা পূর্বেও দিয়েছিল, বর্তমানে তার অঙ্ক বাড়তে বাড়তে ৭ মিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকেছে।

---

## খোরাসান | শাহরাক জেলা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ঘোর প্রদেশের শাহরাক জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন ইমারাতে ইসলামিয়ার জানবায তালিবান মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৭ জুন সোমবারের, মুরতাদ কাবুল সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ার পর ঘোর প্রদেশের শাহরাক জেলার প্রশাসনিক কার্যালয়, পুলিশ সদর দফতর, জাতীয় নিরাপত্তা অধিদপ্তর সহ পুতুল সরকারের অন্যান্য সামরিক স্থাপনার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন তালিবান মুজাহিদিন।

জানা যায়, জেলাটি বিজয়কালে ১১ আফগান সৈন্য মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় মুজাহিদগণ একটি ট্যাংক সহ বহু সংখ্যাক যুদ্ধাস্ত্র ও গুলা-বারোদ গণিমত লাভ করেছেন তালিবান মুজাহিদিন।

---

## খোরাসান | বদখশানে ৭ শত্রু চৌকিসহ বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিল তালিবান

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিনরা কাবুল সৈন্যদের হটিয়ে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় বদখশান প্রদেশের দারাইম জেলায় কাবুল বাহিনীর ৭ টি সামরিক চৌকিসহ বিস্তীর্ণ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

গত ৭ জুন সোমবার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইমারাতে ইসলামিয়ার জানবাজ মুজাহিদীন কর্তৃক জেলাটি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ফলে জেলার ৪০০ টি মুসলিম পরিবার ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তাওহিদী পতাকাতলে শামিল হয়েছেন।

এসময় কমপক্ষে ৫ কাবুল সৈন্য নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায় এবং বিপুল অস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

এদিকে উত্তরাঞ্চলীয় বাঘলান প্রদেশের আরেক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ মুজাহিদরা খোস্ত প্রদেশে আরেকটি শত্রু মুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে ২ কাবুল সৈন্য মারা গেছে ও অন্য ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

তদুপরি এতে ৪ হাজার মুসলিম পরিবার ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতাকাতলে শামিল হয়েছেন।

---

## সোমালিয়া | পরপর আল-কায়েদার ৪টি বীরত্বপূর্ণ হামলা, হতাহত অনেক সৈন্য

সোমালিয়ার মোগাদিশু, শাবেলী সুফলা এবং জুবা অঞ্চলে আল-কায়েদা মুজাহিদদের পৃথক পৃথক হামলায় উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসার সহ অনেকে মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এরমধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর সিবিয়ানো এলাকায় মুজাহিদীনদের হামলায় এক সেনা অফিসার নিহত হয়েছে। সে সোমালি পদাতিক সেনাদলের কমান্ডার, জেনারেল হুসেইন হোশ এর গাড়ি চালক বা ড্রাইভার ছিল বলে জানা গেছে।

মোগাদিশুর জাযিরা এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অপর একটি হামলায় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ২ সেনা নিহত ও আরো কিছু সৈন্য আহত হয়েছে। হামলার শিকার সৈন্যরা একটি স্থানে একত্রিত হলে আগে থেকে লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদীনরা, যার ফলে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

এদিকে শাবেলী সুফলা রাজ্যের বুলুমেরির শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান সেনা এবং সোমালি মুরতাদ সেনাদের অবস্থানে এ্যামবুশ হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এমনিভাবে জুবা রাজ্যের বারসানজোনি এলাকায় সরকারি বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে অনেক সময় মুজাহিদীনরা মুরতাদ বাহিনীকে চাপে রাখতে খুব ছোটো পরিসরের হামলা চালিয়ে থাকেন, যেগুলোতে ক্ষয়ক্ষতির কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয় না।

---

## সোমালিয়া | ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের বিমান হামলায় ৫ শিশু ও মায়ের মৃত্যু

দক্ষিণ সোমালিয়ার জিযু রাজ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে বিমান হামলা চালায় ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাবাহিনী। বর্বরোচিত এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন নিরপরাধ এক নারী এবং তার নিস্পাপ শিশু। আহত হয়েছে আরো ৪ শিশু পাশ্চাত্যের পদলেহী সোমালি মুরতাদ সরকারও এই হামলার কথা স্বীকার করে এর নিন্দা করেছে। তাদের ভাষ্যমতে, বিমানগুলো জিযু রাজ্যের দুটি শহরে বে-পরোয়াভাবে হামলা চালিয়েছে।

উল্লেখ্য, কেনিয়ান সেনারা সোমালিয়ায় আগ্রাসন চালানোর পর আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন ইন সোমালিয়া (AMISOM) এর ছত্রছায়ায় বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সোমালিয়ায় শরীয়াহ ক্বায়েম রুখতে আশ-শাবাব মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

বিমান হামলায় নিহত শিশুর পিতার ভাষ্য অনুযায়ী, হামলার আগে তিনি বাড়ির বাইরে ছিলেন। হামলার খবর পেয়ে তিনি এসে দেখেন তার বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার স্ত্রী ও সন্তান নিহত হয়েছে। তার অপর ২ ছেলে ও ২ মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন বিমান হামলায় তারাও আহত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তার বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়ে বিমানগুলো অন্য গ্রামের দিকে ছুটে গিয়ে সেখানেও তান্ডব চালায় এবং কয়েকটি কমিউনিকেশন টাওয়ার ধ্বংস করে দেয়।

কেনিয়ার সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র 'যিবোরাহ কিয়োকো' সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য না করে তাদেরকে AMISOM এর কাছে যেতে বলে। শনিবার AMISOM এক বিবৃতিতে জানায়, তারা ঘটনাটি দেখেছে এবং এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। এসব গুরুত্বহীন মন্তব্য দিয়ে এই হত্যাকান্ডকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে জাতিসংঘ।

---

## পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের মাইন হামলা

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াযিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের গাড়ি লক্ষ্য করে মাইন হামলা চালিয়েছেন জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবাজ মুজাহিদীন।

টিটিপি এর মিডিয়া উইং "উমর মিডিয়া" কর্তৃ প্রকাশিত রিপোর্ট হতে জানা গেছে, ২৭ শাওয়াল ১৪৪২ হিজরি বা ৮ জুন ২০২১ ঈসায়ী, সোমবার, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াযিরিস্তানের গারিওম সীমান্ত এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি মুজাহিদীনদের সেট করে রাখা মাইন হামলার শিকার হয়। মাইন বিস্ফোরণে সেনাদের গাড়িটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়।

গাড়িটির ভিতরে থাকা সেনাদের সবাই নিহত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে এখনো জানা যায়নি। তবে হতাহত অবস্থায় সেনাদেরকে হেলিকপ্টারের সাহয্যে অন্যত্র স্থানান্তর করতে দেখা গেছে।

---

## কানাডায় ট্রাকচাপা দিয়ে মুসলিম পরিবারের চারজনকে হত্যা

কানাডার অন্টারিও প্রদেশের লন্ডন শহরে একটি মুসলিম পরিবারের ওপর ট্রাক উঠিয়ে দিয়ে চারজনকে হত্যা করেছে মুসলিম বিদ্বেষী চালক। দেশটির পুলিশ একে 'পূর্বপরিকল্পিত' হত্যাকাণ্ড বলে জানিয়েছে। গত রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম বিবিবির খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৮টা ৪০ মিনিটের দিকে মুসলিম পরিবারের চারজন রাস্তা পার হওয়ার জন্য একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একটি কালো পিকআপ তাদেরকে চাপা দেয়।

স্থানীয় পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পল ওয়েইট জানান, এটা পূর্বপরিকল্পিত এবং ঘৃণা থেকে সংঘটিত ঘটনা; তার প্রমাণ রয়েছে। ভুক্তভোগীরা মুসলিম হওয়ার কারণে তাদের লক্ষ্য বানানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সঙ্গত কারণেই নিহতদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তবে এদের মধ্যে ৭৪ বছর বয়সী এক নারী, ৪৬ বছর বয়সী এক পুরুষ, ৪৪ বছর বয়সী এক নারী ও ১৫ বছর বয়সী একটি মেয়েশিশু রয়েছে।

এ ছাড়া নয় বছর বয়সী একটি ছেলেশিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানা গেছে।

হামলার পরপর ঘটনাস্থল থেকে ২০ বছর বয়সী একজনকে পালিয়ে যেতে দেখা গেছে। যার শরীরে আত্মঘাতী অস্ত্রের মতো একটা বন্ধনী ছিল। ঘটনাস্থল থেকে সাত কিলোমিটার দূরের একটি শপিংমল থেকে নাথানিয়েল ভেল্টম্যান নামের ওই তরুণকে আটক করা হয়েছে।

এর আগে ২০১৮ সালের এপ্রিলে টরন্টো শহরে গাড়িচাপায় ১০ জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে কুইবেক সিটির একটি মসজিদে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে ছয়জনের মৃত্যু হয়।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কানাডিয়ান মুসলিমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ভয়াবহ এই হামলার বিচার দাবি করা হয়।

অন্টারিওর মুখ্যমন্ত্রী ডগ ফোর্ড টুইটে বলেছেন, 'অন্টারিওতে ঘৃণা এবং ইসলামবিদ্বেষের কোনো স্থান নেই।

---

## ভারতে দ্বিতীয়বার মেয়ে হওয়ায় স্ত্রী-সন্তানদের কুয়ায় ফেলে দিল বাবা

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরে দ্বিতীয়বার মেয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ায় এক ব্যক্তি স্ত্রী ও দুই মেয়েকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তার বড় মেয়ের (৮) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার রাজ্যের ছত্তরপুর জেলায় এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

'তিন মাস আগে রাজা বাইয়া জাদবের (৪২) স্ত্রী একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম দেন। তাদের আরেকটি মেয়ে রয়েছে। রোববার তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী-মেয়েদের আনতে যান। পথে পাশেই গ্রামে একটি কুয়ার কাছে মোটরসাইকেল থামান। এরপর তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়েকে কুয়ায় ফেলে দেন।' এরপর ওই জায়গা থেকে সরে পড়ে ওই ব্যক্তি।

'রাজার স্ত্রী কুয়া থেকে ওঠার চেষ্টা করলে তিনি তাদের ওপর পাথর ছুড়ে মারে। এতে তাদের বড় মেয়ের মৃত্যু হয়। আর স্ত্রী ও ছোট মেয়ের কান্না শুনে গ্রামবাসী কুয়া থেকে তাদের উদ্ধার করেন।' তিনি বলেন, 'তার স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন, আবারও মেয়ে হওয়ায় রাজা তার ওপর রেগে ছিলেন।

স্ত্রীকে তিনি বারবার 'পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম' এ জাতীয় কথা শোনাতেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু সত্যিই যে পুত্রসন্তান না হওয়া কারণে তাঁকে এমন ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি ওই মহিলা।

সূত্র: কলকাতা ২৪।

---

## ভারতে জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলিম কিশোরকে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর

মুসলিম যুবকের 'অপরাধ' সে 'জয় শ্রী রাম' শ্লোগান দেয়নি। ব্যস– তাতেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। শুরু হয় ওই যুবককে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর। অত্যাচারকে চরম সীমায় নিয়ে যেতে গায়ে দেওয়া হয় পেরেকের খোঁচা। শত কান্না, অনুনয় বিনয় কিছুতেই মন ভেজেনি আক্রমণকারীদের। এমনই  ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে।

তোহরিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন জীশান। কিছু দূর আসতেই তাঁর পথ আটকায় হামলাকারীরা। এরপরই শুরু হয় তাঁকে টানা হ্যাঁচড়া। জীশান জানিয়েছেন, 'আমাকে থামিয়ে আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। বাইক ভেঙে দেয়। হামলাকারীদের দাবি, আমাকে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে হবে। আমি সেই শ্লোগান না দেওয়াতেই শুরু হয় লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর। তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। পেরেক দিয়ে আমার হাতে, পিঠে জোরে জোরে আঘাত করল। যখন তারা দেখল গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখন তারা দৌড়ে পালাল। আর বলল, এবার ওকে মরতে দে।'

আক্রান্ত জীশানের আরও অভিযোগ, থানাতে অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁকে বলা হয় জয় শ্রী রাম শ্লোগানের বিষয়টি উল্লেখ না করতে।

## পাকিস্তানে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৫১

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের ঘোটকি জেলায় যাত্রীবাহী দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বাড়ছেই। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ জনে। এছাড়া দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ট্রেনের বগিগুলোর মধ্যে এখনো ১৫-২০ জন আটকা পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর দ্য ডনের।

ঘোটকি জেলার এসএসপি উমর তুফাইলের বরাত দিয়ে দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার সকালে সংঘর্ষের পরপরই ৩০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আরও ১০ জনের মরদেহ পাওয়া যায়। সর্বশেষ রাতে উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ১১টি মরদেহ উদ্ধার করে।

তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত মোট ৫১টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে ৩৪ জনের পরিচয় মিলেছে। বাকিদের নাম-পরিচয় এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। এছাড়া গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন আরও অন্তত ১০০ জন যাত্রী।'

রেলওয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মিল্লাত এক্সপ্রেস নামের একটি ট্রেন করাচি থেকে সারগোদার দিকে যাচ্ছিল। পথে রাইতি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এটি লাইনচ্যুত হয়। এসময় রওয়ালপিন্ডি থেকে ছেড়ে আসা স্যার সাঈদ এক্সপ্রেস ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এতে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

গত বছরের ২১ জুলাই পাঞ্জাব প্রদেশের শেখুপুরায় করাচি থেকে লাহোরগামী শিখ তীর্থযাত্রী বহনকারী একটি ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ২১ জন নিহত হয়। এছাড়া ২০১৯ সালের অক্টোবরে করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডিগামী ট্রেনের একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ৭০ জন যাত্রী মারা যান।

পাকিস্তানের রেল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২-২০১৭ সালের মধ্যে দেশটি মোট ৭৫৭টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর ১২৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

## ০৭ই জুন, ২০২১

### খোরাসান | তালিবানদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১৮৩ এরও বেশি মুরতাদ কাবুল সৈন্য হতাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গত ৬ জুন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার কয়েকটিতেই ১৮৩ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ অনেক সৈন্যকে জীবিত বন্দী এবং অনেক ঘাঁটি ও চেকপোস্ট বিজয় করে নিয়েছেন।

এসব অভিযানের মধ্যে রয়েছে, পাকতিয়া প্রদেশের মির্জাকা জেলার কারকিন খোলা এলাকায় মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলা। গতরাতে জেলাটিতে মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্যদের একটি বিশাল ঘাঁটি ও একটি প্রতিরক্ষামূলক পোস্টে তীব্র অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। এই অভিযানে মুজাহিদদের হাতে ৩৫ কাবুল সৈন্য ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছিল এবং আহত অবস্থায় ময়দানে পড়ে থাকা সৈন্যদের বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ।

অভিযান শেষে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদিন গনিমত লাভ করেন। তবে যুদ্ধের সময় ৩ জন মুজাহিদও শহীদ হন।

গতরাতে তাখার প্রদেশের চাহ-ইয়াব জেলার নিরাপত্তা পোস্টগুলিতে হামলা তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। আক্রমণের ফলে ১১ পুলিশ নিহত এবং আরো ১৭ পুলিশ সদস আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ উদ্ধার করেছেন বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

একই রাতে নানগারহার প্রদেশের হাসারাক জেলার জোকন এলাকায় একটি শত্রু চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা দখলে নেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ১০ পুলিশ ও ১ সেনা সদস্য। মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেন আরো ৭ পুলিশ সদস্যকে। এছাড়াও ৩ টি মোটরসাইকেল, ১৮ টি হালকা ও ভারী অস্ত্র এবং আরও অনেক গোলাবারুদ মুজাহিদিনরা গনিমত লাভ করেছেন। এই যুদ্ধে একজন মুজাহিদ শহীদ এবং অপর একজন আহত হন।

এদিকে জাউজানের তথাকথিত গভর্নর এবং জেনারেল দোস্তম তার মিলিশিয়া নিয়ে আজ সকাল ৯ টায় প্রদেশের আচ্চা জেলার সারকা এবং পোল-ই-নওয়া এলাকায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে এসেছিল। এসময় মুজাহিদিনরা মুরতাদ বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র সশস্ত্র প্রতিরোধ প্রদর্শন করেন এবং বিকেল ৫ টায় মুরতাদ বাহিনী তার সমস্ত অহংকার নিয়ে অসহায় ও ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকা থেকে লেজগুটিয়ে পালিয়ে যায়।

এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় একটি শত্রু ট্যাঙ্ক, ৪ হেলিক্স গাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। এছাড়াও ২১ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছিল।

এমনিভাবে গতকাল বিকেলে, লাগমান প্রদেশের রাজধানী মেহতারামের আলিশাং এলাকায় কাবুল বাহিনীর অপারেশন ফোর্স মুজাহিদিনের তীব্র হামলার মুখোমুখি হয় এবং মুরতাদ বাহিনী ময়দানে টিকতে না পেরে পিছনে সরে পড়ে। এই সংঘর্ষে কমান্ডো সহ ১০ সেনা নিহত এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়।

কেন্দ্রীয় ঘৌর প্রদেশে গতাকাল মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় মুজাহিদদের। অভিযান চলাকালে তালিবান মুজাহিদদের হাতে ৮ পুলিশ নিহত ও আরো ৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। অভিযান শেষে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে গতকাল রাত ৯ টায় কাবুল বাহিনী তাখার প্রদেশে তালিবান নিয়ন্ত্রিত বাঙ্গি জেলার ডাহনা এলাকায় বিভিন্ন দিক থেকে মুজাহিদিনদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে, যা মুজাহিদগন তীব্র আক্রমণ চালিয়ে পতিহত করেন। এই হামলায় তালিবানদের হাতে কাবুল সরকারের ২ সিনিয়র কমান্ডারসহ ২৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ২ টি হালকা ও ভারী অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এদিন সকাল নয়টার দিকে ফরিয়াব প্রদেশের দওলতাবাদ জেলার কেন্দ্রস্থলে কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষামূলক পোস্টগুলিতে হামলা চালান তালিবান মুজাহিদগণ। যা ঐদিন সকাল ১০ টা অবধি চলে।

হামলার ফলস্বরূপ মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে একটি চেকপোস্ট এবং একটি ঘাঁটি বিজয় করেন। এসময় কমান্ডার হাবিবসহ ৭ মুরতাদ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, আহত হয় আরো ৪ সৈন্য। এছাড়াও এক সৈন্যকে মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেন। তবে এই অভিযানে ৩ জন মুজাহিদ আহত এবং অপর একজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

এমনিভাবে গজনীর প্রাদেশিক কেন্দ্রে এবং খাজা ওমরি জেলাতে এদিন আরো ২টি পৃথক হামলা চালান তালিবান মুজাহিদিন। যার ফলে ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ১৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে লাঘমান প্রদেশের কারঘা জেলাতেও এদিন পৃথক ২টি অভিযান চালান মুজাহিদগণ। এসময় শত্রু ঘাঁটিতে মিসাইল হামলাও চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ১৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

---

## জম্মু-কাশ্মীরে নতুন করে ব্যাপক সেনা মোতায়েন, বড় কিছু ঘটার ইঙ্গিত

কাশ্মীরের উত্তরে এবং জম্মুর কিছু এলাকায় বিপুল সংখ্যক আধাসামরিক বাহিনী পৌঁছেছে। এতে স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে উদ্বেগের জন্ম নিয়েছে।

২০১৯ সালে এই অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদাকে বাতিল করা এবং দুটি আলাদা ইউনিয়নে বিভক্ত হওয়ার পর এই প্রথম এতো বিপুল পরিমান সেনা এই অঞ্চলে মোতায়েন করা হলো।

স্থানীয়রা বলছেন, এই অঞ্চলে এমন বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন বড় কিছু ঘটারই ইঙ্গিত বহন করে। তাই এ নিয়ে উদ্বেগের জন্ম হয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

---

## খোরাসান | তালিবানের ইস্তেশহাদী হামলায় ৮০ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত আরো কয়েক ডজন

আফগানিস্তানের উত্তর বালখ প্রদেশের পুলিশ সদর দফতরে একটি সফল গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন একজন ইস্তেশহাদী তালিবান মুজাহিদ। এতে ৮০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে।

গতকাল দুপুরের পরেই পুলিশ সদর দফতরের সামনে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা হামলা চালান হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াকুব মুখতার (তাকাব্বালাল্লাহ) নামক একজন ইস্তেশহাদী তালিবান মুজাহিদ। এতে পুলিশ সদর দফতর এবং জেলা ভবন ধ্বংস হয়ে যায়। হতাহত হয় শাতাধিক মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এদিকে হতাহতের সঠিক পরিসংখান গোপন করতে হামলার পরপরই বালখে কাবুল সরকারের নিযুক্ত পুলিশ প্রধানের মুখপাত্র আদিল শাহ বলেছিল, বিস্ফোরণে তাদের ২ সৈন্য নিহত হয়েছেন এবং আরো ১৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। সে আরও যোগ করেছে যে বোমার আঘাতে একাধিক সামরিক ভবন ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তালিবানরা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তালিবানের কেন্দ্রীয় একজন মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, উক্ত গাড়ি বিস্ফোরণে ৮০ এরও বেশি কমান্ডো, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সেনা ও গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন কাবুল সৈন্য।

তিনি এই আক্রমণকে কাবুল সরকারী সেনাদের কর্তৃক সাম্প্রতিক বেসামরিক নাগরিকদের হতাহত করার প্রতিশোধ বলে অভিহিত করেছেন।

"আক্রমণটি ছিল সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুর সাম্প্রতিক অত্যাচারের প্রতিশোধ।"

এটি লক্ষ করা উচিত যে তালিবানরা সম্প্রতি জেলা কেন্দ্র এবং বৃহত্তর সামরিক ঘাঁটিগুলিতে গাড়ি বোমা হামলাসহ বড় ধরণের অভিযান চালাচ্ছেন, এসব অভিযানের মাধ্যমে তালিবানরা গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডজনখানেক জেলা এবং অনেক সামরিক ঘাঁটি বিজয় করে নিয়েছেন।

حافظ محمد یعقوب مختار تقبله الله
د بلخ ولایت د خاص بلخ ولسوالی لپاره د کوډاکی اداري
په امنیه قوماندانی او نورو نظامي تأسیساتو د استشهادي برید اتل

## ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেছে ইসরায়েল

১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সময় থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেছে পৃথিবীর বিষফোঁড়া অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। এর মধ্যে বন্দী অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছে ২২৬ জন ফিলিস্তিনি।

শনিবার (৫ জুন) ফিলিস্তিনের স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে ‘বন্দি এবং সাবেক বন্দি’ বিষয়ক (ডিটেইনি অ্যান্ড এক্স ডিটেইনি) কমিশন জানিয়েছে, এই ১০ লাখ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ১৭ হাজার নারী এবং ৫০ হাজার শিশু। এছাড়া দখলদার ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ৫৪ হাজার প্রশাসনিক ‘গ্রেফতারি’ পরোয়ানা জারি করেছে। এই প্রশাসনিক গ্রেফতারি পরোয়ানা নীতির ফলে বিচার এবং অভিযোগ গঠন ছাড়াই দখলদার ইসরায়েল আটককৃতদের বন্দিত্বের মেয়াদ বাড়াতে পারে।

দখলদার সেনাদের হাতে আটককৃত সবাই বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর আচরণের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও উঠে আসে সংস্থাটির বিবৃতিতে।

---

# ০৬ই জুন, ২০২১

## হারাকাতুশ শাবাবের অস্ত্র ও সাঁজোয়া যানের সবাচাইতে বড় যোগানদাতা তুরস্ক

আপনি জানেন কি? বর্তমানে আল-কায়েদা সোমালিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের হাতে থাকা অত্যাধুনিক অস্ত্র আর সাঁজোয়া যানগুলোর সবাচাইতে বড় যোগানদাতা হচ্ছে সেক্যুলার তুরস্ক ও মুসলিম নামধারী দেশগুলো!

অবাক হাচ্ছেন তাইনা! হা আমি সত্যিই বলছি, বর্তমানে আল শাবাবের কাছে থাকা অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরাট একটা অংশই আসে সেক্যুলার তুরষ্ক থেকে। হয়তো প্রশ্ন জাগছে যে, কিভাবে তুরস্ক  এখন হারাকাতুশ শাবাবের সমরাস্ত্রের সবাচাইতে বড় যোগানদাতা?

তাহলে পড়ুন, পূর্বে আল শাবাবের অস্ত্রের সবাচাইতে বড় যোগানদাতা ছিল আমেরিকা, কেনিয়া, ইথিউপিয়া ও আফ্রিকান ইউনিউন। তবে বর্তমান মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এই দেশগুলোর অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছে, আবার এসব দেশের কোনটিতে মুজাহিদগণ নতুন ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্যেও লড়াই শুরু

করে দিয়েছেন। যার ফলে ক্রুসেডাররা নিজেদের দেশ রক্ষার্থে বা অর্থনীতিতে যে ধ্বস নেমেছে তার লাগাম টেনে ধরতে নিজেদের সেই দায়িত্বটা দিয়েছে তুরস্ক এবং আরব আমিরাতকে।

আর তাই মুসলিম নামধারী এই দেশগুলোর মুরতাদ শাসকরা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের সন্তুষ্টি অর্জনে সোমালিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারতকে ধ্বংস করতে কিছুদিন পরপরই সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর জন্য কোটি কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান প্রেরণ এবং গরগর নামক একটি স্পেশাল (অথর্ব) ফোর্স তৈরি এবং নিজ দেশের সামরিক বাহিনীকে প্রেরণ করে সহায়তা করে যাচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, অপরদিকে আল্লাহ্'র খাস বান্দারাও (মুজাহিদগণ) বসে নেই, তাঁরাও এসব মুরতাদ সৈন্যদের উপর কিছুদিন পরপরই বড় বড় অভিযান চালিয়ে তাদের লাশের স্তুপ তৈরি করেন। অতঃপর অভিযান শেষে এলাকা বিজয়ের মাধ্যমে মুজাহিদগণ এসব মুরতাদ বাহিনীকে দেওয়া সেক্যুলার তুরষ্ক এবং মুসলিম নামধারী দেশগুলোর কোটি কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র আর সাঁজোয়া যানগুলোও গনিমত হিসাবে নিয়ে আসেন।

দেখুন, এসব সেক্যুলার দেশগুলোর পাঠানো কিছু অস্ত্র, যা মুজাহিদগণ অভিযান ও এলাকা বিজয়ের পর মুরতাদ বাহিনী থেকে গনিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2021/06/06/49785/

---

## চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় মালাউন পুলিশ কর্তৃক ছাদ থেকে ফেলে মুসলিম হত্যা

ভারতের উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে মালাউন পুলিশের দাবিকৃত চাঁদা না দিতে পারায় এক মুসলিম ব্যবসায়ীকে নির্যাতন করে বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রশাসন।

নিহত মুহাম্মাদ আক্কিল কুরেশির মেয়ে আলফিয়া (৫) জানায়,"উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের মোর্চি ওয়ালি গলির নিজ বাড়ির ছাদ থেকে পুলিশ তার বাবাকে বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে।"

সংবাদ প্রতিবেদকে আলফিয়া, পিতা আক্কিল হত্যার ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখিয়ে দেয়, হত্যার সময় তার বাবার এক পা এখানে ছিল, আরেক পা ঐখানে ছিল আর পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার সময় আক্কিলের মাথা এভাবে ছিল। ঘটনাটি গত মে মাসের ২৩ বা ২৪ তারিখ মধ্যরাতে আনুমানিক ১ টার দিকে ঘটে। আর মাংস বিক্রেতা আক্কিল কুরেশি (৪২) ঘটনার তিন দিন পর, গত ২৭ মে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

মালাউন প্রশাসন হত্যাকাণ্ডটি ধামাচাপা দিতে জানায়,"পুলিশের একটি দল গরু হত্যা মামলায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে আক্কিলকে সে রাতে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল।"

নিহতের পরিবার জানায়, আক্কিলের কাছে পুলিশ টাকা দাবি করে, কিন্তু আক্কিল তা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় উত্তেজিত পুলিশ নির্যাতন করে তাকে বাড়ির তিনতলা ছাদ থেকে ফেলে দেয়।

নিহতের এক প্রতিবেশী জানান, আক্কিলের বেশির ভাগ আঘাত মাথায় লেগেছে। ফলে অনুমান করা হচ্ছে তিনি প্রথমে মাথায় চোট পেয়েছেন।

প্রতিবেশির আরেকজন প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "কেউ যদি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে, তবে মাথার পরিবর্তে প্রথমে তার পা মাটিতে আঘাত পাবে, ঠিক?"

আক্কিল কুরেশির বড় মেয়ে সুমাইয়া ও স্ত্রী শাহানা সাংবাদিকদের নিকট পুনরায় ব্যক্ত করেন, টাকা দিতে প্রত্যাখ্যান করায় পুলিশ আক্কিলকে বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুই মেয়ে আলফিয়া, সুমাইয়া ও স্ত্রী শাহানা ঘটনাটি ঘটার ঐ সময় বাড়ির ছাদেই তখন অবস্থান করছিলেন।

নিহতের পরিবার জানায়, মালাউন পুলিশ আক্কিলের কাছে প্রায়ই টাকা চেয়ে নিতো। স্ত্রী শাহানা বলেন,"মালাউন পুলিশ আমার স্বামীর কাছে প্রায়ই টাকা চাইলে, তিনি ভয়ে ভয়ে তাদেরকে টাকা দিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি এর বিস্তারিত কারণ আমাদের জানাতেন না।"

আক্কিলের মেয়ে সুমাইয়া জানায়, সে রাতে মালাউন পুলিশ বাড়ির ছাদ থেকে তার বাবাকে ফেলে দিতে সে দেখেছে।

"সে রাতে পুলিশ বাবার কাছে টাকা চায়। যখন তিনি তা দিতে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন পুলিশ পিস্তলের বাট দিতে বাবার মাথায় প্রচন্ড আঘাত করতে থাকে। তারপর পুলিশ বাবার পা ধরে টেনে নিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে তাকে ফেলে দেয়। তারপর পুলিশ চলে যায়।"

প্রত্যক্ষদর্শী শাহানা জানান,"মালাউন পুলিশ আক্কিলকে চারদিক থেকে প্রথমে ঘিরে ধরে, এবং জামার কলার চেপে ধরে পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় সজোড়ে আঘাত করতে থাকে। তারপর বাড়ির ছাদ থেকে তারা তাকে ফেলে দেয়।"

স্ত্রী শাহানা আরো বলেন,"মালাউন পুলিশ দরজায় ঠকঠক করায় আমি দরজা খুলে দেই। তাদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশ বাড়ির বাইরে গেইট থেকে এসেছিল, আর কেউ কেউ বাড়ির ছাদে উঠছিল। আমার মেয়েরা তখন বাড়ির ছাদে ছিল। তারা তাদের বাবাকে ছাদ থেকে ফেলে দিতে দেখে ভয়ে কাঁদছিল। উত্তেজিত পুলিশ মেয়েদের কান্না না থামালে তাদেরকেও বাবার মতো ছাদ থেকে ফেলে দেয়ার হুমকি দেয়। পুলিশ আমার সাথেও দুর্ব্যবহার করেছে।"

ভুক্তভোগীর পরিবার বাড়ির ছাদ থেকে প্রতিবেশির বাসায় ফেলে দেয়া আক্কিলের কাছে গিয়ে দেখে আক্কিলের শরীর থেকে অঝোরে রক্ত ঝড়ছে। আহতাবস্থায় আক্কিলকে তারা ঠেলাগাড়িতে করে হাসপাতালে নিতে চেষ্টা করে। মুমূর্ষু অবস্থায় আক্কিলকে অর্ধেক রাস্তা ঠেলাগাড়িকে করে ও বাকি পথ সাইকেলে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিহতের স্ত্রী শাহানা জানান,"আক্কিলের কাছে মালাউন পুলিশ প্রায়ই টাকা চাইতো। কোভিড ১৯ লকডাউনের কারণে আক্কিলের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা অনেক কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছিলাম।"

শাহানা আরো জানান, পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে তিনি ও তার চার মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে বেঁচে থাকা আরো দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

নিহত আক্কিলের শ্বাশুড়ি সাংবাদিককে বলেন,"ঘরটি দেখুন। এখানে অল্প জায়গা আছে। আর জায়গাটি আবদ্ধ। বাড়িতে একটিই মাত্র কক্ষ আর ছাদে মাথা গুজার অল্প জায়গা আছে। যদি আমার মেয়ের জামাই পুলিশের দাবী অনুযায়ী দাগি আসামী হতো, তবে তার কি বাংলো বাড়ির মতো উন্নত আবাসন থাকতো না?"

উল্লেখ্য, নিহত আক্কিলের খুর্জা নগর এলাকায় একটি ছোট মাংসের দোকান ছিল। তিনি গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ রুপির মতো উপার্জন করতেন।

নিহতের পরিবার জানায় তারা গত ২৭ শে মে আক্কিলের মৃত্যুর দিনই ভারতের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দেয়া ও মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করায় সম্পৃক্ত পুলিশ জওয়ান সুনীল, গৌরভ, দীলেন্দ্র, ফরিদ ও অন্যান্যদের নামে দরখাস্ত করেছেন।

দরখাস্তটির অনুলিপি থেকে জানা যায়, হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তিন তলা বাড়ির ছাদ থেকে আক্কিলকে ফেলে দেয়। আর ২৭ মে বৃহস্পতিবার রাতে আক্কিলের মৃত্যু ঘটে। দরখাস্তে দোষী পুলিশদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা ও ভুক্তভোগী পরিবারটিকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

মানবাধিকার সংস্থা "ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ" গত ১ জুন মঙ্গলবার ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট "পুলিশের নৃশংসতা" আমলে আনতে একটি পত্র পাঠিয়েছে।

নিহতের পরিবারটি আক্কিল হত্যার ন্যায়বিচার কামনা করে। স্ত্রী শাহানা আক্কিল হত্যায় দোষী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি পিতৃহীন পাঁচ সন্তানদের ক্লেশহীন ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

---

## রাজপথ কাঁপানো ছাত্রলীগ নেতা এখন অসহায় দিনমজুর

এক সময় তার 'জয় বাংলা' স্লোগানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীও সমর্থকরা। সরকার বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন মিছিলের অগ্রভাগে। বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। সহ্য করতে হয়েছে জুলম আর নির্যাতন। তাই লেখাপড়াও শেষ করতে পারেননি। মিছিলের অগ্রভাগে থেকে এভাবেই শ্লোগান দিয়ে রাজপথ কাঁপাতেন মো. সেলিম খন্দকার।

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মোগড়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘ বছর এ দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। বর্তমানে সব কিছু যেন তার জীবনে অতীত হয়ে আছে। জীবন জীবিকার তাগিদে তিনি এখন দিনমজুরের কাজ করে দিনাতিপাত করছেন।

সাবেক এ ছাত্রলীগ নেতা সেলিম খন্দকার সীমান্তবর্তী মোগড়া ইউনিয়নের বাউতলা গ্রামের কৃষক নূরুল হক খন্দকার ওরফে দারগা আলীর ছেলে। তিনি ১৯৯০ সালের পরে ছাত্রলীগের মাধ্যমে রাজনীতিতে যোগ দেন। তৎকালীন সময়ে সীমান্ত এলাকার এক অজপাড়াগাঁ থেকে শহরে ছুটে এসে নিয়মিত মিছিল, সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। তার রাজনীতিতে সক্রিয় কর্মকাণ্ডের কারণে স্বল্প সময়ের তিনি দলের মধ্যে একজন জনপ্রিয় কর্মী হয়ে উঠেন।

একপর্যায়ে তিনি কাউন্সিলের মাধ্যমে মোগড়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি হন। সরকার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে সাবেক এ নেতা অভাবের তাড়নায় দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ ৪ জনের সংসার তার। পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন জোগাতে কখনো নির্মাণ শ্রমিক, কখনো মালামাল লোড-আনলোড, আবার কখনো ইটভাটার শ্রমিকের কাজ করছেন তিনি।

তার থাকার দু'চালা টিনের ঘরটি ও ভাঙাচোরা। বৃষ্টি হলে টিনের চাল দিয়ে ঘরে পানি ঢুকে পড়ছে। সেই ভাঙাচোরা ঘরের মধ্যেই স্ত্রী সন্তান নিয়ে কোনো রকমে দিন যাপন করছেন সাবেক এ ছাত্রনেতা।

সেলিম খন্দকার বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলাম। তখনকার সময় রাজনীতি করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। সরকার বিরোধী আন্দোলনে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি থেকে সরে যাইনি। একপর্যায়ে ইউনিয়ন ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি।

তিনি আরো বলেন, নানা কারণে আজ আমরা যেন হারিয়ে যেতে বসেছি। যার কারণে আজ অর্থাভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করতে হচ্ছে। গরিব কৃষকের ঘরে জন্ম নেয়ায় ইচ্ছাশক্তি থাকার পরও লেখাপড়া বেশি করতে পারিনি। তাই এখন দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাতে হচ্ছে। যেদিন কাজ থাকে সেদিন আহার জোটে। আর যেদিন কাজ থাকে না সেদিন উপোস থাকতে হয়। তাছাড়া এখন বয়স হয়েছে, বেশি পরিশ্রমের কাজ করতে কষ্ট হয়।

উল্লেখ্য, তার অবস্থা থেকে বর্তমানের ছাত্রলীগ নেতাদের অনেক কিছু শেখার আছে। যারা ক্ষমতার দাপটে অহরহ অন্যায় কাজ করে চলছে। দলীয় রাজনীতির অন্ধ অনুকরণে উলামায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবি করছে।

---

## খোরাসান | তালিবান মুজাহিদদের হামলায় ৯০ এরও বেশি কাবুল সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানে গত একদিনে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন। এর কয়েকটিতেই ৭৪ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ১৬ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

এরমধ্যে গতরাতে দেশটির জাউজান প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার কোকালদাশ এলাকায় কাবুল বাহিনীর একটি ঘাঁটি এবং দুটি ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৭ পুলিশ সদস্য নিহত, ১২ সৈন্য গ্রেপ্তার হয়েছে। এছাড়াও ২ টি ট্যাঙ্ক, ২ টি ঘোড়া, ২৩ টি হালকা ও ভারী অস্ত্রসসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ মুজাহিদীনরা গনিমত লাভ করেছে। অভিযানে মুজাহিদিনদের কোনপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

এদিকে দক্ষিণ কান্দাহার প্রদেশের জালখান এলাকায় কাবুল বাহিনীকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালান তালিবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৯ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। হামলার ফলে মুজাহিদগণ পোস্টটিও দখল করেছেন। তবে এ ঘটনায় দু'জন মুজাহিদ আহতও হয়েছেন।

এমনিভাবে গতরাতে হেরত প্রদেশের কোহসান জেলার কুদুসবাদ এলাকায় তালিবান মুজাহিদিনের হামলায় ৫ পুতুল সৈন্য নিহত এবং তাদের ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় মুজাহিদগণ একটি রকেট, দুটি ক্লাশনিকোভ, একটি রাইফেল, এক বক্স বোমা মুজাহিদিনরা জব্দ করেছেন।

অপরদিকে গতকাল বিকেলে, জাবুল প্রদেশের রাজধানীতে অবস্থিত কাবুল বাহিনীর মাসউদ বেসে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, উক্ত বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫ পুতুল সেনা নিহত ও ৩ সেনা আহত হয়েছে।

একইভাবে গতকাল হেলমান্দ প্রদেশের লস্করগাহ ও গ্রেশক জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন তালিবান মুজাহিদগণ। এতে ২৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। তবে এসব অভিযানে ১ জন মুজাহিদ শহিদ এবং আরো ৩ জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

অনুরূপ গতকাল নানগারহার প্রদেশের দাহ-বালা ও খোগিয়ান জেলায়ও ২টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। এতে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে কাবুল বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক।

গতকাল সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ৮টা নাগাদ কান্দাহার প্রদেশের বোলদাক জেলার লো-কারেজ এলাকায় কাবুল বাহিনীর অবস্থানে তীব্র হামলা চালান তালিবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৯ ভাড়াটে কাবুল সৈন্য নিহত হয়েছে।

সর্বশেষ গতকাল রাত আড়াইটায় জাউজান প্রদেশের আচ্চা জেলায় মুরতাদ বাহিনীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তা দখলে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হাতে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অপর ১ সৈন্য আহত হয়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্র ও গুলা-বারোদ গনিমত লাভ করেছেন।

---

## ইসরায়েলি হামলায় গাজার কৃষিক্ষেত্রে ২০ কোটি ডলার সমমূল্যের ক্ষতি

দখলদার ইসরায়েলের সাম্প্রতিক বর্বরোচিত হামলায় গাজা উপত্যকার কৃষিক্ষেত্রে অন্তত ২০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের কৃষি মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, টানা ১১ দিন গাজা উপত্যকায় নিরবিচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ করা হয়েছে যার কারণে গাজার কৃষকরা তাদের কৃষিক্ষেত্রে যেতে পারেননি এবং কাজ করতে পারেননি। সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের এই আগ্রাসনে গাজার শত শত একর জমির শাকসবজি, ফসলাদি, কৃষি খামার এবং গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেছে।

জানা যায়, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃত এসব কৃষিক্ষেত্রকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল যাতে গাজাকে দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধের ক্ষতির বহন করতে হয়। পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রগুলোতে যাতে সেচ না দেয়া যায় সেজন্য সেচ ব্যবস্থার উপরও হামলা চালানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনের কৃষি মন্ত্রণালয় আরও জানায়, শুধু কৃষিক্ষেত্র ও ফসলের ক্ষতি হয়নি বরং এসব হামলায় ব্যাপকসংখ্যক গবাদি পশু-পাখির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বোমা বর্ষণের সময় খাদ্য সরবরাহ বন্ধ থাকায় বহু পশু-পাখি না খেয়ে মারা গেছে।

এদিকে, গাজার শ্রম ও গৃহায়ণ বিষয়ক উপমন্ত্রী নাজি সারহান জানিয়েছেন, ইসরায়েলি আগ্রাসনে ১,২০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে যার অর্থমূল্য ১৫ কোটি ডলার।

---

## বিশ্বের নিন্দা স্বত্তেও অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সমর্থনে অনড় অস্ট্রিয়া

বিশ্বের কূটনীতিক নিন্দা উপেক্ষা করে গত ৪ জুন শুক্রবার অস্ট্রিয়া দৃঢ়ভাবে দখলদার ইসরাইলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে যখন ইসরাইলের ঘৃণ্য আগ্রাসন চলছিল, তখন সন্ত্রাসী ইসরাইলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অস্ট্রিয়া তার প্রশাসনিক দপ্তরে ইসরাইলি পতাকা উড়িয়েছে।

অস্ট্রিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার শ্যাচলেনবার্গ দৈনিক সংবাদপত্র "ডাই প্রেসে" দেয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, প্রধানমন্ত্রী সেবাস্টিয়ান কুর্জের ইসরাইলের সাথে জোটবদ্ধতার কারণে অস্ট্রিয়ার মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

আলেকজান্ডার বলেন,"অস্ট্রিয়া এখানে ভেবেচিন্তে তার ইসরাইল নীতির সত্যায়ন করেছে। এটা অস্ট্রিয়ার সরকারি কর্মসূচিতেও রয়েছে।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন,"অস্ট্রিয়া ইসরাইলের প্রতি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত। তাই "অষ্ট্রিয়া-ইসরাইল" সম্পর্কের ফলে আমরা আমাদের নীতিতে স্পষ্টত পরিবর্তন এনেছি।"

মানবতা বিরোধী ইহুদি রাষ্ট্রের কট্টর মিত্রতার কারণে অস্ট্রিয়া সারা বিশ্বে কড়া সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত, গত মে মাসে অবরুদ্ধ গাজায় ন্যাক্যারজনক ইসরাইলি বিমান হামলা চলাকালে অস্ট্রিয়া ইসরাইলের সমর্থনে সরকারী অফিস ও পররাষ্ট্র দপ্তরে ইসরাইলি পতাকা উড়ানোর পর সচেতন বিশ্ব অস্ট্রিয়ার প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী সেবাস্টিয়ান কুর্জ সে সময় টুইটারে ছবি আপ্লোড করে লিখেন, "আজ অষ্ট্রিয়ার কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ইসরাইলের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরাইলি পতাকা শোভা পাচ্ছে।... একইসাথে আমরা ইসরাইলের পাশে দাঁড়িয়েছি।"

তাছাড়াও, অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র আলেকজান্ডার ইসরাইলের নিরাপত্তার প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, অস্ট্রিয়ার এমন মনোভাব দেশটির ঐতিহ্যগত নিরপেক্ষতা নীতির বিপরীত। এটি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মৌলিক নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শনও বটে।

সম্প্রতি গত মে মাসে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা ও অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরে ইসরাইলের সর্বশেষ আগ্রাসনে নারী ও শিশুসহ কমপক্ষে ২৮৯ জন মুসলিম নিহত হন। তাছাড়াও বহু ফিলিস্তিনির ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গাজা উপত্যকায় ১১ দিনব্যপী ইসরাইলি বিমান হামলায় জরুরি স্বাস্থ কেন্দ্র, শিশুদের স্কুল, গণমাধ্যম কার্যালয় সহ বহু মুসলিম বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

---

## সোমালিয়া | একইদিনে মুরতাদ বাহিনীর উপর আশ-শাবাবের ১০টি হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন একইদিনে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর ১০টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৫ মে শনিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, যুবা রাজ্য, শাবেলী রাজ্য ও হাইরান রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ১১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এরমধ্যে রাজধানীর ইয়াকশাদ শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় দেশটির সুরক্ষা ও গোয়েন্দা অফিসার উসমান মোহাম্মদ ওহলী সহ আরো ২ গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়েছে। অপরদিকে শাবেলী সুফলা রাজ্যে মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এতে ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা সকল সৈন্য নিহত হয়।

বাকি অভিযানগুলো মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের বাহিরে হওয়ায় হামলার সঠিক কোন ফলাফল জানা যায় নি।

---

## সোমালিয়া | গুরুত্বপূর্ণ শহর ওয়ার্মহান নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন

মুরতাদ বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার পর সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্মহান নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৫ মে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় সামরিক বিমানবন্দর বালিদুকলির মধ্যবর্তী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শহর ওয়ার্মহান বিজয় করে নিয়েছেন।

রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, শহরটির দিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অগ্রসরের খবর পেয়েই সোমালিয় মুরতাদ সেনাবাহিনী শহরটি ছেড়ে পালিয়েছে। এরপর মুজাহিদগণ কোন যুদ্ধ ব্যাতিতই শহরটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

---

### ০৫ই জুন, ২০২১

## নামাজের পর ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা

আবারও ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (৪ জুন) জুমার নামাজের পর অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা করে। এতে ২৩ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।

পূর্ব জেরুজালেমের অবৈধভবে বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে শুক্রবার রাস্তায় নামেন সাধারণ ফিলিস্তিনিরা।

বসতি স্থাপন ইস্যুতে তেল আবিবের সিদ্ধান্তকে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে নানা স্লোগান দেন তারা। প্রতিবাদে বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়।

এ সময় বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী।একইদিন পশ্চিম তীরেও ইসরায়েলি বাহিনীর দখলদারিত্ব এবং গাজায় নির্বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন ফিলিস্তিনিরা।

এতেও হামলা চালায় দখলদার সেনারা। সে সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে বেশ কয়েকজন আহত হন।

দাবি আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন বিক্ষোভকারীরা। কয়েক সপ্তাহ ধরেই জেরুজালেমে অবৈধ বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে আসছেন ফিলিস্তিনিরা।

---

## সাহেল আফ্রিকায় জাতিসংঘের ২টি  সামরিক ট্রাকে আল-কায়েদার হামলা

সাহেলে অবস্থিত আল-কায়েদার শাখা জামায়াত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন মালিতে কুফফার জাতিসংঘের 'মিনুসোমা' জোট বাহিনীর দুটি সামরিক ট্রাকে হামলার দায় স্বীকার করেছে।

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার এই শাখাটির অফিসিয়াল 'আয-জাল্লাকা' মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক জারি করা এক বিবৃতিতে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে। বিবৃতিটিতে হামলার বিষয়ে খুব কমই বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ মে মালির গাও রাজ্যের উত্তরে ক্রুসেডার জাতিসংঘে সামরিক সরঞ্জামগুলিতে আক্রমণ করেছেন 'জিএনআইএম' এর জানবায মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিক ট্রাক। তবে উক্ত বিবৃতিতে আক্রমণের পদ্ধতি বা ফলাফল সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

---

## পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ২ পুলিশ সদস্য নিহত

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। এতে ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

রাজধানী ইসলামাবাদের শামস কলোনি থানায় গতকাল (৪ জুন) রাতে মুরতাদ পুলিশ কর্মীদের উপর হামলার দায় স্বীকার করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র।

মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, শামস কলোনী থানার সীমান্তবর্তী সিটিটিআই কলেজের নিকটে তার সহযোগী মুজাহিদ সাথীরা টহলরত নাপাক সৈন্যদের টার্গেট করে সফলভাবে গুলি চালিয়েছেন। এতে ঘটনাস্থলেই ২ পুলিশ সদস্য মারা যায়। নিহত পুলিশ সদস্যরা হল- বশির শাহ এবং ইশতিয়াক শাহ

এটি লক্ষ করা উচিত যে গত কয়েক দিনে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কিছু হামলা চালিয়েছে, যা পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী এবং অন্যান্য সামরিক সংস্থাগুলির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

## সুপ্রিম কোর্ট বার ক্যান্টিনে গরুর গোশত রান্না বন্ধে চার হিন্দু আইনজীবীর আবেদন

হাইকোর্ট বারে গরুর গোশত রান্না বন্ধ করার নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করেছে হিন্দু আইনজীবী সংগঠনের সভাপতি মালাউন বিভাস চন্দ্র বিশ্বাস। আবেদনটিতে স্বাক্ষর করেছে আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সম্পাদক অনুপ কুমার সাহা, আইনজীবী সমিতির বিজয়া পুনর্মিলনী ও বাণী অর্চনা পরিষদের আহবায়ক জয়া ভট্টাচার্য্য এবং সদস্য সচিব মিন্টু চন্দ্র দাস।
অথচ, গরুর গোশত বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বৈধ একটি খাবার। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর। যুক্তরাজ্যের অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী গরুর গোশতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন বি-৬, বি-১২, মিনারেল, জিংক রয়েছে এবং এটি প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। গরুর গোশতের পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে এবং দেশের জনগণের প্রোটিন নিশ্চিতে সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ৪.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে "আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্ট করণ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
'গরুর গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হওয়ায় ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী তা অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার। এছাড়া আমাদের পাশের দেশ ভারতের সব রাজ্যে গরু জবাই ও গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, গোয়া, কেরালা, তামিলনাড়ু, মিজোরাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে গরু জবাই করা নিষিদ্ধ নয়।

আইনজীবী মোঃ মাহমুদুল হাসান ভাই আরও বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে কোনও খাবার খাওয়া বা না-খাওয়া মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও রুচির বিষয়। স্বাস্থ্যগত কারণে বা বিশ্বাসজনিত কারণে কেউ গরুর গোশত অপছন্দ

বা নাও খেতে পারেন। তাই বলে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে ক্যান্টিনগুলোতে গরুর গোশত রান্না বা বিক্রি হবে না, এ বিষয়গুলো অত্যন্ত অমানবিক। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক পরিশ্রম করেন। তাই আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিতে বার অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে সব ক্যান্টিনে গরুর গোশত রান্না ও বিক্রি হওয়া আবশ্যক। পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত কারণে বা বিশ্বাস জনিত কারণে যারা গরুর গোশত খেতে চান না, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা উচিত।'

---

## ফেরাউনের শিশু হত্যাকেও হার মানিয়েছে চীন

তৎকালীন মিশরের ত্বাগুত শাসক ফেরাউনের শিশু হত্যাকেও হার মানিয়েছে নাস্তিক্যবাদী ত্বাগুত শাসক চীন সরকার। এ যেন নব্য ফেরাউন। ফেরাউন বানু-ইসরাঈলের বংশ থেকে বেছে বেছে শুধু পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো আর চীন সেখানে একধাপ এগিয়ে মায়ের গর্ভেই অনাগত উইঘুরদের হত্যা করছে। বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে বেঁচে ফেরাদের জবানবন্দীতে উঠে এলো এমনি ভয়াবহ নিপীড়নের ঘটনা। চীনের নিরাপত্তা বাহিনী কীভাবে জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটিয়েছে মুসলিম নারীদের তুরস্কে আশ্রয় নেয়া উইঘুররা তারই বর্ণনা দেন। পুরুষদের জবানবন্দীতেও উঠে এসেছে ক্যাম্পগুলোতে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র।

জোরপূর্বক গর্ভপাত করানো হয় উইঘুর নারী বামেরিয়াম রোজির। সেই থেকে চোখের পানিতেই বেঁচে আছেন এই নারী। অনাগত সন্তান হারানোর কষ্ট তিনি ভুলতে পারছেন না।

বেদনার্ত কণ্ঠে বামেরিয়াম রোজি বলেন, 'আমিসহ একসঙ্গে আরও ৮ অন্তঃসত্ত্বাকে পুলিশ জোর করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। এরপর আমাদের একটি করে ট্যাবলেট খেতে দেয়া হয়। ওষুধ খাওয়ার আধা ঘন্টা পর আমাদের পেটে ইনজেকশন দেয়া হয়। এভাবেই ওরা আমার গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলে। অথচ তখন সাড়ে ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে ছিলাম আমি।'

রোজির মতো এমন লাখো লাখো নারী দুর্বিষহ জীবন পার করছেন চীনের বিভিন্ন ক্যাম্পে। শুধুমাত্র উইঘুর মুসলিম হওয়ার অপরাধে গর্ভপাতের মাধ্যমে সন্তান নষ্ট ও চিরতরে বন্ধ্যা করে দেয়া হচ্ছে। চীনে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন এসব উইঘুররা, তা উঠে এসেছে ব্রিটিশ গণট্রাইব্যুনালে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দীতে।

দেশটিতে নাস্তিক্যবাদী কর্তৃপক্ষের বর্বরতার শিকার অন্তত ১ মিলিয়ন উইঘুর। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক, গুম, হত্যা এবং ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে জিনজিয়াং প্রদেশে। এমনকি সংখ্যালঘু মুসলিমদের ঘরবাড়ি মাটির সাথে গুড়িয়ে চলছে উচ্ছেদ অভিযান।

উইঘুর মুসলিম সেমসিনার আব্দুল গফুর বলেন, জোর করে গর্ভপাত ঘটানো হয়। যারাই গর্ভপাতে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরই ঘরবাড়ি গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। আমি নিজেই দেখেছি সেই ভয়াবহতা।

বামেরিয়াম রোজি আবারও বলেন, আমি এখানে পালিয়ে আসতে পারলেও চীনাদের ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে আমার ছেলেকে। যেকোনো মূল্যে আমার সন্তানকে ফেরত চাই। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

ক্যাম্পগুলোয় জিজ্ঞাসাবাদের নামে বর্বরতা চলছে পুরুষদের ওপরও। আরবিতে বই প্রকাশের অভিযোগে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার মাহমুত তেভেক্কুল।

মাহমুত তেভেক্কুল বলেন, আমাকে আর আমার ভাইকে মাটিতে পিছমোড়া করে বেধে সারারাত পেটানো হয়। টাইগার চেয়ার নামক একটি বিশেষ চেয়ারে বেধে রেখে নির্যাতন করা হতো। একটু নড়াচড়া করলেই, উপড়ে ফেলা হতো হাত-পায়ের নখ।

---

## দখলাদার ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধ তদন্তের ঘোরতর বিরোধী ইউরোপীয় দেশসমূহ

ইউরোপীয় দেশসমূহ চায় না অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইল কর্তৃক সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের সুষ্ঠ তদন্ত হোক।

সম্প্রতি অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় সন্ত্রাসী ইসরাইল কর্তৃক বর্বরোচিত আগ্রাসন ও ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে কৌশলগত দমন-নিপীড়নের তদন্ত করতে গত ৩ জুন বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রস্তাবিত ভোটে তিনটি ইউরোপীয় দেশ আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠনের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ও নয়টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

ইউরো-ম্যাডিটেরিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর এক বিবৃতিতে জানায়,"আন্তর্জাতিক তদন্ত বিরোধী ইউরোপের এমন মনোভাব জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রচেষ্টাকে হ্রাস করবে।"

ইউরো-ম্যাডিটেরিয়ান মনিটর আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোরতর বিরোধী ভোটদাতা জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট গভীর উদ্বেগ জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ইউরো ম্যাডিটেরিয়ান মনিটরের চেয়ারম্যান র‍্যামি আব্দু স্মারকলিপিতে লিখেন, আমরা এটি জেনে হতাশ যে, একাধিক ইউরোপীয় কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত দেশসমূহ দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিরুদ্ধে নিজেদের ভোট দিয়েছে আর নয়টি দেশ ভোটদানে বিরত থেকেছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক তদন্তটি অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসন নিরসনে প্রমাণিতভাবে দরকার ছিল।

আব্দু স্পষ্ট করে বলেন,"ইসরাইল কর্তৃক সম্প্রতি গাজায় ন্যাক্যারজনক হামলায় বহু মুসলিম নিহত হয়েছেন, অনেক বেসামরিক ফিলিস্তিনির আবাসন ধ্বংস হয়ে গেছে।" তাই তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ইসরাইলকে

জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে ভবিষ্যতে এরুপ জঘন্য হামলার পুনরাবৃত্তি বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সবাইকে বিশেষত, ইউরোপীয় দেশসমূহকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

আব্দু বলেন,"মানবাধিকার সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তদন্তটি দায়িত্বশীল দেশসমূহের আন্তরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে।"

উল্লেখ্য, নির্যাতিত ফিলিস্তিন যেখানে ধারাবাহিক ভাবে তদন্তের স্বার্থে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে, সেখানে দখলদার ইসরাইল হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ অঞ্চলে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক তদন্তকারীদের তদন্ত করতে বাঁধা প্রদান করছে।

মানবাধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন আব্দু বলেন, "আইনের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শাসন নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় দেশসমূহের বৃহৎ নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, ইসরাইলকে আন্তর্জাতিক তদন্তে সহযোগিতার জন্য চাপ প্রয়োগ করা।"

তিনি উল্লেখ করে বলেন,"ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর দুটি প্রধান মূলনীতি হচ্ছেঃ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে ব্যহত করার পরিবর্তে সহজতর করা।"

ইউরো-ম্যাডিটেরিয়ান মনিটর চেয়ারম্যান সতর্ক করে বলেন,"দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনের আন্তর্জাতিক তদন্ত বিরোধী ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান তাদের নিজেদের ও ইউরোপের আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে হ্রাস করবে।"

তিনি তার স্মারকলিপির উপসংহারে বিস্ময়প্রকাশক করে বলেন,"ইউরোপের কথিত আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে শাসনের ডাকে বিশ্বের যে কেউ কিভাবে সাড়া দিবে, যখন খোদ ইউরোপ সন্ত্রাসী ইসরাইলের প্রধান সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে?"

উল্লেখ্য, গত ১০ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত ১১ দিন ব্যাপী ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলায় ৬৬ শিশু ও ৩৯ নারী সহ কমপক্ষে ২৫৪ জন মুসলিম নিহত হয়েছেন।

---

## ০৪ঠা জুন, ২০২১

### ভারতে মন্দিরের 'নিরাপত্তায়' মুসলিমদের ঘর বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ

ভারতীয় রেলওয়ে থেকে অবসরপ্রাপ্ত ৭১ বছর বয়সী জাভেদ আখতার। উত্তরপ্রদেশে তার দাদার তৈরি একটি পুরোনো বাড়িতে থাকেন। এই বাড়িতেই তিনি বড় হয়েছেন। ১শ বছর আগের বাড়িটি রাজ্যের একটি পুরোনো হিন্দু মন্দির লাগোয়া।

জাভেদ আখতার জানান, সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে আসে গোরক্ষপুর জেলার কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় পুলিশ। এসময় তাদের বাড়ি ও আশপাশের কিছু জমি পরিদর্শন করে তারা।

পরদিন পুলিশ তাঁকে একটি কাগজে স্বাক্ষর দিতে বলে। যেখানে লেখা ছিল স্থানীয় গোরক্ষনাথ মন্দিরের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের বাড়িটি ছেড়ে দিতে হবে। জায়গাগুলো মন্দিরের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে।

শুধু জাভেদ আখতারই নয় সেখানকার কয়েকটি মুসলিম পরিবারের সাথেই ঘটেছে এমন ঘটনা। জাভেদ আখতার আল-জাজিরাকে বলেন এরইমধ্যে কিছু পরিবার বাধ্য হয়ে পেপারে স্বাক্ষর করে দিয়েছে।

মূলত মন্দিরের 'নিরাপত্তা' নিশ্চিতের কারণ দেখিয়ে গোরক্ষনাথ মন্দির লাগোয়া ১১ টি মুসলিম পরিবারকে বাড়ি-ঘর ও সম্পত্তি খালি করার নোটিস পাঠিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার।

যে মন্দিরটির জন্য জায়গা অধিগ্রহণ করা হচ্ছে সেটির প্রধান পুরোহিত হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ। এরআগে মন্দিরটির প্রধান পুরোহিত ছিল তার বাবা মহন্ত অবৈদ্যনাথ। তিনি ২০১৪ সালে মারা গেলে বাবার স্থলাভিষিক্ত হোন যোগী আদিত্যনাথ। এছাড়া ২০১৭ সাল থেকে যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের

দুই কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার এ রাজ্যের ২০ শতাংশ মুসলিম। উত্তরপ্রদেশে ধর্মীয় সহিংসতার লম্বা ইতিহাস রয়েছে।

**সূত্র: আল-জাজিরা**

---

## সোমালিয়া | আল-কায়েদার দুর্দান্ত সফল হামলায় ৩ কর্নেলসহ ৬০ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

দক্ষিণ সোমালিয়ায় সেন্ট্রাল শাবেলী রাজ্যের রাজি-আলী জেলার ওয়ারাইসি এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ও মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার তীব্র এক লড়াই শুরু হয়েছিল।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এই সফল অভিযানে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৩ কর্মকর্তা সহ ১৮ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। যার মধ্যে "জারজার" নামে পরিচিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক এবং সেক্যুলার তুরস্কের প্রশিক্ষিত কর্নেল

মোহাম্মদ আবদেল ওয়াহেদও ছিল। এই অভিযানে আরো কতক অফিসারসহ ৪২ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এছাড়াও মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান ও ১টি গাড়ি।

---

## ঢাকায় বড় ধরণের ভূমিকম্পের শঙ্কা

সম্প্রতি কয়েক দফা ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে বিভাগীয় শহর সিলেট। এরপরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে। 'ডাউকি ফল্ট' ও সিলেট থেকে চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে গত পাঁচশ থেকে এক হাজার বছরে বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্পের উৎপত্তি না হওয়ায় সিলেটের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পকে বড় ধরনের পূর্বাভাস হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে ২০১৫-১৬ সালে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরে আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে এক থেকে দুই লাখ লোকের প্রাণহানি হতে পারে।

ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান ও বার্মিজ- এ তিন গতিশীল প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। এর মধ্য ইন্ডিয়ান ও বার্মা প্লেটের সংযোগ স্থলে অবস্থিত সিলেট যার উত্তরে 'ডাউকি ফল্ট'।

এ প্লেটগুলো সক্রিয় থাকায় এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবমান হওয়ায় এখানে প্রচুর শক্তি জমা হচ্ছে। আর জমে থাকা এসব শক্তি যে কোনো সময় ভূমিকম্পের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে। ফলে অতিমাত্রায় ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ অবজারভেটরির পরিচালক ও ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার গণমাধ্যমকে বলেন, হবিগঞ্জ অঞ্চলে ১৯১৮ সালে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার এবং ১৯২২ সালে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ফলে 'ডাউকি ফল্ট' খুব সক্রিয়।

ডাউকি ফল্ট ও টেকনাফ সাবডাকশন জোনে হাজার বছর ধরে যে পরিমাণ শক্তি ক্রমান্বয়ে সঞ্চয় হয়ে আসছে, তাতে আট মাত্রার অধিক ভূকম্পন হতে পারে। এ শক্তি একবারেও বের হতে পারে; আবার আংশিক বের হতে পারে বলে জানান এই ভূতত্ত্ববিদ।

বুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. দেলওয়ার হোসাইন বলেন, 'সাত মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন জায়গার স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ বেশিরভাগ স্ট্রাকচার সাতের বেশি ভূমিকম্পের প্রেসার নিতে পারবে না।'

---

## ০৩রা জুন, ২০২১

### সোমালিয়ায় তুরস্কের প্রশিক্ষিত 'গরগর' ফোর্স: অর্থ অপচয়কারী এবং অথর্ব এক সামরিক বাহিনী

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের অগ্রগতি রুখতে তুরস্ক এবং কাতার যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছিল 'গরগর ফোর্স' নামের এক বিশেষায়িত সামরিক ইউনিট। তবে তাদের দেয়া এত অর্থ, সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নত প্রশিক্ষণের পেয়েও নিজেদের অকেজো এবং অথর্ব হিসেবে বরাবরের মত প্রমাণ করে এসেছে এই গরগর ফোর্স।

অল্প কিছুদিন আগে এই ফোর্সের ৭ম ব্যাটালিয়ন অন্যান্য ব্যাটালিয়নগুলোর মত এরদোগানের সেক্যুলার তুরস্কে সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে এসেছে। সব মিলিয়ে এই ফোর্সের সদস্য সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ হাজারে । কিন্তু এত লোকবল এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পাওয়া স্বত্তেও মুজাহিদীনদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত একটি অঞ্চলও দখল করতে পারেনি তুরস্কের প্রশিক্ষিত মুরতাদ এই বাহিনী।

যুদ্ধের ময়দানে অকেজো হলেও ফিতনা ফাসাদ ও অচলাবস্থা সৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে এরা। জানসাধারণকে গুম, খুন, গুপ্তহত্যা, গ্রেফতার অথবা অন্য যেকোনোভাবে অরাজকতা সৃষ্টিতে এদের সিদ্ধহস্ত বলা যায়। সোমালিয়ায় শুধু মুরতাদ প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিল করার জন্য এর আগেও হাংগাশ, রেড

বেরেট কিংবা এনএসএস এর মত যেসব ছদ্মবেশী পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল, এখন তুরস্কের প্রশিক্ষিত এই 'গরগর' ফোর্সও ঠিক একই রকম একটি বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এদিকে আল-শাবাবের মুজাহিদীনরা এগিয়ে চলেছেন পূর্ণোদ্যমে। মুরতাদ গরগর বাহিনীর মত তাদের এত বেশি উন্নত অস্ত্র, অর্থ কিংবা উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলেও তাদের আক্রমণ ঠেকাতে সম্মিলিত মুরতাদ বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে। আর এসব কথিত স্পেশাল ফোর্সের দুর্বলতা মুজাহিদীনদের জন্য বিরাট সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। তাঁরা সহজেই এসব বাহিনীকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিয়ে উন্নত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসেবে পাচ্ছেন। বর্তমানে তুরস্কের বানানো সাঁজোয়া যান ও অত্যাধুনিক রাইফেল আল-শাবাবের যোদ্ধাদের হাতে আসার অন্যতম কারণ এসব দূর্বল মুরতাদ বাহিনী।

সোমালিয়ায় শরীয়াহর সুশীতল আশ্রয় তৈরি করতে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদীনদের সকল ত্বাগুত এবং মুরতাদদের উপর বিজয় দান করুন, আমীন।

---

## পাকিস্তানে পাক-তালিবানের মাইন হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে পাক-তালিবান (টিটিপি)। একদিনের হামলায় নিহত ২, আহত আরো ৩ সৈন্য।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গতকাল (২ জুন) সন্ধ্যায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার মুজাহিদিনরা ওয়াজিরিস্তানের মির-আলি এলাকার শানা-খুট ব্রিজের নিকট একটি সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের উক্ত মাইন বিস্ফোরণের শিকার হয় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি সামরিক যান।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, মুজাহিদদের উক্ত সফল মাইন হামলায় ২ নাপাক সেনা নিহত ও আরো ৩ নাপাক সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

---

## নতুন উপনিবেশ গড়তে জয়োনিস্ট ইহুদীরা দলেদলে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করছে

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে নতুন উপনিবেশ নির্মাণ করতে দখলদার জয়োনিস্ট ইহুদীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলেদলে ফিলিস্তিনে জড়ো হচ্ছে।

গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রায় ৫০০ জয়োনিস্ট ইহুদী বিশ্বের ২০ টিরও বেশি দেশ থেকে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক ইহুদি অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে প্রবেশ করায় উচ্ছাসিত ইসরাইলি মিডিয়া ও প্রশাসন সপ্তাহটিকে বছরের "সেরা সপ্তাহ" হিসাবে ঘোষণা করেছে।

জানা যায়, ফিলিস্তিনে প্রবেশকারী এসব জয়োনিস্ট ইহুদীরা ইতিপূর্বে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সমূহ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, ইউক্রেন, ইথিওপিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতো।

গ্রেটার ইসরাইল বাস্তবায়নের স্বপ্নে বিভোর এসব অভিশপ্ত ইহুদিরা, ফিলিস্তিনে বসবাসরত মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে সেখানেই ইহুদিবাদী উপনিবেশ গড়ছে।

ইসরাইলি সংস্থাগুলো অহংকার করে ঘোষণা করেছে, নতুন ইহুদিদের আগমন এটাই প্রমাণ করে যে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতিরোধ স্বত্তেও ভবিষ্যতে তাদের এই দখলাভিযান ফিলিস্তিন জুড়ে অব্যাহতভাবে জারি থাকবে।

ইহুদিদের ফিলিস্তিনে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী আন্তর্জাতিক ক্রিশ্চিয়ান এম্বেসী জেরুজালেমের প্রেসিডেন্ট জর্জেন বুহেলার জানায়,"তীব্র সংঘর্ষ স্বত্বেও আমাদের কাছে প্রমাণ হিসাবে এটা লক্ষণীয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসন প্রত্যাশি ইহুদীরা সাম্প্রতিক সপ্তাহে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করছে।"

জর্জেন আরো বলে, "বিগত কয়েক দিনে ইহুদি পরিবারগুলো ইসরাইলের জন্য ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র রকেট হামলায় অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, এটি ভবিষ্যতের ইহুদি রাষ্ট্রটির জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।"

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিশ্চিয়ান এম্বেসি জেরুজালেম জানায় ভারত ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আগমনকারী আরো ৯৯ জয়োনিস্ট উপনিবেশকারীদের বিমান ভাড়ায় তারা ভর্তুকি প্রদান করবে ।

---

## অর্থনীতির চরম দুরবস্থায়ও এস-৪০০ কিনতে মরিয়া ভারত

রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক এস-৪০০ বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ভারত। 'মিত্রদেশ' যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার হুমকি উপেক্ষা করেই নির্ধারিত সময়েই ক্ষেপণাস্ত্রটি হাতে পেতে চায় দেশটি। অবশ্য নির্ধারিত সময়েই ভারতের হাতে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রাশিয়াও।

মঙ্গলবার (১ জুন) ব্রিকস'র সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এই ঘোষণা দেয়।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ কিনতে ভারত বদ্ধপরিকর এবং দেশটির কাছে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়েই এ ব্যবস্থা হস্তান্তর করা হবে।

সাংবাদিকদের সে বলেছে, 'আমরা এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন করিনি এবং ভারতও এটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত অটল রয়েছে।' রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানায়, ভারতের সঙ্গে মস্কোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা বা সংক্ষেপে ব্রিকস গঠিত হয়েছে ভারত, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলকে নিয়ে। ২০০৬ সালের জুন মাসে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্প্রতি রাশিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমরাস্ত্র রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান রোসোবোরোনেক্সপোর্ট- এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলেক্সান্ডার মিখাইয়েভ বলেন, চলতি বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রথম চালান হাতে পাবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার কাছ থেকে পাঁচটি এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার চুক্তি করে ভারত। ২০২৫ সালের মধ্যে এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ভারতের হাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের এ চুক্তির মধ্যে নয়াদিল্লি ইতোমধ্যেই মস্কোকে ৮০ কোটি ডলার পরিশোধ করেছে।

এদিকে, করোনায় ভারতের অর্থনীতি তলানিতে পৌঁছে গেছে। অর্থের চরম দুরাবস্থার মাঝেও মালাউনরা সামরিক খাতে বিপুল অর্থ ব্যায় করছে।

---

## আল-কায়েদার হামলায় নাস্তানাবুদ সোমালি গোয়েন্দা সংস্থা 'এনআইএসএ'

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের একের পর এক সফল হামলায় ভেঙে পড়েছে সোমালিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা ও সুরক্ষা সংস্থা (এনআইএসএ) এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

গত মঙ্গলবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে আল শাবাব মুজাহিদিনরা দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা ও সুরক্ষা সংস্থা (এনআইএসএ) এর এক আন্ডারকভার অফিসার ও অন্য এক গোয়েন্দা সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

স্থানীয়রা জানান শাবাব যোদ্ধারা গুলি চালানোর ঠিক কিছু সময় পরে নির্ভয়ে পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। যেন মনে হচ্ছিল রাজধানী মোগাদিশু তাদেরই নিয়ন্ত্রিত কোন অঞ্চল। শাবাব যোদ্ধারা চলে যাওর পরে দেশটির মুরতাদ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং লোক দেখানো এলাকা ঘেরাও করে।

আল-কায়েদা সংযুক্ত সশস্ত্র দল আল শাবাব এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে, এবং শাবাব সমর্থক ওয়েবসাইট 'সোমালি মেমো' এক বিবৃতিতে মৃত গোয়েন্দা অফিসারকে শনাক্ত করেছে “কাগাওয়াইন” নামে।

একই রাতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন আরো এক গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে হত্যার কৃতিত্ব অর্জন করেন, সেেই হামলাটি চালানো হয় রাজধানী মোগাদিশুরই পশ্চিমে অবস্থিত লাফুল এলাকায়।

মঙ্গলবার রাতে মোগাদিশুতে এই হত্যাকাণ্ডের আগে আশ শাবাব মুজাহিদিন কীভাবে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পরিচয় এবং সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছিল তা এখনো পরিষ্কার নয়, যার ফলে প্রতিটি মূহুর্তেই আতংকে দিন কাটাচ্ছে সোমালীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা।

অতীতেও আশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের লক্ষ্য করে অসংখ্য হামলা চালিয়ে ডজনকে ডজন গোয়েন্দা সদস্যকে হত্যা করেছেন। আশ-শাবাবের এসব টার্গেটকৃত হামলা থেকে বাদ পড়েনি সিনিয়র কমান্ডার, অফিসার থেকে নিয়ে নিম্ন স্তরের গোয়েন্দা কর্মকর্তারাও। এসব কারণে পুরো প্রশাসনেই একধরণের আতংক বিরাজ করে সবসময়।

---

## ইসরাইল সর্বোচ্চ আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হোক, প্রত্যাশা আরব আমিরাতের

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয়দূত প্রত্যাশা করেন, দখলদার ও অভিশপ্ত ইসরাইল যেন মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোচ্চ আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয়!

দখলদার ইসরাইলের সর্বাধিক বর্ণবাদী দলের সাথে সাক্ষাৎকালে ইসরাইলে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস্ট্রীয়দূত মুহাম্মাদ আল খাজা জারজ রাষ্ট্রটি সম্পর্কে এমন আশা পোষণ করে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, ইসরাইলি রাষ্ট্রীয় "কান চ্যানেলে" প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয়দূতকে ইসরাইলের উগ্র ডানপন্থী "শাস" দলের নেতার সাথে পারস্পরিক সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে।

ইহুদীদের পরম মিত্র এই খাজা বলে,"যখন আমি ইসরাইলে এসেছি, আমি ইসরাইলিদের দেখে মুগ্ধ হয়েছি।... তারা উষ্ণ মনের মানুষ। আমি ইসরাইলের প্রাণকেন্দ্র তেলআবিবে মসজিদ দেখতে পাবো, আশাই করিনি।

যদিও বিশ্লেষণধর্মী "তায়াক্কুন ফ্যাক্ট চেক প্লাটফর্ম" সংযুক্ত আরব আমিরাতের উর্ধতন এই কূটনীতিকের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যকে "বিভ্রান্তিকর তথ্য" হিসাবেই শ্রেনিবদ্ধ করেছে।

আদতে তেলআবিবে মুসলিমদের কোন মসজিদই আর অবশিষ্ট নেই। তাই রাষ্ট্রদূতের দেখা মসজিদটি অবরুদ্ধ জাফফার বাস্তুচ্যুত শহর মানশিয়্যাহের "হাসান বেক মসজিদ" হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাসান বেক মসজিদটি মুসলিম অধ্যুষিত ফিলিস্তিনেরই অংশ, যা ১৯৪৮ সালের আন্দোলনের পর সামান্য কিছু অবকাঠামো এখনো টিকে আছে।

দখলদার ইসরাইলি প্রশাসন ৪০ বছর পূর্বেই মসজিদটি ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিল, যা স্থানীয় মুসলিমিদের তীব্র প্রতিবাদের কারণে সামান্যই রক্ষা পায়।

---

## কাশ্মীরে সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে বিজেপি নেতা ও পৌর কাউন্সিলর মালাউন রাকেশ পণ্ডিত নিহত হয়েছে। বন্ধুর বাড়িতে গেলে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাকে গুলি করে হত্যা করে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনায় আরেকজন আহত হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে এনডিটিভি জানিয়েছে।

পুলিশ জানায়, বিজেপি নেতা রাকেশ পণ্ডিতের নিরাপত্তায় তাকে ব্যক্তিগত নিরপাত্তাকর্মী দেয়া হয়েছিল এবং শ্রীনগরে একটি হোটেলে রাখা হয়। কিন্তু সে নিরাপত্তাকর্মী ছাড়াই ট্রালে বন্ধুর বাড়ি যায়।

কাশ্মীর পুলিশ টুইটারে জানায়, ট্রালে রাকেশ পণ্ডিত নামে এক কাউন্সিলরকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা গুলি করে হত্যা করেছে। তাকে দুইজন নিরাপত্তাকর্মী দেয়া হয়েছিল এবং সুরক্ষিত হোটলে রাখা হয়েছিল।

---

### ০২রা জুন, ২০২১

## খোরাসান | তালিবানদের হামলায় ৬৬ কাবুল সৈন্য খতম, বন্দী আরো ২০ সৈন্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে কমপক্ষে ৬৬ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ২০ সৈন্য বন্দী হয়। মুজাহিদগণ বিজয় করেনেন ১৯টি সামরিক পোস্ট ও ১টি সামরিক বেস।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তালিবান মুজাহিদিন গতকাল (১লা জুন) সকাল ৮ টা নাগাদ গজনি প্রদেশের দেহ ইয়াক জেলার কেন্দ্রের রক্ষণাত্মক পোস্টগুলিতে ব্যাপক আকারে আক্রমণ শুরু করেছেন, যা দুপুর ১১ টা অবধি চলতে থাকে। এসময় তালিবান মুজাহিদগণ জেলাটির তাসিন এলাকায় একটি সামরিক ভবন ও তার আশপাশে আঘাত হানলে কমপক্ষে ১৮ মুরতাদ সৈন্য মারা যায় এবং আরও ১১ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও এই অভিযান মুজাহিদগণ কাবুল বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন।

এমনিভাবে গতরাতে কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জওয়াই জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একাধিক অবস্থানে ভারী হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় তালিবান মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর ৮টি পোস্ট ধ্বংস করে দেন। তালিবানের সামরিক মুখপাত্র- ক্বারী ইউসুফ আহমদী জানান, মুজাহিদদের এই অভিযানে কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ৩০ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ ৮টি রেঞ্জার গাড়ি গনিমত লাভ করেন।

https://ibb.co/tMDZrk6

মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আরো জানান যে, গত রাতে তালিবান মুজাহিদগণ নানগারহার প্রদেশের পাচিরাগাম জেলার গারিখিল এলাকায় কাবুল বাহিনীর একটি বৃহত ঘাঁটি এবং ১৭ টি ফাঁড়ি বিজয় করে নিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হাতে অনেক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছিল এবং মুজাহিদগণ আরো ২০ সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুর সংখ্যাক অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন। অভিযানে মুজাহিদিনদের কোন ক্ষতি হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ্।

একই রাতে লোঘারর প্রদেশের মোহাম্মদ আগা জেলার পাচি এলাকায় কাবুল বাহিনীর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্টটে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করেনেন তালিবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হাতে ৭ মুরতাদ সদস্য নিহত হয় এবং মুজাহিদগণ প্রচুর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উদ্ধার করেন। আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও সংঘর্ষে মুজাহিদদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

---

## পাকিস্তান | সামরিক বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের হামলা, ৪ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ বুধবার (২ জুন) সকাল দশটা নাগাদ, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি কাফেলায় মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে তিন মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

আরো জানা যায় যে, মুরতাদ সেনাদের কালাই খাদ পোস্টের নিকটে এই মাইন বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছিল। আর এটি এমন সময় ঘটেছে যেখন সৈন্যরা পোস্ট পরিবর্তন করে অন্য পোস্টের দিকে যাচ্ছিল।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ আজ দুপুর বেলায় তাঁর টুইটারে এই বরকতময় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

---

## প্রিজেডর গণহত্যাঃ ক্রুসেডার সার্বিয়ান কর্তৃক মুসলিম নির্মূলের জঘন্যতম প্রয়াস

১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের বসনিয়া যুদ্ধে কমপক্ষে ২ লক্ষ মুসলিম মারা যায়। ২০ লক্ষাধিক বসনিয়ান বাস্তুচ্যুত হন।

বসনিয়া যুদ্ধে সেব্রেনিৎসা গণহত্যার পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন প্রিজেডর গণহত্যায়। জাতিগত নির্মূলের প্রয়াসে সংখ্যাগরিষ্ঠ বসনিয়াকে ও ক্রোট মুসলিমদের উপর ক্রুসেডার সার্বিয়ান সৈন্য কর্তৃক চালানো হয় এই নারকীয় গণহত্যা।

৩১ মে, ১৯৯২ঃ ইতিহাসের এই দিনে বসনিয়ার প্রিজেডর পৌরসভা জোড়পূর্বক দখলে নেয়ার পর দখলদার সার্বিয়ান সৈন্যরা স্থানীয় রেডিওতে সকল অ-সার্বিয়ান নাগরিকদের তাদের ঘরবাড়িতে সাদা রঙের পতাকা কিংবা বিছানার চাদর দিয়ে চিহ্নিত করতে ও বসতবাড়ি ত্যাগ করার সময় বাহুতে সাদা ফিতা পরিধান করতে নির্দেশ প্রদান করে।

তারপর সাদা বাহু বন্ধনী যুক্ত প্রায় দশ হাজার লোককে বসনিয়া যুদ্ধে নির্মিত কুখ্যাত ওমারস্কা, কেরাটার্ম, মাঞ্জাচা, ট্রনোপলজে ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়।

মূলত বসনিয়াক মুসলিমদের গণহত্যার উদ্দেশ্যে সার্বিয়ান খৃষ্টানদের থেকে পৃথক করতে সাদা বাহুবন্ধনী পরতে বাধ্য করা হয়েছিল।

১৯৯২ সালে ওমারস্কা ও মাঞ্জাচা ক্যাম্পে সাত মাস বন্দী থাকা, নির্যাতিত এক অভিবাসী শ্রমিক বলেন, সাদা বাহুবন্ধনী গণহত্যার প্রতীক কারণ কুখ্যাত সার্বিয়ান সৈন্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদেরকে জোড়পূর্বক দাউদ আঃ এর তারকা পরানোর কথা স্মরণ রেখেছিল।

প্রিজেডর গণহত্যায়, ২৫৮ জন নারী ও ১০২ জন শিশু সহ ৩১৭৬ জন মুসলিমকে সার্বিয়ান সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। প্রায় ৩১ হাজার বেসামরিক লোককে ক্যাম্পে বন্দী রেখে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। ৫৩ হাজার মুসলিমকে জোড়পূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।

নির্যাতনে বেঁচে যাওয়া লোকেরা নেদারল্যান্ডসের হগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে লোমহর্ষক নির্যাতন, ধর্ষণ আর পৈশাচিক গণহত্যার বিবরণ দিয়েছিলেন।

অতীতের স্মৃতিচারণঃ

২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে "ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর মিসিং পারসন" প্রিজেডর পৌরসভার টমাসিকাতে বসনিয়া যুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম গণকবরস্থান আবিষ্কার করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া তথ্যমতে, গণকবরস্থানটিতে হানাদার সার্বিয়ান সৈন্য কর্তৃক নিহত এক হাজারের অধিক বসনিয়াক মুসলিম ও ক্রোট জনগোষ্ঠীর দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। গণহত্যায় নিহত লোককে দেহাবশেষ পরে পুনরায় দাফন করা হয়।

প্রিজেডরের পার্শ্ববর্তী জেকোভি গ্রামের বাসিন্দা হাভা তাটারেভিক তার স্বামী ও ছয় সন্তানের পুরো পরিবারকে প্রিজেডর গণহত্যায় হারিয়েছেন।

সম্প্রতি টমাসিকায় গণকবর আবিষ্কারের ফলে লোকেরা বসনিয়া যুদ্ধের নিকৃষ্টতম যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে মুখ খুলেছে।

হডজিক বলেন,"এটি এমনকিছু যা এড়ানো যায় না। আমি বিশ্বাস করি, যদি স্থানীয় প্রশাসন বাধাগ্রস্ত না করে, তবে প্রিজেডরের সাধারণ নাগরিকদের যুদ্ধাপরাধের বিষয় উল্লেখ করতে কোন সমস্যা হবে না। সমস্যার মূলে প্রিজেডরের প্রশাসন, জনগণ নয়।"

মুজাগিক অতীতের ভয়াবহতা তুলে ধরতে "গার্ডিয়ান অফ ওমারস্কা" নামে ফেইসবুকে একটি গ্রুপ খুলেছেন।

তিনি বলেন, প্রিজেডর গণহত্যা শুধু বসনিয়ার নিছক স্বাধীন আর নিরাপত্তার নিদর্শন নয়, বরং এটি ছিল অ-সার্বিয়ান মুসলিমদের বিরুদ্ধে সার্বিয়ানদের একটি পরিকল্পিত আগ্রাসন। সাদা বাহুবন্ধনী ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতীক।"

প্রিজেডর গণহত্যায় পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিদের হারানো মুজাগিক স্মৃতির পুনর্মিলনের সন্নিবেশ ঘটাতে ২০০৩ সালে সোশ্যাল এক্টিভিস্ট হিসাবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

মুজাগিক বলেন,"আমি চাই আমার দুই মেয়ে প্রিজেডরে পুনরায় ফিরতে সক্ষম হোক! তাদের যেন কেউ ভিন্ন চোখে না দেখে। হয়তো আমার জীবদ্দশায় এটি হবে না কিন্তু শতবর্ষ পর হতে পারে।"

---

## পাকিস্তান | সেনাবাহিনীর তোপের মুখে সাংবাদিক হামিদ মীর, জিও নিউজের উপস্থাপনা থেকেও বহিষ্কার

পাকিস্তানীদের কাছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনায় প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট পাকিস্তানী সাংবাদিক হামিদ মীর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তোপের মুখে জনপ্রিয় নিউজ অনুষ্ঠানের শো পরিচালনা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন।

কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল-জাজিরাকে সাংবাদিক হামিদ মীর নিশ্চিত করেছেন যে, গত ৩১ মে সোমবার সন্ধ্যা থেকে জিও নিউজের জনপ্রিয় "ক্যাপিটাল টক" অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় আর থাকছেন না তিনি।

হামিদ জানান,"আমি জিও নিউজের কর্মকর্তাদের জানিয়েছি, আমি আর নিউজ অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করবো না।"

হামিদের নিউজ উপস্থাপনা থেকে সরে দাড়ানোর বিষয়ে জিও নিউজের পরিচালনা পরিষদ আল জাজিরাকে জানায়, হামিদ মীর আর অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করছেন না।

বিশ্বস্ত সূত্র আল জাজিরাকে নিশ্চিত করেছে, সাংবাদিক হামিদকে বহিষ্কার করতে জিও নিউজকে উর্ধ্বতন মহল থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে।"

এর আগে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর অপরাধ আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর সংবাদ পরিবেশনায় প্রসিদ্ধ পাক সাংবাদিক আসাদ আলি তুরের উপর গত সপ্তাহে রাজধানী ইসলামাবাদে তার নিজ বাড়িতে হামলা হয়েছে। তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তি এসময় তাকে পিটিয়ে তার সাংবাদিকতার জন্য শাসিয়ে যায়।

গত ২৮ মে শুক্রবার ইসলামাবাদে সাংবাদিকের উপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদ সমাবেশে সাংবাদিক হামিদ দুষ্কৃতিকারীদের সনাক্ত করতে পাক প্রশাসনকে আহবান জানান। সে সমাবেশে তিনি ন্যক্কারজনক ঘটনার সম্পৃক্ততায় পাক সেনাবাহিনী ও তার প্রধান জেনারেল ক্বামার জাভেদ বাজুয়াকে ইঙ্গিত করে কিছু কথা বলেছিলেন।

ধারণা করা হচ্ছে তার এই অগ্নিঝড়া বক্তব্যের ফলে পাক সেনাবাহিনী তার উপর চরম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিক হামিদ বক্তব্যে বলেন,"যদি আপনি আমাদের বাড়িতে হামলা করেন, তবে আমরা আপনার বাড়িতে কিছুই করবো না। কারণ আপনাদের ট্যাংক ও অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু আমরা জনগনকে আপনাদের ভেতরকার কুকীর্তিগুলি জানাতে পারি।"

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক অভিযুক্ত জনগণের অধিকার হরণের উপর একটি অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার পর সাংবাদিক হামিদের উপর কিছু অসনাক্ত লোক গুলি চালিয়েছিল। সে যাত্রায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

পাকিস্তানের "রিপোর্টার উইদাউট বর্ডার" প্রতিনিধি ও ফ্রিডম নেটওয়ার্কের মিডিয়া শাখার প্রধান ইকবাল খাট্টাক বিশিষ্ট সাংবাদিক হামিদ মীরের সংবাদ অনুষ্ঠান পরিচালনা থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "সাংবাদিকতার ক্ষেত্র দিনদিন সংকুচিত হয়ে আসছে। আসলে আমি বলতে চাচ্ছি, সাংবাদিকতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এমনকি এ পেশার কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজেকে মেলে ধরার অনুমতিই পাবেন না।"

https://ibb.co/0cM3j3v

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের হাতে ১৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১০টি মেশিনগান গনিমত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলিয় দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ৩ টিতেই ১১ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১লা জুন মঙ্গলবার, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বুকুল শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাকে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং মুজাহিদগণ ৬টি মেশিনগান গনিমত লাভ করেন।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর ইয়াকশেদ জেলায় ২টি পৃথক স্থানে টার্গেট অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাক মুজাহিদিন। এসময় শাবাব মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার দুই সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

এই অভিযানের একদিন আগে বাইদাওয়ে শহরে মুরতাদ বাহিনীর আরো একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের গুলির অঘাতে ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ তখন মুরতাদ বাহিনী থেকে ৪টি মেশিনগানও গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে আফজাওয়ী শহরে সরকারী মিলিশিয়াদের এক নেতার কাফেলায়ও ঐদিন সফল হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সরকারি মিলিশিয়ার দুই সদস্য আহত হয়েছে।

---

## ক্ষমতাসীনদের যোগসাজশে দুর্নীতিতে বেপরোয়া উপাচার্যরা: টিআইবি

দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)- এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশের পরেও তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

মঙ্গলবার (০১ জুন) সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ইউজিসির সুনির্দিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনীহার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা দুর্নীতি-অনিয়মের যোগসাজশের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে এটা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জবাবদিহিতার অভাব ও বিচারহীনতার সংস্কৃতিরই প্রতিফলন।

দুর্নীতি নিয়ে কাজ করা সংস্থাটি মনে করে, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক ও আত্মঘাতী।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষাদান, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার পরিবর্তে একশ্রেণির সুবিধাভোগী দলদাস তথাকথিত শিক্ষকদের কারণে দলীয় লেজুড়বৃত্তি রাজনীতির স্বার্থ রক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতার বদলে রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পৃক্ততা নিয়োগ প্রদানের অন্যতম বিবেচ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে বলে যে অভিযোগ রয়েছে, তা সরাসরি নাকচ করে দেয়া যাচ্ছে না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্যসহ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে এমন সব ব্যক্তিকে পদায়ন ও নিয়োগ প্রদান করছেন, যারা উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ নয় বরং ক্ষমতাসীন দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও দলীয় নেতাকর্মীদের সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানে সচেষ্ট থাকেন।

তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অভিযুক্ত একজন উপাচার্যকেও যদি ন্যায়বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হতো, তাহলে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য উপাচার্যরাও অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার সাহস করতেন না।

ইউজিসির একজন সদস্য সম্প্রতি এমন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, তার সাথে একমত পোষণ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলছেন, 'জবাবদিহি ও শাস্তির অভাবে উপাচার্যদের একাংশ কোনো ধরনের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছাচার মনোবৃত্তির ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।'

কোনো উপাচার্যের বিরুদ্ধে ২৫টি আবার কারো বিরুদ্ধে ৪৫টি পর্যন্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও দুর্নীতি দমন কমিশন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে, যা হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষা উপমন্ত্রী অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ দুদকের কাছে প্রেরণের যে কথা বলেছেন, সে অনুযায়ী ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে ও কোনো ধরনের চাপের কাছে নতি শিকার না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করবে বলে টিআইবি প্রত্যাশা করছে।

টিআইবি মনে করে, বর্তমান পরিস্থিতি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও জাতীয় জীবনে এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

---

## ভারতে নদীতে ভেসে আসা করোনায় মৃতদের দেহ খুবলে খাচ্ছে কুকুর

করোনায় মৃতদের দেহ খুবলে খাচ্ছে কুকুর। এমনই বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল ভারতের উত্তরাখণ্ডে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে, উত্তরকাশীর ভাগীরথী নদীর কেদার ঘাট সংলগ্ন চরে ভেসে আসা মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে কুকুর। এর আগেও চিতায় করোনায় মৃতদের দেহ কুকুরে খাওয়ার দৃশ্য ভাইরাল হয়েছিল।

স্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ বলছে, কিছুদিন ধরে প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে ভাগীরথীর জলস্তর বেড়ে যাওয়াতেই অর্ধদগ্ধ দেহগুলি ভেসে এসেছে। দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের একাংশ আবার বলছে, করোনায় মৃতদের দেহগুলি ভেসে এসেছে। আর তা যদি হয়, তবে উত্তরাখণ্ডে বিপুল হারে সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ব্রিজ থেকে করোনায় মৃত লাশ ফেলার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। এর আগে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেও নদীতে মৃতদেহ ভেসে ওঠার ঘটনা ঘটেছিল। কোভিডে মৃতদের দাহ করতে না পেরেই মালাউনরা লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এবার একই ঘটনা দেখা গেল উত্তরাখণ্ডে।

সূত্র: আজকাল

---

## ফিলিস্তিনি কিশোরকে গাড়িচাপা দিল ইসরায়েলি পুলিশ

পবিত্র নগরী জেরুসালেমে ফিলিস্তিনের পতাকা ওড়ানোর দায়ে এক মুসলিম কিশোরকে গাড়িচাপা দিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের পুলিশ।

রোববার (৩০ মে) সন্ধ্যায় আল-আকসা মসজিদের দক্ষিণে সিলওয়ান জেলার একটি রাস্তায় শিশুটির ওপর বর্বর এ হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।

১৫ বছর বয়সী জাওয়াদ আব্বাসি নামে ওই ফিলিস্তিনি কিশোর তার বাইসাইকেলে নিজ দেশের পতাকা উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস আলমন্ড নামে এলাকায় আসার পর দখলদার পুলিশ ওই ফিলিস্তিনি কিশোরকে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করে।

একপর্যায়ে পুলিশ তার ওপর গাড়ি তুলে দেয়। এতে সাইকেল থেকে শিশুটি পড়ে যায়। রাস্তায় পড়ে যাবার পরও তাঁর পায়ের ওপর তুলে দেয়া হয় গাড়ি।

পরে গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দখলদার ইসরায়েলি পুলিশের এ বর্বরোচিত হামলার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এতে ইসরায়েল পুলিশকে বলতে শোনা যায়, ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানোয় তাকে গাড়িচাপা দেয়া হয়েছে।

## গত ২ সপ্তাহে ১৭০০ ফিলিস্তিনিকে অপহরণ করেছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনে গণহত্যা ও আগ্রাসন চালানো অভিশপ্ত ইহুদিরা যুদ্ধবিরতির পরও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে চালাচ্ছে গ্রেফতার ও অপহরণ অভিযান।

গত দুই সপ্তাহেই কমপক্ষে ১ হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনিকে অপহরণ করে গ্রেফতার দেখায় কুখ্যাত ইহুদি পুলিশ।

যুদ্ধবিরতি চলাকালীন জালিম ইহুদিদের এ ঘৃণ্য অভিযানে ভয় ও শংকায় দিনাতিপাত করছেন মাজলুম ফিলিস্তিনিরা। ধারণা করা হচ্ছে, অবৈধ ইহুদি বসতির নিরাপত্তার জন্য গোপন মিশনে নেমেছে দখলদার ইসরায়েল।

রাত গভীর হলেই ঘৃণ্য ইহুদিরা পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘরে ঢুকে পড়ে। চালায় তান্ডব ও নির্যাতন। বিশেষকরে শিশু ও মহিলারা তাদের তান্ডবে তটস্থ থাকে। প্রতিদিন কমপক্ষে শতাধিক ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ইহুদিরা।

জানা যায়, গ্রেফতারকৃত ৩০০ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে মামলা।

### ০১লা জুন, ২০২১

## জনগণের তাড়া খেয়ে ট্রলার নিয়ে পালালেন সাংসদ

আজ সকাল থেকেই কয়রার মহারাজপুর ইউনিয়নের দশহালিয়া এলাকায় কপোতাক্ষ নদের ভেঙে যাওয়া বাঁধ স্বেচ্ছাশ্রমে মেরামতে করছিলেন কয়েক শ মানুষ। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে একটি ট্রলার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন খুলনা-৬ (পাইকগাছা-কয়রা) আসনের সাংসদ মো. আক্তারুজ্জামান। বাঁধে কাজ করা উত্তেজিত জনতা সাংসদকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কাঁদা ছুড়ে মারতে থাকেন ট্রলারের দিকে। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ট্রলার নিয়ে চলে যান সাংসদ। পরে অবশ্য ফিরেও এসেছেন।

তবে সাংসদ মো. আক্তারুজ্জামান দাবি করেছেন, তাঁকে বহনকারী ট্রলারে কাঁদা ছুড়ে মারা হয়নি। তিনি বলেন, স্থানীয় মানুষ চান টেকসই বেড়িবাঁধ। প্রতিবছর ভাঙনে তাঁরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভাঙন এলাকায় কাজ করছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেখানে গেলে তাঁকে (সাংসদ) দেখে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে টেকসই

বেড়িবাঁধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। তিনি আরও বলেন, তাঁদের ওই দাবি যৌক্তিক। বারবার বাঁধ ভাঙে আর বারবার স্বেচ্ছাশ্রমে তাঁদের কাজ করতে হয়। এ কারণে সাংসদের ওপর তাঁদের ক্ষোভও বেশি। পরে ওই এলাকায় নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাঁধের কাজ করা হয়েছে। ট্রলারে কাঁদা ছুড়ে বলেন, স্থানীয় মানুষ চান টেকসই বেড়িবাঁধ। প্রতিবছর ভাঙনে তাঁরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভাঙন এলাকায় কাজ করছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেখানে গেলে তাঁকে (সাংসদ) দেখে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে টেকসই বেড়িবাঁধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। তিনি আরও বলেন, তাঁদের ওই দাবি যৌক্তিক।

বাঁধে কাজ করা কয়েকজন মানুষের কাছ থেকে জানা গেছে, ইয়াসের পর ওই এলাকার বাঁধ ভেঙে মহারাজপুর ও পাশের বাগালী ইউনিয়নের অন্তত ২০টি গ্রাম প্লাবিত হচ্ছে সাগরের লোনাপানিতে। ইয়াসের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে গত বুধবার ভেঙে যাওয়া ওই বাঁধ এখনো মেরামত করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে নিয়মিত জোয়ারভাটা আসা-যাওয়া করছে গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে। ঘূর্ণিঝড় আইলার দীর্ঘ এক যুগ পর আবার এমন দুর্ভোগে পড়েছে। চার দিন ধরে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ মেরামত করছেন এলাকার মানুষ। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাংসদ একটি ট্রলারে করে ওই ভাঙা বাঁধের স্থানে যান। যখনই তাঁর ট্রলারটি ঘাটে ভিড়তে যায়, তখনই কাঁদা ছুড়তে শুরু করেন স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করা মানুষগুলো। বারবার মাইকে ঘোষণা করেও তাঁদের নিবৃত্ত করা যায়নি। প্রায় ১০ মিনিট বৃষ্টির মতো কাঁদা ছুড়ে মারার একপর্যায়ে ট্রলারটি পিছু হটে নদীর অপর পাড়ে চলে যায়। প্রায় আধা ঘণ্টা পর কাজ করতে থাকা মানুষকে শান্ত করা হলে আবার সাংসদ সেই ভাঙা বাঁধের কাছে যান।

এ সময় সাংসদ মাইকে স্থায়ী বাঁধ না করতে পারায় নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাঁধ মেরামতের কাজে লেগে পড়েন। কিন্তু সেটিও পছন্দ হয়নি কাজ করতে থাকা সাধারণ মানুষের। সাংসদ কাজে নামার পর অধিকাংশ মানুষ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

সাংসদের ওপর ক্ষোভের কারণ হিসেবে স্থানীয় লোকজন বলছেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বেড়িবাঁধের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন সাংসদ। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের ওই ঠিকাদারির কাজ দেওয়া হয়। এ কারণে বাঁধের কাজের মান ভালো হয় না। তাই জোয়ারের পানি সামান্য বাড়লেই ভেঙে যায় বাঁধ। আর দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ।

এস এম শফিকুল ইসলাম নামে একজন বলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তাঁরা কাজ করছিলেন, এমন সময় সাংসদ এসেছেন শুনেই দেখতে পান সাধারণ মানুষ কাঁদা ছুড়ে মারছে। এতে সাংসদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কাঁদা লাগে। চেষ্টা করেও সাধারণ মানুষকে নিবৃত্ত করা যায়নি। প্রায় এক ঘণ্টা পর মানুষ একটু শান্ত হলে সাংসদ আবার বাঁধের কাছে এসে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ করে বক্তব্য দিয়ে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেন। তবে এরপর বাঁধের কাজ আর হয়নি। এ কারণে আজ বাঁধ পুরোপুরি মেরামত করা যায়নি। তবে ওই ঘটনা না ঘটলে বাঁধ পুরোপুরি মেরামত হয়ে যেত। প্রথম আলো

## খোরাসান | বাঘলানে তালিবানের ইস্তেশহাদী হামলায় ৪১ মুরতাদ সৈন্য ও ২৪টি সাঁজোয়া যান নিষ্ক্রিয়

ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় বাঘলান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর একটি সফল গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন।

বাঘালান প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে, এই প্রদেশের মধ্য বগলুন জেলার পুলিশ সদর দফতরের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল (৩১ মে) সন্ধ্যায়, জেলাটির পুলিশ রিক্রুটিং সেন্টারের সামনে বোমা বোঝাই একটি গাড়ির মাধ্যমে ঘাঁটিটিতে প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। গাড়ি বোমা হামলার পরেই ঘাঁটিটিতে তীব্র সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

https://ibb.co/zFSW0XP

তালিবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হামলার দায় স্বীকার করে এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাসহ ৪১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৮ টি হাম্বী ট্যাঙ্ক ও ১৬ টি অন্যান্য সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

প্রদেশটিতে কাবুল সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তারা স্বীকার করেছে যে, ১টি হাম্বি ট্যাঙ্কের মাধ্যমে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

স্থানীয় সূত্র জানায় যে, বিস্ফোরণটি এমন সময় হয়েছিল যখন পুলিশ সদর দফতরে বিশেষ বাহিনীর সদস্যরাও উপস্থিত ছিল, যার ফলে প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং জেলাটির পুলিশ প্রধানও গুরুতর আহত হয়েছে।

https://ibb.co/265nfvj

---

## মুসলিম সেজে ফিলিস্তিনিদের ওপর গুপ্তহত্যা চালাচ্ছে ইহুদিরা

ফিলিস্তিনের গাজায় টানা ১১ দিন গণহারে মুসলিম হত্যা চালানোর পরও ক্ষান্ত হয়নি অভিশপ্ত ইহুদিরা। এখন ফিলিস্তিনের বিভিন্ন এলাকায় আরব মুসলিমদের মতো পোশাক পরে গুপ্তহত্যা চালাচ্ছে কুখ্যাত ইহুদিবাদী ইসরায়েলের গুপ্ত বাহিনী 'মুসতা'রিবিন'। তারা আরবি ভাষায় কথাও বলতে পারে। মূলত যুদ্ধবাজ ইসরায়েল সরকারের নির্দেশে প্রতিশোধ নিতেই এই হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীরা।

সম্প্রতি আল-আমারি শরণার্থী শিবিরে আহমেদ ফাহাদ (২৪) নামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে খুন করে ইহুদি গুপ্তঘাতকরা।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানা যায়, গুপ্তচরেরা প্রথমে ফিলিস্তিনি যুবককে আটক করে নিয়ে যায়। পরে ফিলিস্তিনের রামাল্লার উম্ম-আল শরায়েত এলাকায় একটি রাস্তায় তার লাশ পাওয়া যায়। তার শরীরে কয়েক রাউন্ড গুলির আঘাত ছিল।

এ বিষয়ে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চিকিৎসকের বরাতে জানিয়েছেন, ফাহাদকে খুব কাছ থেকে কয়েকটি গুলি করা হয়েছে।

রামাল্লায় নিযুক্ত মানবাধিকার সংস্থা আল-হক এর মানবাধিকারকর্মী শাওয়ান জাবারিন বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেই যাচ্ছে। গুপ্ত সংস্থার পরিচালিত এসব হত্যাকাণ্ড কোনো দুর্ঘটনা নয়। আহমেদ ফাহাদের হত্যা নিয়ে তদন্ত চলছে। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি মুসতা'রিবিন নামে অভিশপ্ত ইসরায়েল গুপ্ত সংস্থার সদস্যরা ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে।

খবরে বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের ঠান্ডা মাথায় খুন করে তাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলার অভিযোগ আনা হয়।

অন্যদিকে, প্রতি রাতেই বেলা দুইটার দিকে রামাল্লায় ইসরায়েলি সেনারা এসে ধরপাকড় চালায়।

===========================